পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 4 Wednesday, 4 December, 2024 ✻ ৩০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা ✻ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, বুধবার, ৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

‘আধাআধি ভাগ হোক করের টাকা’

অর্থ কমিশনের বৈঠকে কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিদের সামনে ফের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনা করেন তাঁরা। সেখানেই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রের দাবি, ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মমতা নাকি এও বলেন, জিএসটি বাবদ রাজ্য থেকে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব কর আদায় করে নিয়ে গেলেও বাংলার প্রাপ্য অর্থ দেয় না দিল্লি। এদিন ষোড়শ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানগড়িয়ার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল নবান্নে আসেন। সেখানে বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রের তরফে রাজ্যের জন্য বরাদ্দর প্রসঙ্গটিও ওঠে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এতদিন কেন্দ্র-রাজ্যের শেয়ার ছিল ৪১:৫৯ শতাংশ। ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাছে এই শেয়ার ৫০:৫০ করার দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, গত কয়েক বছরে বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছ থেকে বকেয়া বাবদ রাজ্যের প্রাপ্য কয়েক লক্ষ কোটি টাকাও দ্রুত মেটানোর দাবি জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে এ বিষয়ে এদিনই নিশ্চিত করে কিছু বলেনি কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের সদস্যরা। এদিনের বৈঠকে সিপিএমের রাজ্য বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ছিলেন ১২ জন মন্ত্রী। বিকেলে আবার রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে অর্থ কমিশন। ছিলেন সিপিএমের মহম্মদ সামাজিক প্রকল্পগুলি ভালোভাবে করা যাবে। কিন্তু এনিয়ে অর্থ কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁরা শুধুমাত্র করের অর্থের বিষয়টি দেখভাল করেন। কেন্দ্রীয় বকেয়া বা

সম্পাদক মহম্মদ সেলিম-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, পালা বদলের জমানায় এদিনই প্রথম নবান্নে পা রাখলেন সেলিম। ফলে মমতা-সেলিমের মুখোমুখি সাক্ষাৎ নিয়ে বিভিন্ন মহলে কৌতূহলও ছিল। তবে সৌজন্য বিনিময় ছাড়া দু’জনের মধ্যে আলাদা করে কোনও কথা হয়েছে কিনা, তা জানা যায়নি। এদিন দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ নবান্নে পৌঁছন দিল্লি থেকে আসা প্রতিনিধিরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে সেলিম, বিজেপির শংকর ঘোষ। তাঁরাও করের অর্থের ৪১ শতাংশের বদলে ৫০ শতাংশ টাকা দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। কমিশনের তরফে জানানো হয়, এখনও পর্যন্ত ১৩টি রাজ্যে তাঁরা গিয়েছেন, সকলেই কমবেশি এই দাবি তুলেছে। এই সবই তাঁরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানাবেন। এদিনের বৈঠকে অর্থ কমিশনের কাছেও মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সরব হন। জানান, বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় বকেয়া মিলছে না। সেই টাকা পেলে কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত টাকা রাজ্যকে দেওয়া তাঁদের আওতাভুক্ত নয়। তবে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের এই বার্তা পৌঁছে দেবেন বলে আশ্বাস দেন প্রতিনিধিরা। পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্র অর্থ কমিশন যে টাকা বরাদ্দ করেছে, তার মধ্যে এবার নগরায়নে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছে রাজ্য সরকার। এছাড়া ভাঙন, ধস কবলিত এলাকাগুলিতে বেশি টাকা দেওয়ার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সবই বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন প্রতিনিধিরা।

রাজ্যের চাপে উঠল ধর্মঘট, আজ থেকে বাজারে আলুর জোগান থাকবে স্বাভাবিক

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৪ ডিসেম্বরঃ রাজ্য সরকারের চাপে পিছু হটল প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, বুধবার থেকে কর্মবিরতি তুলে নিচ্ছেন তাঁরা। অর্থাৎ বুধবার হিমঘর থেকে আলু বের হবে ও বাজারে সরবরাহ করা হবে আগের মতো। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে বেচারহাটে আলু ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক শেষে এই সিদ্ধান্ত জানালেন তাঁরা। মঙ্গলবার প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি কর্মবিরতির ডাক দেওয়ায় সকাল থেকেই বাজারে চড়া দামে আলু বিক্রি হয়েছে। বর্ধমানের পুলিশ লাইন বাজার থেকে স্টেশন বাজার কিংবা নীলপুর বাজার সব জায়গাতেই খোলা বাজারে জ্যোতি আলু বিক্রি হচ্ছে ৩৬ টাকা কিলো দরে। চন্দ্রমুখী আলু বিক্রি হয় ৪০ টাকা কিলোদরে। বাজারের খুচরো বিক্রেতারা জানান, গতকাল পর্যন্ত তাঁরা আলু বিক্রি করেছেন ৩২ টাকায়। কিন্তু এদিন আলুর জোগান কম। বস্তায় ২০০ টাকা বেশি দামে আলু কিনতে হয়। তাই দাম বেড়েছে। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিল বর্ডার না খুললে তারা মঙ্গলবার থেকে কর্মবিরতিতে সামিল হবে। সেই মতো এদিন হিমঘর থেকে আলু বের হয়নি। ব্যবসায়ীদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন হিমঘর মালিকরাও। তাই সব হিমঘরেই তালা পড়ে যায়। পূর্ব বর্ধমানের কোনও হিমঘর থেকে কার্যত কোনও আলু বের হয়নি। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সভাপতি জগবন্ধু মণ্ডল বলেন, ‘‘আমরা সাধারণ মানুষের কথা ভেবে কর্মবিরতি তুলে নিচ্ছি। বুধবার রাত থেকে হিমঘর থেকে আলু বের হবে।’’

‘রাজনীতির রঙ ভুলে হিন্দুরা একজোট হন’, বার্তা দিলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশে চলছে অস্থির পরিস্থিতি। অভিযোগ আসছে সেখানে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। প্রভাব পড়েছে এ রাজ্যেও। এবার হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি আবেদন করেছেন, প্রত্যেক হিন্দু যাতে রাজনীতির রঙ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। ইস্কনের পক্ষ থেকে যাঁরা গোটা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে আছেন তাঁদের ভয়ঙ্করভাবে রিয়্যাক্ট করা উচিত।’’ বাংলাদেশে হামাস, আইএস, তালিবানের থেকেও খারাপ একটি জঙ্গিবাদ কাজ করছে বলে এ দিন জানান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, ‘‘সন্ন্যাসীদের আইনজীবীদের মৃত্যু মুখে ফেলা হচ্ছে। নয়ত গ্রেফতার করা হচ্ছে। গোটা পৃথিবীর হিন্দুদের সময় হয়েছে রাজনীতির রঙ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।’’ একই সঙ্গে সে দেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। উল্লেখ্য, সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারির পর থেকে নতুন করে উত্তপ্ত হয়েছে বাংলাদেশ। হিন্দুদের উপর যখন অত্যাচার হচ্ছে সেই আবহে ফের পিছিয়ে গিয়েছে চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিন মামলা। আদালতে কোনও আইনজীবী উপস্থিত না হওয়ায় পিছিয়ে গিয়েছে সেই মামলা। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী বছরের ২ জানুয়ারি। অর্থাৎ প্রায় এক মাস ধরে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই সন্ন্যাসীর। অপরদিকে, ইসকনের তরফে জানানো হয়েছে, যাঁরা মামলায় চিন্ময় দাসের হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের প্রায় সকলকেই বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকেই গ্রেফতার হয়েছেন বলেও খবর।

আরজি কর বিচারের ‘শ্রাদ্ধ’ করছে সিবিআই অভিযোগ তুলে পথে নামলেন বিশেষভাবে সক্ষমরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ চার মাস হতে চললেও মেলেনি সুবিচার। আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় উত্তাল রাজ্য। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে পথে নেমেছেন বিভিন্ন মহলের মানুষ। কিন্তু এতদিন কেটে গেলেও তদন্ত সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছে। এবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে নির্যাতিতার সুবিচারের দাবিতে পথে নামলেন বিশেষভাবে সক্ষম তরুণ-তরুণীরা। মঙ্গলবার ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে উই ওয়ান্ট জাস্টিসের স্লোগান তুলে সিবিআইয়ের তদন্তপ্রকৃতি নিয়েই প্রশ্ন তুললেন তাঁরা। নির্যাতিতা কী আদৌ বিচার পাবে? কবে চূড়ান্ত চার্জশিট পেশ করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা-এমনই একাধিক প্রশ্ন তুলে ধরা হয়। মঙ্গলবার কলকাতায় নির্যাতিতার আত্মার শান্তির দাবিতে রাস্তার উপরেই বসে চলে প্রতীকী পুজোপাঠ। যেখানে দেখা যায় পুরোহিতের ভূমিকায় রয়েছেন একজন প্রতীকী সিবিআই আধিকারিককে দেখা যায়। নির্যাতিতার সুবিচারের দাবিতে মন্ত্র আওড়ে চলেছেন তিনি। বিশেষভাবে সক্ষমদের অভিযোগ, চার মাস পেরতে চললেও এখনও বিচার মেলেনি নির্যাতিতার।

‘বাংলায় ঢুকে আমাদের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করছে বাংলাদেশিরা’

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশ ইস্যুতে মঙ্গলবার উত্তাল হল সংসদ। সওয়াল করলেন বাংলার সাংসদরা। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত করা এবং চিন্ময়কৃষ্ণের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে পশ্চিমবঙ্গে পথে নেমেছে বিজেপি। বাংলাদেশ ইস্যুতে প্রথম থেকেই মমতা সরকারের অবস্থান ছিল, এই বিষয়ে কেন্দ্রের অবস্থানকে সমর্থন করবে তারা। কিন্তু এই ইস্যুতেই মঙ্গলবার উত্তাল সংসদ। বাংলাদেশ ইস্যুতে মোদি সরকারের দিকেই বল ঠেলেছে তৃণমূল। আবার অনুপ্রবেশে-কাঁটায় রাজ্য সরকারকে বিঁধেছেন বিজেপি সাংসদরা। রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের প্রশ্ন, বাঙালি হিন্দু হওয়া কি অপরাধ? তিনি বলেন, ‘‘বাংলাদেশের যেভাবে রাষ্ট্রীয় মদতে বাঙালি হিন্দুদের চিহ্নিত করে তাদের উপর এই অপরাধ হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হলে আন্দোলনকারী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। দিনের পর দিন অনুপ্রবেশকারীরা এসে আমাদের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে।’’ তাঁর অভিযোগ, ‘‘এগুলি হচ্ছে সরকারি মতে। রাজ্য সরকার মদত দিচ্ছে হাওড়া উলুবেড়িয়ায় সন্ত্রাস হতে।’’ জগন্নাথ সরকারের বক্তব্য, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা আসছে বলেই, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। হুগলি, হাওড়া, নদিয়ার কিছু অংশেও একই সমস্যা। আরং সেটা সরকারি মদতেই হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। যদিও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে প্রথম থেকেই বাংলার শাসকদল কেন্দ্রীয় সরকার, অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও বিএসএফ-কেই দায়ী করে এসেছে। এক্ষেত্রেও বল ঠেলেছে মোদি সরকারের দিকেই।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অখিলেশ, বললেন বিষয়টি ভারত সরকারের দেখা উচিত

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গে অবশেষে মুখ খুললেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। অখিলেশের মতে, এই বিষয়টি ভারত সরকারের দেখা উচিত। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নিপীড়নের ঘটনা দিন দিন বো।ইে চলেছে। আক্রান্ত হচ্ছেন সন্ন্যাসীরা, প্রতিবাদে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চলছে বিক্ষোভ।এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অখিলেশ যাদব বলেছেন, এ বিষয়ে ভারত সরকারের চিন্তাভাবনা করা উচিত, এমনটা হওয়া উচিত নয়। যদি তাঁরা আমাদের সাধুদের সম্মান করতে না পারে তবে তাঁরা কীভাবে একটি শক্তিশালী সরকার বলে দাবি করতে পারে।

আদানি ঘুষ-কাণ্ডে সংসদ চত্বরে ইন্ডি নেতাদের বিক্ষোভ, নিন্দা রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর ঃ আদানি ঘুষ-কাণ্ডে সংসদ উত্তালই। মঙ্গলবার সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সংসদ ভবন চত্বরে আদানি ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ইন্ডি জোটের নেতারা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং, আরজেডি-র মিসা ভারতী-সহ ইন্ডি জোটের অনেক নেতা বিক্ষোভে শামিল হন। আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানান তাঁরা।এদিকে, সংসদে অচলাবস্থা নিয়ে বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করেছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেছেন, দেশের স্বার্থে সংসদের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলুক, এটা গুরুত্বপূর্ণ।সংসদের কাজ সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না, এজন্য দেশ ও বিরোধী সাংসদদের বেশি ক্ষতি হচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় আলোচনা ছাড়াই আমরা বিল পাস করতে পারি, কিন্তু এমনটা করা আমরা ঠিক মনে করি না।

আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনের অফিসে বিক্ষোভ

ঢাকা,৩ডিসেম্বরঃ ঘটনা ঘরের পরেই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘটনার নিন্দা করা হয় ও দুঃখ প্রকাশ করা হয়। জানা গেছে,ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশন প্রাঙ্গণে হামলা হয়েছে। হিন্দু সংঘর্ষ সমিতি নামে একটি সংগঠনের সদস্যরা আজ সোমবার দুপুরের দিকে সহকারী হাইকমিশন প্রাঙ্গণে ঢুকে এই হামলা চালান। ঘটনাটিকে ' বলে বর্ণনা করেছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সন্ধ্যায. এক বিবৃতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ' সহকারী হাইকমিশন প্রাঙ্গণে ভাঙচুরের ঘটনাটি গভীরভাবে দুঃখজনক।' স্বাভাবিক কারণেই এই নিয়ে তীব্র ক্ষোভ জানানো হয়েছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। সোমবার দুপুরে এই হামলা হয়। জানা যায় সেখান থেকে বাংলাদেশের পতাকা নামিয়ে দেওয়া হয়। ভাঙ্গা হয় কিছু আসবাবপত্র। এই ঘটনার পরেই গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন নয়াদিল্লি। ত্রিপুরার পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীও ঘটনাটিকে ' দুঃখজনক' বলেছেন। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, ' মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু দীর্ঘদিনের ক্ষোভের প্রকাশ।'

বিশ্বের প্রাচীনতম কবরস্থান আবিষ্কার জাহেনসবার্গে

বিশেষ প্রতিবেদন,৩ডিসেম্বরঃবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অজস্র কবর স্থান। সম্প্রতি আবিস্কৃত হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম কবরস্থান। গবেষকরা জোহানেসবার্গে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের কাছে এই কবরস্থান পেয়েছেন, আর তা দেখেই তাঁরা অবাক। এই সমাধিস্থলটি প্রস্তর যুগের মানুষের তৈরি। দক্ষিণ আফ্রিকার জীবাশ্মবিদরা বিশ্বের প্রাচীনতম কবরস্থানের সন্ধান পেয়েছেন। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, এটি প্রাচীনতম কবরস্থান। যেখানে মানুষদের কবর দেওয়া হত। কিন্তু এই কবরস্থান নিয়ে বিশেষ কিছু অজানা তথ্য উঠে এসেছে। সেই সব তথ্য জীবাশ্মবিদদের রাতের ঘুম

কেড়ে নিয়েছে।আবিষ্কার করা এই কবরস্থানে এমন মানুষদের কবর দেওয়া হত যাদের মস্তিষ্ক ছোট ছিল। বিজ্ঞানীরা বলছেন, যে সব মানুষ নির্বোধ ছিল, অর্থাৎ যাদের দিয়ে কঠিন কাজ করানো যেত না, তাদের এখানে কবর দেওয়া হত। বিখ্যাত জীবাশ্মবিদ লি বার্গারের নেতৃত্বে এই আবিষ্কার সম্পন্ন হয়েছে। গবেষকরা জোহানেসবার্গে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের কাছে এই কবরস্থান পেয়েছেন, আর তা দেখেই তাঁরা অবাক। এই সমাধিস্থলটি প্রস্তর যুগের মানুষের তৈরি। কবরস্থানটি এমন একটি গুহার ভিতরে পাওয়া গিয়েছে, যেখানে মানুষ প্রস্তর যুগে বাস করত। এটি প্রায় ৩০ মিটার বা ১০০ ফুট মাটির নিচে রয়েছে। গবেষণাটি এখনও প্রকাশিত হয়নি এবং আগামী দিনে E-Life-এ প্রকাশ করা হবে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, এই কবরস্থানটি অন্তত এক মিলিয়ন বছর আগে তৈরি হয়েছিল।

৩ রা ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা,বাঁকুড়াঃপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবস- ৩ রা ডিসেম্বর। সারা পৃথিবীর প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ানোর দিন। বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য স্লোগান-সকল ক্ষমতার জন্য সমান সুযোগ।১৯৯২ সাল থেকে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসের ২০২৪ এর থিম হল-একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই ভবিষ্যতের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নেতৃত্বকে প্রসারিত করা। সমাজ ও উন্নয়নের প্রতিটি স্তরের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রচার করা এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালনের উদ্দেশ্য হল-প্রতিবন্ধী বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রচার করা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা, অধিকার এবং মঙ্গলের জন্য সমর্থন জোগাড় করা। এই দিন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া হয়। শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা প্রদর্শন ও তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি সম্মান জানানো হয়। আমাদের বার্তা হল-তারা যে বিষয়ে ভালো, তাতে মনোযোগ দেওয়া।বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে মদনমোহনপুর গ্রাম সংসদ এলাকায় যে সকল প্রতিবন্ধী মানুষ রয়েছে তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মধুসূদন দে মহাশয় সারা বছরই প্রতিবন্ধী শিশুদের পাশে থাকেন। তিনি তাদের লেখাপড়ার জন্য নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। পূজা পার্বণ ও বিশেষ দিনে তিনি তাদের হাতে নতুন বস্ত্র ও চকলেট তুলে দিয়ে উৎসাহিত করেন। এতে তাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়।

আদানির হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে দিশেহারা ইউনুস

ঢাকা,৩ডিসেম্বরঃঅস্থির বাংলাদেশ, অস্থির বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থা। এই মুহূর্তে বিরাট ঋণে জর্জরিত বাংলাদেশ। আর সেই অবস্থায় পাকিস্তানের একাধিক জঙ্গি গোষ্ঠীর মদতে ভারত বিরোধিতায় নেমেছে বাংলাদেশ। এদিকে বাংলাদেশের বিদ্যু চাহিদার একটা বড়ো অংশ যায় ভারত থেকে। সূত্রের খবর, বাংলাদেশের একটা ব। অংশের বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়, আদানি গোষ্ঠীর সংস্থা ' পাওয়ার ঝাড়খণ্ড লিমিটেড' থেকে। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরেই বকেয়া বিদ্যু বিল মেটাচ্ছে না বাংলাদেশ। যার পরেই গত ৩০ অক্টোবরের মধ্যে বকেয়া ৮৪৬ মিলিয়ন ডলার মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল ইউনূস সরকারকে। কিন্তু সেই কথাতেও কর্ণপাত করেনি পড়শি দেশ। ফলে নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন অর্ধেক করে দেয় আদানির সংস্থা। ১৪৯৬ মেগাওয়াটের পরিবর্তে ৭০০

মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে সংস্থা। একদিকে বাংলাদেশ ঢেকে যাচ্ছে অন্ধকারে আরেকদিকে আদানি গোষ্ঠীর বকেয়া শোধ করা। গভীর সংকটে ইউনুস। তিনি এখন খোঁজ করে চলেছেন আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে হাসিনা সরকারের চুক্তির ত্রুটি। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি এভাবে নষ্ট করা যায় না। সূত্রের খবর দেশের অন্তর্বর্তী সরকার কিছু দিন ধরেই এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে। আন্তজার্তিক বিশ্লেষকরা বলছেন, নানা লেনদেন নিয়ে আদানির চুক্তিতে কোনো অনিয়ম, অবৈধ আর্থিক বিনিময় হয়েছে কিনা- খুঁজে দেখছে বাংলাদেশ। এমন কোনও অনিয়মের অছিলায় বাংলাদেশ আদানিদের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে দরকষাকষি বা বাতিলের পথে হাঁটতে পারে। চুক্তি বাতিল হতে পারে। কিন্তু বকেয়া তো শোধ করতেই হবে। বাংলাদেশের সঙ্গে আদানি গ্রুপের এই চুক্তিতে নানা অনিয়ম ও অসংগতি রয়েছে বলেও প্রথম থেকে দাবি করে সরব হয়েছিল হাসিনা বিরোধীরা। কিন্তু এভাবে কি বকেয়া পরিশোধ থেকে রেহাই পাবে ইউনুস সরকার! সেই সম্ভাবনা প্রায় নেই।

দাঁড়িয়ে থাকা মাল গাড়ির নিচ দিয়ে স্ট্রেচারের করে রুগীকে নিয়ে ছুটলেন হাসপাতালে

প্রতিবেদন,৩ডিসেম্বরঃ এমন এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য ভাইরাল হয়েছে সমাজ মাধ্যমে - যা দেখে বিস্মিত নাগরিক মহল। ওই ভিডিও আমরা যাচাই না করলেও দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। জানা যাচ্ছে, ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার জৈন্তগড়ের মুন্ডাসাহি গ্রামের। রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে অ্যাম্বুল্যান্স ডাকেন পরিবারের লোকজন। কিন্তু গ্রামে ঢোকার প্রধান রাস্তা পাকা না হওয়ায় অ্যাম্বুল্যান্স চালক জানান ভিতরে ঢোকা সম্ভব নয়। রোগীকে কোনওভাবে এক কিলোমিটার পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। তাই কোনওভাবে একটি স্ট্রেচার

জোগাড় করে রোগীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। এই পর্যন্ত খুব নতুনত্ব কিছু নেই। তার পরেই সামনে আসলো সেই ভয়ানক দৃশ্য।স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে গেলে ক্রস করতে হবে একটা রেল লাইন। আর তারা গিয়ে দেখেন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিরাট মালগাড়ি! কিন্তু ট্রেনটি সরার অপেক্ষা করার সময় ছিল না। তাই মালগাড়ির নিচ দিয়েই ঝুঁকি নিয়ে মুমূর্ষু রোগীকে বের করে লাইন পার করানো হল। সেই দৃশ্য ভাইরাল হয়েছে সমাজ মাধ্যমে - যা দেখে চমকে উঠেছে সবাই। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, এক রোগীকে স্ট্রেচারে নিয়ে ট্রেনের নিচ দিয়ে বার করে আনছেন তিন-চার জন। পিছনে ট্রেনের নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছেন আরও কয়েক জন। মালগাড়িটি অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকায় তাঁরা বাধ্য হয়েছেন এইভাবে রোগীকে নিয়ে যেতে।

উত্তর-পূর্ব ভারতে মাদক চোরাচালান সংক্রান্ত বিষয়ে থ্যানুসন্ধান করবে রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়

পাসিঘাট,ইটানগর, ৩ ডিসেম্বর ঃ ভারত সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে আন্তঃসীমান্ত মাদক চোরাচালানের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। এই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অরুণাচল প্রদেশের পাসিঘাটে অবস্থিত রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় (আরআরইউ)-কে মাদক চোরাচালান নিয়ে তথ্যানুসন্ধানের দাযিত্ব দিয়েছে। পাশাপাশি এই গুরুতর বিষয়ে সমাধান খোঁজার দাযিত্বও দেওয়া হয়েছে তাদের। এই অনুসন্ধান ভবিষ্যতে মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাদক চোরাচালানের বিষয়টি বোঝা যাবে, তেমনই স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা পালন করবে।আরআরইউ পাসিঘাটের কর্মকর্তা অবিনাশ খরেল বলেন যে, আরআরইউ-এর সেন্টার ফর নারকোটিক্স অ্যান্ড ড্রাগস স্টাডিজ (সিএনডিএস)-এর উদ্দেশ্য, মাদক বিষয়ক গুরুতর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করা। গবেষণা, শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রচারের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্তরে ও জাতীয় পর্যায়ে মাদকের প্রভাব খতিয়ে দেখা হবে। এই সমীক্ষাটি উত্তর-পূর্ব ভারতের

রাজ্যগুলির ভৌগোলিক অবস্থান এবং মাদক সম্পর্কিত সমস্যার কথা মাথায় রেখে আন্তঃসীমা মাদক পাচার, আঞ্চলিক মাদক সমস্যা বোঝা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এলাকার পুলিশ আধিকারিকদেরও আধুনিক প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তাঁরা আরও ভালোভাবে মাদক সম্পর্কিত সমস্যার মোকাবিলা করতে পারেন। তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়েও কাজ করছে। সাইবার অপরাধ থেকে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য অনেক রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্ব ভারত তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য সুপরিচিত। কিন্তু তার মাঝেই মাদক গ্রাস করে নিচ্ছে এখানকার যুবকদের ভবিষ্য। এখন মাদক ও ডোপিং এখানে একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িযেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক ভারতে প্রবেশ করে। ফলে মাদকাসক্তির কারণে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীন হয়ে আসছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে মাদকাসক্তি ক্রমবর্ধমান হওযার পরিপ্রেক্ষিতে সিএনডিএস-এর এই পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরা শুধুমাত্র মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধেই কাজ করবে না, বরং সমাজে সচেতনতা বাড়ানো, স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিতেও সক্রিয. থাকবে। এই উদ্যোগ আঞ্চলিক স্তরে ও জাতীয. পর্যায়ে সুস্থ সমাজ গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।পুলিশ প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সঞ্জীব বলেন, সিএনডিএস-এর মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রযেছে মাদকের অপব্যবহার মোকাবিলায় কার্যকরী কৌশল নির্মাণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিল্প সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানো। বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কেন্দ্রের লক্ষ্য হল ক্রমবর্ধমান মাদক সমস্যা মোকাবিলায় ছাত্র, গবেষক এবং বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বাড়ানো।আরআরইউ-এর পুলিশ প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শচীন চৌহানের মতে, এই প্রচেষ্টা জাতীয় নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে একটি বড় পদক্ষেপ। গবেষণা, শিক্ষা এবং সম্প্রদাযের মধ্যে সংযোগ, সহযোগিতাকে একত্রিত করে পাসিঘাট ক্যাম্পাসের লক্ষ্য মাদক সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী পরিকাঠামো নির্মাণ।

ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতি নিয়ে স্ট্যালিনের সঙ্গে কথা প্রধানমন্ত্রীর, সমস্ত সহায়তার আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর ঃ ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে জনজীবন বিপর্যস্ত তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলায়। ঘূর্ণিঝড় দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হলেও, বৃষ্টি এখনও থামেনি। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তামিলনাড়ু সরকারকে সমস্ত ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।তামিলনাড়ুতে এখনও বৃষ্টি থামেনি, আগামী ২৪ ঘণ্টায় তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তামিলনাড়ুর ৪টি জেলায় (নীলগিরি, ভিল্লুপুরম ও কুড্ডালোর) মঙ্গলবারও স্কুল ও কলেজে ছুটি রয়েছে।

সান্তিয়াগো ২০২৫ মহিলা জুনিয়র বিশ্বকাপ আয়োজন করবে

সান্তিযাগো, ৩ ডিসেম্বর ঃ চিলির রাজধানী শহর সান্তিয়াগো ২০২৫ সালের হকি মহিলা জুনিয়র বিশ্বকাপের ১১তম আসর আয়োজন করবে, সোমবার রাতে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন ঘোষণা করেছে। এটি চতুর্থবারের মতো দক্ষিণ আমেরিকার দেশটি আয়োজন করবে।টুর্নামেন্টে ২৪টি দেশ অংশ নেবে, যা আগের সংস্করণের চেয়ে আটটি বেশি। স্বাগতিক চিলির সাথে, নিম্নলিখিত দলগুলি ইতিমধ্যে ইভেন্টের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেঃ ইউরোপঃনেদারল্যান্ড, স্পেন, ইংল্যান্ড, জার্মানি, বেলজিয়াম, আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ডপ্যান আমেরিকাঃআর্জেন্টিনা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে, কানাডাআফ্রিকা, এশিয়া এবং ওশেনিয়ার দলগুলি পরবর্তী পর্যায়ে যোগ্যতা অর্জন করবে। ভারত ২০২৪ মহিলা হকি জুনিয়র এশিয়া কাপে অংশগ্রহণ করবে, যেখানে শীর্ষ পাঁচটি দল বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে।হকি মহিলা জুনিয়র বিশ্বকাপের শেষ সংস্করণ ২০২৩ সালে সান্তিয়াগোতেও হয়েছিল এবং নেদারল্যান্ডস জিতেছিল।

জম্মু-কাশ্মীরে ফের তুষারপাত

শ্রীনগর, ৩ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সৌজন্যে আবারও তুষারপাতের সাক্ষী হল জম্মু ও কাশ্মীর। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকালের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ে তুষারপাত হয়েছে, আর বৃষ্টি হয়েছে সমতলে। নতুন করে তুষারপাতের পর সাদা বরফের চাদরে ঢাকা প।ছে জম্মু ও কাশ্মীরের পাহা।। মঙ্গলবার সকালে দেখা যায়, জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার মাচিল সেক্টর সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে। শীতে জবুথবু শ্রীনগর ও গুলমার্গ - জম্মু ও কাশ্মীরের নানা প্রান্ত।জম্মু ও কাশ্মীরের

কোচবিহার থেকে নিউজিল্যান্ডে পাড়ি নাবালিকার, বিস্মিত অনেকে

কোচবিহার,৩ডিসেম্বরঃকথায় আছে মেয়েরা অবাঞ্ছিত? একেবারেই ভুল কথা , তা না হলে চার পুত্রসন্তান থাকার পরেও শুধুমাত্র কন্যাসন্তানেরই টানে এক দম্পতি সুদূর নিউজিল্যান্ড থেকে কোচবিহারে ছুটে এলেন কিভাবে?সরকারি সমস্ত নিয়মবিধি মেনে মঙ্গলবার কোচবিহারের বাবুরহাট এলাকায় মেয়েদের সরকারি হোম শহিদ বন্দনা থেকে এক আবাসিক তথা কন্যাসন্তানকে নিয়ে.তাঁরা নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হবেন। সোমবার ওই দম্পতি শহিদ বন্দনায় এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলার পাশাপাশি ' কন্যার সঙ্গেও কথা বলেন।গোটা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট হোমটিতে ব্যাপক খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে। হোমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অর্পিতা পাইন বলেন, ' সরকারি নিয়ম মেনে ওই দম্পতি মঙ্গলবার বাচ্চাটিকে নিয়ে নিউজিল্যান্ডে রওনা হবেন। হোমের আবাসিকরা এমন পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলে খুবই ভালো লাগে। আমরা খুবই খুশি।' প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগে এই হোম থেকে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী ইতালি গিয়েছে। সেবারও বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এমনই খুশির হাওয়া ছড়িয়েছিল।হোম সূত্রে খবর, যে আবাসিকের নিউজিল্যান্ডে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে সে কোচবিহারের সিস্টার নিবেদিতার স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। তারা সাত ভাইবোন। কোচবিহারের বাসিন্দা দিন-আনি দিন-খাই পরিবারটির স্বামী-স্ত্রী এক বিশেষ অসুখে ২০২০ সালে মারা যান। এতে সাত ভাইবোন অথই জলে পড়ে। তবে পাঁচ বোনের মধ্যে দুই বোনের দাযিত্ব তাঁদের পরিজনেরা নেন। শহিদ বন্দনা হোমে বাকি তিন বোনের ঠাঁই হয়। দুই ভাই জলপাইগুড়ির কোরক হোমে রয়েছে। শহিদ বন্দনা হোমে থাকা তিন বোনের মধ্যে ছোটটিই নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে।প্রশাসনিক সমস্ত নিয়ম মেনে তাকে নিতে ' বাবা-মা' জোসেফ রাজারাম রাও ও নাতাশা রাও ইতিমধ্যে শহিদ বন্দনা হোমে চলে এসেছেন। নিয়ম মেনে অনেকদিন ধরেই প্রতি সপ্তাহে মেয়েটির সঙ্গে অনলাইনে তার নতুন বাবা-মায়ের সাক্ষাৎ করানো হত। গত সোমবার ওই দম্পতি কোচবিহারে এসে তাঁদের মেয়ের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে খুব খুশি হয়েছেন। ওই নাবালিকাও নতুন বাবা-মাকে পেয়ে খুবই খুশি। ওই দম্পতি নাবালিকার স্কুলেও যাবেন বলে খবর। চার পুত্রসন্তান থাকার পরেও কেন একটি মেয়েকে দত্তক নেওয়ার জন্য এত দূর থেকে কোচবিহারে এলেন? জোসেফ-নাতাশার কথায়, ' ছেলে থাকলেও আমাদের কোনও মেয়ে ছিল না। শুধু মেয়ের টানের কারণেই না এর পিছনে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে জানালেন তারা। আমাদের ইচ্ছে পূরণ হল জানালেন তারা।

মমতাকে তীব্র আক্রমন বাংলাদেশি উপদেষ্টার

ঢাকা,৩ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে বিধানসভায় মমতা গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করবেন যাতে রাষ্ট্রসংঘের শান্তি সেনা পাঠিয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সেই কথার উত্তর পাওয়ার গেলো বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার রেশ ধরে ভারতকে আক্রমণ শানালেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। সোমবার দুপুরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন যে বাংলাদেশে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েন করা উচিত। বিষয়টি নিয়ে ভারত সরকারকে তপর হওয়ারও আর্জি জানান। সেই মন্তব্যের কিছুক্ষণ পরেই ত্রিপুরার আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে নিরাপত্তা ভঙ্গের বিষয়টি সামনে আসে। তিনি কটাক্ষ করেন সেই বিষয় নিয়ে। মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন, ' ভারতের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী (বাংলাদেশের) হাই-কমিশনে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর থেকে সহায়তা চাইতে পারে। সেক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা মিশনে বাড়তি বাহিনী পাঠিয়ে বাংলাদেশ আরও সহযোগিতা করতে পারে।' যদিও ওই ঘটনা ঘটার পরেই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। আগরতলায় ও অন্যান্য জায়গায় বাংলাদেশের হাইকমিশন অফিসে প্রচুর নিরাপত্তা বাহিনী বাড়ানো হয়েছে।

আসানসোলে অটোয় ধাক্কা ট্রাকের প্রাণ হারালেন চালক, জখম এক যাত্রী

আসানসোল, ৩ ডিসেম্বর ঃ আসানসোলে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক অটো চালকের। জখম হয়েছেন ওই অটোয় থাকা এক যাত্রী। মঙ্গলবার সকালে আসানসোল দক্ষিণ থানার ভগৎ সিং মোড় সংলগ্ন জিটি রোডে ঘটেছে দুর্ঘটনাটি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন সকালে একটি অটো কুমারপুর থেকে এক যাত্রীকে নিয়ে আসানসোল স্টেশনে যাচ্ছিল। তখনই ভগৎ সিং মোড় সংলগ্ন এলাকায় জিটি রোডের উপর একটি ট্রাক ওই অটোকে সজোরে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনার ফলে অটোর সামনের অংশটি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় অটো চালক ও এক যাত্রীকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও চিকিৎসকরা হাসপাতালে ভর্তি করা মাত্রই অটো চালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি যাত্রী।

আবহাওয়া

দেখতে দেখতে ডিসেম্বর মাস এসে গিয়েছে। এখনও জাঁকিয়ে শীতের দেখা নেই কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। হালকা শীতের আমেজই অনুভূত হচ্ছে কলকাতা এবং শহরতলিতে। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সাময়িক ভাবে তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। এদিন মহানগরী কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৪ ডিগ্রি বেশি।জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫৩ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা ৫৪মনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৫৯ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৮মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৭ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ৩ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ১৮ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ২ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ , বাংলাদেশঃ১৮ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১২ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ২ পোইনু, আসামঃ ১৭ অঘোন, মুসলিমঃ১-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ০৩ঃ৫৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৪৮ঃ৩০।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৭ঃ৫১ঃ৫৫(৩) এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ৩১ঃ৩৮(৩)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃদ্বিতীয়া (ভদ্রা) দুপুর ঘ ০১ঃ৩২ঃ১৪ দং ১৬১০৩৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃমূলা সন্ধ্যা ঘ ০৪ঃ৫৩ঃ ৫৮ দং ২৭৪৫৫ পর্যন্ত পরে পূর্বাষাড়াকরণঃকৌলব দুপুর ঘ ০১ঃ ৩২ঃ১৪ দং ১৬১০৩৫ পর্যন্ত পরে তৈতিল রাত্রিঃ১২ঃ৩৪ঃ৪৫ দং ৪৬১৫১২.৫ পর্যন্ত পরে গরযোগঃ শূল বিকাল ঘ ০৪ঃ০২ঃ০৭ দং ২৪৫৫১৭.৫ পর্যন্ত পরে গণ্ডঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ০৪ঃ০০ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৫৮ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ২৯ঃ৫৭ থেকে - ১১ঃ০৪ঃ৪৯ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৭ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ২০ঃ৪২ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ ১০ঃ৪৪ থেকে - ১১ঃ৫২ঃ৪৯ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৩৮ঃ৫২ থেকে - ০৩ঃ২৪ঃ৫৫ পর্যন্ত, তারপর ০৫ঃ ১০ঃ৫৮ থেকে - ০৬ঃ০৪ঃ০০ পর্যন্ত।মহেন্দ্রদ্রযোগঃরাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ ৩৬ থেকে - ০৭ঃ২৭ঃ৪১ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ১২ঃ৩০ঃ৪৬ থেকে - ০১ঃ১৩ঃ৪৪ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১১ঃ৫২ঃ৪৯ থেকে - ১২ঃ৪৫ঃ৫০ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ২৪ঃ৩৪ থেকে - ০৮ঃ৪৫ঃ০৯ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১২ঃ৪৬ঃ৫২ থেকে - ০২ঃ০৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৬ঃ২৮ঃ০১ থেকে - ০৮ঃ০৭ঃ২৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৭১৭৩৯৪৫ (১৮) ১ পদচন্দ্রঃ৮১৯৩৮৫৩ (২০) ২ পদমঙ্গলঃ৩১০২৭১০ (৮) ৩ পদবুধঃ৭১৪৪৯৪৮ (১৭) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১২৩৪০৩৯ (৫) ১ পদশুক্রঃ৯১২২৫ (২১) ২ পদশনিঃ ১০১৫৩৫৮ (২৪) ৩ পদরাহুঃ ১১১১৪২ (২৬) ৩ পদকেতুঃ ৫১১৪২ (১৩) ১ পদবুধ বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃবৃশ্চিক রাশি সকাল ০৭ঃ০২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ০৯ঃ০৮ঃ১৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১০ঃ৫৫ঃ০৮ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১২ঃ২৮ঃ৩১ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৯ঃ৩৫ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০৩ঃ৪০ঃ০৯ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ৩২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৭ঃ৫১ঃ৫২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১০ঃ০৭ঃ ৩৫ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্রি ১২ঃ ১৮ঃ৫৬ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ২৯ঃ০৬ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৩ঃ১৬ পর্যন্ত।

কড়েয়ায় খুনের ঘটনায় কেস ডায়েরি তলব করল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর ঃ কড়েয়ায় খুনের ঘটনায় কেস ডায়েরি তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে এই রিপোর্ট জমা দিতে হবে পুলিশকে। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানিয়ে দেন, কেস ডায়েরি দেখার পরই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। চলতি সপ্তাহেই এই মামলার শুনানি রয়েছে নিম্ন আদালতে। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, আপাতত সেখানে শুনানি চলুক। এদিন হাইকোর্টে রাজ্য দাবি করে, এই খুনে অসমের তিন সুকিয়া থেকে এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। মৃতের স্কুটিটিও উদ্ধার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ১২ জুলাই কড়েয়ায় এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর শরীরে একাধিক ক্ষতচিহ্ন ছিল। মৃতের স্ত্রী নাগমা বিবির দাবি, তাঁর স্বামীকে একাধিক ব্যক্তি মিলে খুন করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে, এক জনকে গ্রেফতারও করা হয়। মৃতার স্ত্রীর দাবি, এই মামলায় তদন্ত গতি নেই। সেক্ষেত্রে সিট গঠনের দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। বৃহস্পতিবার নিম্ন আদালতে এই মামলার শুনানি রয়েছে। তার আগে এদিন হাইকোর্টে এই মামলার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

প্রতরনার শিকার এক রাসায়নিক সার ব্যাবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, খরিবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর ঃ রাসায়নিক সার কিনতে গিয়ে আর্থিক প্রতরনার শিকার হল এক ব্যাবসায়ী ! ঘটনায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত বেসরকারি সংস্থার ম্যানেজার। জানা গিয়েছে, গত২৪ অক্টোবর বিভিন্ন রাসায়নিক সার কিনতে একটি শিলিগুড়ির রাসায়নিক সার বিক্রয় সংস্থার ম্যানেজারকে অ্যাকাউন্ট মারফত ৯০ হাজার টাকা প্রদান করে খড়িবাড়ির তারিজোতের সার ব্যবসায়ী অমৃতলন গনেশ। অভিযোগ, টাকা নিয়েও সার দেওয়া হয়নি। রাসায়নিক সার বিক্রয় সংস্থায় ম্যানেজারকে ফোনে যোগাযোগ করা হয়। তবে সে মোবাইল বন্ধ করে রাখে। অমৃতলন গনেশ প্রতারণা শিকার হয়েছে বুঝতে পেরে সেই দিনে খড়িবাড়ি থানার লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে শিলিগুড়ির বাবুপাড়া এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃতের নাম পঙ্কজ শর্মা(৩৪)সে শিলিগুড়ি বাবুপাড়ার বাসিন্দা। ধৃতকে আজ শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জগৎবল্লভপুর থানার উদ্যোগে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, জগৎবল্লভপুর, ৩ ডিসেম্বর ঃ দুর্ঘটনা এড়াতে সড়ক নিরাপত্তা এবং দায়িত্বশীল ড্রাইভিং অনুশীলনের প্রচারের জন্য একটি সমন্বিত চেষ্টা হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের। মঙ্গলবার হাওড়া গ্রামীন পুলিশের জগৎবল্লভপুর থানার উদ্যোগে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো স্থানীয় মেরি গোল্ড স্কুলে। বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে রাস্তার নিরাপত্তার গুরুত্ব এবং বেপরোয়া গাড়ি চালানোর পরিণতি সম্পর্কে একটি তথ্যমূলক একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, মিছিল , শিক্ষার্থী, চালক, মোটর সাইকেল আরোহী এবং পথচারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়।হাওড়ার বাগনান এসডিপিও নতুন তালিকাভুক্ত পথবন্ধু স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে এটি যৌথভাবে এই কর্মসূচি পালিত হল । প্রায় ৯০ জন অংশগ্রহণকারী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ডিওয়াইএসপি ট্রাফিক এবং বাগনান এসডিপিওর অফিসাররা যে কোনও দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের উদ্বুদ্ধ করেন। সকলকে সচেতন করার জন্য দুর্ঘটনার ভিডিও ক্লিপ দেখানো হয়েছিল।

উলুবেড়িয়ায় আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধকতা অনুষ্ঠানে পূর্তমন্ত্রী

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৩ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার ৩রা ডিসেম্বর প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে উলুবেড়িয়ার আশা ভবন সেন্টারে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু দের সাথে মঙ্গলবার উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, আরো উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল আকবর সেখ প্রমুখ। অপরদিকে শ্যামপুরে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর ১নং বিডিও তন্ময় কার্যী।

হরিপালের হারিটে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, হরিপাল, হুগলি, ৩ ডিসেম্বর ঃ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসকে স্মরণ করে আজ হরিপাল ব্লকের চন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হারিট হাসপাতালে প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ শিবির ও কানে শোনার যন্ত্র প্রধান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিডিও পারমিতা ঘোষ, জয়েন্ট বিডিও পরিচয় পাল, হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী, হরিপালের বি এম ও এইচ মণিকুন্তলা হাজরা, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নিখিল পাত্র চন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জামিরুল হালদার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই শিবিরে চন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে ৭০ জন বধির মানুষকে কানে শোনার যন্ত্র প্রদান করা হয়। শিবিরে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ কর্মসূচিতে অংশ নেন। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত তার নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতায় এই প্রকার অনুষ্ঠান করার জন্য উপস্থিত সকলেই গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

দীর্ঘদিনের জল সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ হাওড়া পুরসভার, সৈকত চৌধুরীর নেতৃত্বে কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ ডিসেম্বর ঃ দীর্ঘদিনের জল সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ হাওড়া পুরসভার, সৈকত

চৌধুরীর নেতৃত্বে শুরু হয়েছে সেই কাজ। দক্ষিণ হাওড়ার ৩৮নং ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দীর্ঘদিনের জল সমস্যা ছিল। এর সমাধানে এবার উদ্যোগ নিল হাওড়া পুরসভা। স্থানীয় বলাই মিস্ত্রি লেনে তীব্র জল সমস্যায় ভুগছিলেন এলাকার মানুষ। তাঁদের অভিযোগ ছিল, পুরসভার অন্যান্য ওয়ার্ডে যে নির্দিষ্ট টাইমে জল সরবরাহ করা হয় সেই নির্দিষ্ট টাইমে তাঁরা জল পাচ্ছেন না। দীর্ঘদিন ধরে এমন অভিযোগ আসার পর অবশেষে উদ্যোগী হয় হাওড়া পুরসভা। ওই এলাকা পরিদর্শনে যান পুরসভার জল সরবরাহ বিভাগের মুখ্য দায়িত্বে থাকা উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধানেরও আশ্বাস দিয়েছেন। এই বিষয়ে এদিন সৈকতবাবু বলেন, 'আমরা পুরসভার জলের দপ্তরের তরফ থেকে দক্ষিণ হাওড়ার অন্তর্গত ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে স্থানীয় বলাই মিস্ত্রি লেনের একটি অঞ্চল পরিদর্শন করেছি। ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল পুরসভা যে জল সরবরাহ করে সেই জল তাঁরা সময়মতো পাচ্ছেন না। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এমনটাই হয়ে আসছে বলে অভিযোগ ওই এলাকার বাসিন্দাদের। তাঁদের অভিযোগ, গভীর রাতের দিকে ওই জল তাঁরা পান। যদিও সেটা তাঁদের পক্ষে খুব অসুবিধাজনক। স্থানীয় বাসিন্দাদের সেই সমস্যা সমাধানের জন্যই পুরসভার তরফ থেকে ওই এলাকা আমরা পরিদর্শন করেছি। ওই এলাকার এই সমস্যা যাতে সমাধান করা যায় তার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি হাওড়া পুরসভার অন্যান্য ওয়ার্ডগুলিতে যে টাইমে জল সরবরাহ হয় সেই টাইমেই যাতে ওই ওয়ার্ডেও সাধারণ মানুষ যাতে জল পেতে পারেন। ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদের জল সমস্যা থেকে যাতে আমরা মুক্তি দিতে পারি তার জন্যই আমরা এদিন পরিদর্শন করেছি। মঙ্গলবার থেকেই এই কাজ শুরু করে দেওয়া হবে। আমরা আশা করছি আগামী দিন সাতেক বা দশ দিনের মধ্যেই আমরা পুরো কাজটা শেষ করে ফেলতে পারব। আমরা এই সমস্যার দ্রুত সমাধান করে ফেলতে পারব এই আশা রাখছি।'

প্রাইমার্ক এবং আরডিবি গ্রুপ ডিএলএফ টেক পার্ক ৬৩৮ কোটি টাকায় কিনেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর ঃ প্রাইমার্ক এবং আরডিবি গ্রুপ ডিএলএফ টেক পার্ক ৬৩৮ কোটি টাকায় কিনেছে। পূর্ব ভারতের অন্যতম আইটি পার্ক, ডিএলএফ টেক পার্ক ১ কিনলো প্রাইমার্ক এবং আরডিবি গ্রুপ। কলকাতা টেক পার্ক ১ পূর্ব ভারতের বৃহত্তম আইটি পার্কগুলির মধ্যে অন্যতম, যার মোট ইজারাযোগ্য এলাকা প্রায় ১.৪৯ মিলিয়ন বর্গফুট। এটি ইউএসজিবিসি থেকে এলইইডি প্ল্যাটিনাম সার্টিফাইড বিল্ডিং এবং আন্তর্জাতিকস্তরের প্রযুক্তিবিদদের আবাসস্থল। ডিএলএফ রেন্টাল বিজনেসের ভাইস চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীরাম খট্টর বলেন, 'এটি আমাদের মূল সম্পদের মধ্যে এম্বেড করা মূল্যের প্রতিফলন যা বছরের পর বছর ধরে ভাল মানের ভাড়াটে

অংশীদার এবং সম্পদ পরিচালনার সাথে তৈরি করা হয়েছে। এটি শেয়ারহোল্ডারদের মান ক্রমাগত বাড়ানোর জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিও প্রদর্শন করে। প্রাইমার্ক গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ক্রেডাই বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট সিদ্ধার্থ পানসারি বলেন, 'আমরা এই লেনদেন নিয়ে উচ্ছ্বসিত যা আমাদের বৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যকরণের যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি বাংলার প্রযুক্তি বাস্তুতন্ত্রে আমাদের অবদানকে শক্তিশালী করবে এবং আমরা ডিএলএফের শিক্ষা, সিস্টেম এবং প্রক্রিয়া থেকে প্রচুর উপকৃত হব। আরডিবি গ্রুপের প্রবর্তক বিনোদ দুগার বলেন, 'এই পদক্ষেপটি টেকসই এবং উৎকর্ষ উভয়কেই অগ্রাধিকার দেয় এমন প্রকল্পগুলির মাধ্যমে বাংলার গতিশীল অর্থনীতিকে সমর্থন করার জন্য আমাদের যৌথ প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করে।

অত্যাধুনিক গবেষণাযান তৈরি করবে গার্ডেনরিচ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর ঃ বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড (জিআরএসই)। গত ২৯ নভেম্বর এক গবেষণাযানের নির্মাণকাজ শুরু করল তারা। গত ১৬ জুলাই এই নির্মাণ নিয়ে একটি চুক্তি হয় জিআরএসই এবং ভারত সরকারের ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা এনসিপিওআরের। অবশেষে শুরু হল নির্মাণ। একে প্রযুক্তি-পথে বড় লাফ বলে মনে করা হচ্ছে ।এই গবেষণাযান তৈরি করতে খরচ পড়বে ৮৪০ কোটি টাকা। এই জাহাজটি ৮৯.৫ মিটার লম্বা এবং ১৮.৮ মিটার চওড়া। গভীরতা ১২.৫ মিটার। ওজন ৫ হাজার ৯০০ টন। সমুদ্রের নিচে সর্বোচ্চ ৬ হাজার মিটার পর্যন্ত নামতে পারবে এটি। এই ওআরভি তথা গবেষণাযানটি একবার নির্মিত হয়ে গেলে তা বহু গুরুত্বপুণ কাজে ব্যবহৃত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। উপকূলবর্তী অঞ্চল ও সমুদ্রের গভীরে জিওফিজিক্যাল সিসমিক সার্ভের পাশাপাশি নমুনা সংগ্রহের মতো নানা কাজেই সিদ্ধহস্ত হবে এই জাহাজ।

প্রসঙ্গত, ২৯ নভেম্বর জাহাজটির ' কাটিং' উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব ড. এম রবিচন্দ্রন, জিআরএসই-র অবসরপ্রাপ্ত সভাপতি ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর পি আর হরি প্রমুখ।

ইআর আয়োজিত ৬৭তম বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ পূর্ব রেলের দল দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর ঃ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা ২৬ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত কলকাতার ইস্টার্ন রেলওয়ে ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ৬৭তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ (পুরুষ)। সমাপনী অনুষ্ঠান আজ (৩.১২.২০২৪) অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে শ্রী মিলিন্দ দেউসকর, মহাব্যবস্থাপক, পূর্ব রেলওয়ে চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্যদের ট্রফি ও মেডেল প্রদান করেন। শ্রী সাত্যকি নাথ, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (সিস্টেম) এবং ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং শ্রীমতি। ইস্টার্ন রেলওয়ে উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (ইআরডব্লিউও) এর সভাপতি সীমা দেউসকরও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং অন্যান্য দলকে পুরস্কার প্রদান করেন এবং খেলোয়াড়রা বিশিষ্ট পারফরম্যান্স দেখিয়েছিলেন।এই ৬৭তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ (পুরুষ) ২৬২ জন খেলোয়াড়, ২৮ জন আধিকারিক, ১ জন পর্যবেক্ষক এবং ৫ জন নির্বাচক সহ সমগ্র ভারতীয় রেলের ২০ টি দল অংশগ্রহণ করছে। চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়া ২০টি দল হল ১) ইস্টার্ন রেলওয়ে, ২) ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি, ৩) সেন্ট্রাল রেলওয়ে, ৪) ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে, ৫) পশ্চিম সেন্ট্রাল রেলওয়ে, ৬) নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে, ৭) উত্তর পশ্চিম রেলওয়ে , ৮) রেল কোচ ফ্যাক্টরি, ৯) উত্তর রেলওয়ে, ১০) মেট্রো রেলওয়ে, ১১) পূর্ব মধ্য রেলওয়ে, ১২) চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস ১৩) পাতিয়ালা লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, ১৪) দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ে, ১৫) দক্ষিণ রেলওয়ে, ১৬) বেনারস লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, ১৭) উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে রেলওয়ে, ১৮) গবেষণা নকশা এবং মান সংস্থা, ১৯) সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে, ২০) রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স। শ্রী মিলিন্দ দেউসকর, জেনারেল ম্যানেজার, ইস্টার্ন রেলওয়ে ৬৭তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপের (পুরুষ) চ্যাম্পিয়ন দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। জাতীয় পর্যায়ের এমন একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন মহাব্যবস্থাপক। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে, শ্রী সাত্যকি নাথ, প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সিস্টেম) এবং সভাপতি ইআরএস বলেছেন যে বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপের এই ইভেন্টটি প্রতিভা, দলের কাজ এবং রেলওয়ে পরিবারের মধ্যে ক্রীড়াঙ্গনের অটুট চেতনার উদযাপন। চ্যাম্পিয়নশিপ শুধুমাত্র একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং বন্ধনকে শক্তিশালী করার, জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার এবং রেলওয়েতে বাস্কেটবলের মান উন্নত করার একটি সুযোগ। উত্তর রেলওয়ে দল ৬৭তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে (পুরুষ) ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি ৬৪ পয়েন্ট স্কোর করে রানার্স আপ হয়েছে। ইস্টার্ন রেলওয়ে ৭১-৫২ পয়েন্টে পশ্চিম রেলকে পরাজিত করে দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছে। উত্তর রেলের শ্রী সেহেজ প্রতাপ সিং ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছেন।

ডাকাতির জন্য ব্যবহার হচ্ছে অত্যাধুনিক আগ্নেয় অস্ত্র!

প্রকাশ মন্ডল,হুগলি, ৩ ডিসেম্বর ঃ ডাকাতির জন্য ব্যবহার হচ্ছে অত্যাধুনিক আগ্নেয় অস্ত্র! চিন্তার ভাঁজ পুলিশের কপালে। হুগলির চন্ডীতলা থেকে তিনটি অত্যাধুখনিক আগেয়. অস্ত্র নিয়ে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া আট দুষ্কৃতী কে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। যেকোনো অপরাধ মূলক কাজ হোক না কেন বর্তমানে অপরাধীদের কাছ থেকে উদ্ধার হচ্ছে ভুরি ভুরি আগ্নেয় অস্ত্র যা মূলত চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে পুলিশ অফিসার দের কপালে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গত কাল রাতে চন্ডিতলার চিকরণ এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল আট দুষ্কৃতী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ এবং ডাকাতির ছক বানচাল। তবে তাদের কাছ থেকে অত্যাধুনিক আগ্নেয় অস্ত্র উদ্ধার হতেই চোখ কপালে ওঠে পুলিশ কর্তাদের। এতদিন ডাকাতির জন্য দুষ্কৃতীরা ব্যবহার করতো সাটার কাটার ব্লেড, হাতুড়ি, ছেনি সহ অন্যান্ন লোহার অস্ত্র। এবার ডাকাতির উদ্দেশ্যে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার রীতিমত উদ্বেগ বাড়ছে পুলিশ অফিসার দের। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের মধ্যে শাহাদত আলম, বিক্কি গৌর ঠাকুর, সাহিদ আলি, সাগর প্রসাদ এদের বাড়ি ঝাড়খণ্ডে। সনাতন গড়াই ,কাজল বাউরি,আলম আনসারি,রাজু চৌধুর এদের বাড়ি এ রাজ্যের পুরুলিয়ায়। পুলিশ আরো জানিয়েছে ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১০ রাউন্ড কার্তুজ সহ দুটি পিসি ৭ এমএম পিস্তল এবং ৫ রাউন্ড কার্তুজ সহ একটি পাইপগান, একটি ম্যাগাজিন, একটি বোলেরো গাড়ি, দুটি মোটরসাইকেল, দুটি নম্বর প্লেট, ভোজালি, ছুরি, লোহার রড, ঘর ভাঙার যন্ত্র। দশ দিনের পুলিশি হেফাজতে চেয়ে ধৃতদের আজ শ্রীরামপুর আদালতে পাঠায় পুলিশ। এদিন হুগলি গ্রামীন পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন সাংবাদিক বৈঠক করে জানান জেলায় দুষ্কৃতী দৌরাত্ব ঠেকাতে নাকা চেকিং বাড়ানো হচ্ছে। পাশপাশি ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে আরো কোনো ছক ছিল কিনা বা আরো কোনো অপরাধ মূলক কাজের সাথে জড়িত কিনা তা তদন্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/537
Name of the Work : **Repairing of street lighting system at Satish Mukherjee Road, Library Road, N. B. Lane and surrounding areas in Ward No. 84, BR-VIII**; Estimate Amount : **Rs. 2,99,991.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **15 Days**;

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/538
Name of the Work : **Repairing of street lighting system at Hazra Road, Nandalal Jew Road, Andul Road and surrounding areas in Ward No. 84, BR-VIII**; Estimate Amount : **Rs. 2,99,765.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **15 Days**;

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/487
Name of the Work : **Renovation of street lighting system at Girish Mukherjee Road in Ward No. 72 under Borough-VIII**; Estimate Amount : **Rs. 2,77,614.00;** Earnest Money : **Rs. 5,600.00**; Period of Completion : **12 Days**;

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/534
Name of the Work : **Repairing of electrical wiring and fan, convert old light into LED tube light and its accessories at Dover Terrace Community Hall in Ward No. 85 under BR-VIII**; Estimate Amount : **Rs. 1,50,957.00**; Earnest Money : **Rs. 3,100.00**; Period of Completion : **25 Days**;

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/536
Name of the Work : **Supply and delivery of LED street lighting system at Beltala Road, Girish Mukherjee Road and other surrounding areas in Ward No. 72 under BR-VIII**; Estimate Amount : **Rs. 4,74,162.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **8 Days**;

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/488
Name of the Work : **Regular operation & maintenance of electrical system at different labour qtrs. staff qtrs, Mali qtrs and other institutions under BR-VIII & IX**; Estimate Amount : **Rs. 3,34,896.00;** Earnest Money : **Rs. 7,000.00**; Period of Completion : **365 Days**;

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/486
Name of the Work : **Renovation and repairing of electrical system (feeder boxes) with necessary accessories at 6 No. & 10 No. Garcha Labour Quarter in Ward No. 86 under BR-VIII**; Estimate Amount : **Rs. 1,90,010.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **20 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **11.12.2024 at 6 p.m.** (for Sl. no. 1 to 7); Bid opending date for technical proposal : **11.12.2024 at 6.30 p.m.** (for Sl. no. 1 to 7); The bid forms and other details are available on and from **03.12.2024 at 6 p.m.** (for Sl. no. 1 to 7); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 7)

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/545
Name of the Work : **Renovation of street lighting system and decorative lighting system at C.R. Das Park & Mysore Garden with allied electrical work in Ward No. 88**; Estimated Amount : **Rs. 4,94,671.74;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(9) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/546
Name of the Work : **Renovation of street lighting system at Dahi Ghat and its surrounding areas in Ward No. 80**; Estimated Amount : **Rs. 1,68,577.08;** Earnest Money : **Rs. 3,400.00**; Period of Completion : **07 Days**;

(10) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/547
Name of the Work : **Installation of new wiring and other electrical accessories work at Dr. Zehural Haque Community Hall & other places within Ward No. 75**; Estimated Amount : **Rs. 2,49,856.83;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **15 Days**;

(11) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/507
Name of the Work : **Installation of street lighting system at Manasatala Lane, Diamond Harbour Road in Ward No. 77**; Estimated Amount : **Rs. 2,99,715.48;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(12) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/525
Name of the Work : **Installation of street lighting system at Paddmapukur East Lane & other places in Ward No. 76**; Estimated Amount : **Rs. 2,99,715.48;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(13) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/516
Name of the Work : **Repairing of street lighting system at different places within Ward No. 75**; Estimated Amount : **Rs. 1,99,926.47;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(14) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/517
Name of the Work : **Renovation of street lighting system at Dudhir Bose Road & surrounding areas within Ward No. 77**; Estimated Amount : **Rs. 4,99,704.57;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(15) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/533
Name of the Work : **Operation & maintenance of street lighting system at Median Strip of Diamond Harbour Road & other surrounding areas under BR-IX**; Estimated Amount : **Rs. 3,15,810.88;** Earnest Money : **Rs. 6,400.00**; Period of Completion : **352 Days**;

(16) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/539
Name of the Work : **Improvement of street lighting system at different places with LED light fittings in Ward No. 80**; Estimated Amount : **Rs. 5,99,566.30;** Earnest Money : **Rs. 12,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(17) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/540
Name of the Work : **Renovation of street lighting system at Coal Dock Road and other places in Ward No. 79**; Estimated Amount : **Rs. 2,99,132.71;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **20 Days**;

(18) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/541
Name of the Work : **Improvement of street lighting system at B. K. Road and other surrounding areas in Ward No. 79**; Estimated Amount : **Rs. 3,98,095.54;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00;** Period of Completion : **20 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **12.12.2024 up to 2 p.m.** (for Sl. no. 8 to 18); Tender (Technical) Opening Date : **12.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 8 to 18); The bid form and other details are available on and from **03.12.2024 from 2 p.m.** (for Sl. no. 8 to 18); For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 8 to 18);. Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only (for Sl. no. 8 to 18);

(19) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/551
Name of the Work : **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No. 90, under BR-VIII**; Estimated Amount : **Rs. 4,92,336.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **365 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **11.12.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 19); Bid opening date for Technical Proposals (online) : **11.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 19); The bid forms and other details are available on and from **03.12.2024 at 4 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 19)

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTGV/119/24-25/ACM (1st Call)
Name of the Work : **Annual maintenance of air conditioning machines of assessment-collection (S.S. Unit) office at Taratala under Ward No. 119**; Estimated Amount : **Rs. 1,35,940.95;** Earnest Money : **Rs. 2,800.00**; Period of Completion : **365 Days**;

(2) NIT No.: KMC/LTGV/119/24-25/RE (1st Call)
Name of the Work : **Repairing and renovation of existing street lighting system at Barik Para Main Road, Sahapur Main Road, S. N. Roy Road, S. N. Chatterjee Road and surrounding areas in Ward No. 119**; Estimated Amount : **Rs. 2,64,734.12;** Earnest Money : **Rs. 5,350.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(3) NIT No.: KMC/LTGV/120/24-25/RE (1st Call)
Name of the Work : **Repairing and renovation of existing street lighting system at James Long Sarani, Satyen Roy Road, Bliss Park surrounding area, Pally Rakshya Samity, Kheyali Sangha, Behala Garden surrounding area and other surrounding areas in Ward No. 120**; Estimated Amount : **Rs. 2,59,388.55;** Earnest Money : **Rs. 5,200.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(4) NIT No.: KMC/LTGV/122RRR/24-25/FC (1st Call)
Name of the Work : **Supply of energy efficient light fittings in place of existing damaged LED light fittings at Raja Rammohon Roy Road in Ward No. 122, BR-XIII, KMC**; Estimated Amount : **Rs. 1,93,752.50;** Earnest Money : **Rs. 3,880.00**; Period of Completion : **10 Days**; Last Date & Time for submission of Bid : **14.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from **03.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 4);

(5) NIT No.: LTG/XIV/122/24-25/128/PD
Name of the Work : **Development of street lighting system by LED luminaries at Parui Dharmaraj Tala Road, Parui Paka Road and other differnent areas in Ward No. 128**; Estimated Amount : **Rs. 3,80,116.00;** Earnest Money : **Rs. 7,650.00**; Period of Completion : **15 Days**;

(6) NIT No.: LTG/XIV/123/24-25/128/SP
Name of the Work : **Repairing and replacement of the existing street lighting system at Shyamsundar Pally 1st Lane, 2nd Lane, 3rd Lane and other different areas in Ward No. 128**; Estimated Amount : **Rs. 2,46,658.00;** Earnest Money : **Rs. 4,950.00**; Period of Completion : **15 Days**;

(7) NIT No.: LTG/XIV/76/24-25/132/RE
Name of the Work : **Repairing and replacement of the existing corrode pole and faulty luminaries at Mayadasi Road, Abhya Vidyalankar Road and other different areas in Ward No. 132**; Estimated Amount : **Rs. 4,26,977.00;** Earnest Money : **Rs. 8,600.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last Date & Time for submission of Bid : **13.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 5 to 7); The bid forms and other details are available on and from **03.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 5 to 7); The website **https://wbetenders.gov.in** (for Sl. no. 5 to 7);

The Executive Engineer (Electrical)/Z-IV, KMC invites e-tender online two part bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/224/24-25
Name of the Work : **Supply and delivery of street lighting system at N. C. Chowdhury Lane, R. K. Ghoshal Road and adjacent areas in Ward No. 91, BR-V**; Estimated Amount : **Rs. 2,78,262.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **15 Days**;

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/222/24-25
Name of the Work : **Renovation of street lighting system at Tanupukur Selimpore, Sahid Nagar in Ward No. 92, BR-X**; Estimated Amount : **Rs. 1,94,819.91;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **20 Days**; Last Date and Time of Completion of Bid : **13.12.2024 up to 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **03.12.2024 from 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2);

(3) NIT No.: KMC/LTG/AB/24-25/20
Name of the Work : **Annual maintenance of 3 nos. IBIJI make passanger lift at Santoshpur Market Complex, Baghajatin Unit-III and Unit-IV under Lighting Department, Zone-IV, KMC**; Estimated Amount : **Open Quotation;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00 (L.S.)**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **13.12.2024 at 5 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **05.12.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

973/24-25

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ০৪ সংখ্যা, বুধবার ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

টেনিদার স্রষ্টা লেখক

‘প্রথম দিন ক্লাশে এসে স্যার আমাকে ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা খাতা আনতে বললেন যা তাঁর নির্দিষ্ট লকার আছে সেখান থেকে। আমি ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজি। স্যারের লকারে সন্ধান পাই না। সকলের নামেই লকার রয়েছে, কেবল স্যারের লকারটি দেখা গেল না। আমি বিমর্ষ হয়ে ফিরে এসে সেকথা জানালাম স্যারকে। স্যার তো শুনে অবাক। সে কী, আমার লকারটাই খুঁজে পেলে না। তারপর ভেবে বললেন কী নাম দেখেছিলে? আমি বলি, কেন আপনার যা নাম, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। স্যার এবার হাসলেন। তার হাসি তো নয়, ভুবন মন মোহিনী। বললেন, দেখ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লেখা যে লকার সেটাই আমার।’-এই স্যারের ছদ্মনাম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। গল্পটা শুনিয়েছিলেন মাস্টারমশাই বরুণকুমার চক্রবর্তী। প্রকৃতই, সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তায় বাবা-মায়ের দেওয়া নামটাই চাপা পড়ে গিয়েছিল। একমাত্র ছাত্র-সহকর্মীদের কাছেই তিনি ছিলেন টিএনজি স্যার। কথাকার, ছোটগল্পকার, নাট্যকার, টেনিদার স্রষ্টা হিসেবে যেমন জনপ্রিয় ছিলেন, তেমন ছিলেন মাস্টারমশাই হিসেবেও। তাঁর শিক্ষক-জীবন শুরু ১৯৪২-এ, জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে। তার পরে দীর্ঘকাল কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান। আমৃত্যু সেখানেই অধ্যাপনা করেছেন। অসামান্য বাচনভঙ্গি, কঠিন বিষয়কে সহজ করে বলার ক্ষমতা, দেশি-বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান তাঁকে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা দিয়েছিল। শিক্ষক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে মুগ্ধতার উচ্ছ্বাস রয়েছে তাঁর নানা কৃতী ছাত্রের কথায়। কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত অনার্স ও এমএ, দু’ক্ষেত্রেই নারায়ণবাবুর ছাত্র ছিলেন। অনার্স পড়েছেন সিটি কলেজে। এমএ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি জানাচ্ছেন, ‘হলফ করে বলছি, যারা নারায়ণবাবুকে ক্লাশ নিতে দেখেন নি, তাঁরা অনুমানও করতে পারবেন না যে একজন শিক্ষকের জনপ্রিয়তা কোনখানে পৌঁছতে পারে। অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন তো দূরের কথা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও তাঁর ক্লাশে হামলে পড়ত। দশ বা এগারো নম্বর ঘরের করিডোর দিয়ে মাছি গলতে পেতো না।’ নারায়ণবাবুর একদা ছাত্র লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর মাস্টারমশাইয়ের আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির কথা শুনিয়েছেন। লেখক সুনীল লিখেছেন, ‘কলেজ ছাড়ার পাঁচ ছ’বছর বাদে ওর সঙ্গে এক জায়গায় দেখা। আমার দৃঢ় ধারণা, উনি আমাকে চিনতে পারবেন না। মাত্র বছর দেড়েক ওঁর ছাত্র ছিলুম, পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশও পড়িনি ; আমাকে চিনতে পারার কোনো প্রশ্নই ওঠে না; কিন্তু উনি ঠিক আমাকে দেখেই এক নিমেষও চিন্তা না করে বললেন, কি সুনীল কেমন আছো? তারপর আমাদের ব্যাচের অন্যান্য ছেলে;ফণিভূষণ আচার্য, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল প্রভৃতির কথাও জিজ্ঞেস করলেন। আমি স্তম্ভিত।’

বাংলার বাস পরিষেবা

বাংলা বাস পরিষেবা। বাংলারই তিহাস History Of Bus Service In Bengal কম করে ১৯৩ বছর। ১৮৩০ সালে বাংলায় প্রথম বাস Bus Service চালু হয় ব্যারাকপুর থেকে কলকাতার ধর্মতলা Kolkata to Barrackpore রুটে। তবে, নামেই সেটি বাস ছিল, আদতে ছিল এক প্রকারের ঘোড়াতে টানা গাড়ি। তিনটি ঘোড়ায় চালিত গাড়িতে ধর্মতলা থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত যাত্রী পরিবহণ শুরু হয়। অবশ্য সেই ‘বাস’ বেশিদিন রাস্তায় চলেনি। ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলাচল শুরু হয়েছিল সেই সময়। সে সময় রাস্তায় শুরু হয় ট্রামের দাপট। তখন আর সেই কারণে বাসের প্রয়োজন পড়েনি। ধীরে ধীরে যাতায়াত বাড়তে থাকায় ক্রমেই পরিবহণের জন্য অন্য ব্যবস্থার চাহিদা বাড়ে। আবারও বাস ফিরে আসে কলকাতার মানচিত্রে। কলকাতা শহরে প্রথম বাস Bus Service In Kolkata চলে ১৯১৮ সালে। আবদুল এ শোভন A. Abdul Shovan নামক এক ব্যাক্তি দুটি রুটে বাস চালিয়েছিলেন। সেই রুট দুটি হল শিয়ালদা থেকে বেলেঘাটা ও খিদিরপুর থেকে মেটিয়াব্রুজ।

এর ঠিক ৪ বছর পর ১৯২২ সালে ওয়ালফোর্ড অ্যান্ড কোম্পানির Walford তৈরি বাস চালাতে শুরু করে ক্যালকাটা ট্রামওয়ে কোম্পানি বা সিটিসি CTC। তখন থেকেই কলকাতায় পুরোদমে বাস পরিষেবা চালু হয়। এছাড়াও ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে দেখা যায় যে অল্পবিস্তর কিছু রুট, যেমন রাম রাজাতলা থেকে হাওড়া স্টেশন (বর্তমানে ৫২ নম্বর রুট) বাস চালু হয় সেই সময় কালেই। এর সঙ্গে সঙ্গে চালু হতে থাকে বালিখাল, শিবপুর এবং হাওড়া জেলার বিভিন্ন বাস রুট। ১৯২৫ সালে গঠন বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন বেঙ্গল বাস সিন্ডিকেট। তারপর ১৯২৬ সালে Walford কোম্পানির হাত ধরে সর্বপ্রথম রাস্তায় নামে আইকনিক ডাবল ডেকার বাস। উত্তরে শ্যামবাজারকে দক্ষিণের কালীঘাটের সঙ্গে যুক্ত করে ওই বাস। এভাবেই ধীরে ধীরে একের পর এক রুটে বাসের চাহিদা বাড়তে থাকে। ক্রমেই কলকাতা ও হাওড়া ছাড়িয়ে হুগলি জেলা-সহ আরও নানা জায়গায় বাস রুটের রমরমা বাড়তে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম রুট হল ৩ নম্বর রুট। যেটি তখন শ্রীরামপুর থেকে বালিখাল রুটে চলতো। ১৯৩১ সালের একটি তথ্যে পাওয়া যায় যে বালিখাল থেকে হাওড়া রুটে তখন কম করে ২৪টি বাস চলত। শ্রীরামপুর থেকে বালিখাল রুটে ৩২টি বাস চলত। এছাডাঞ্চও বাস চলতো শ্রীরামপুর থেকে চুঁচুড়া। ১৯৪০ সালে গঠন করা হয় রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (RTA), যারা বাস অপারেটরদের পারমিট জারি করা শুরু করে সেই সময় থেকে। ১৯৪০ সালে Walford কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিগত সমস্যার কারণে বাস পরিষেবা বন্ধ করে দেয় সিটিসি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

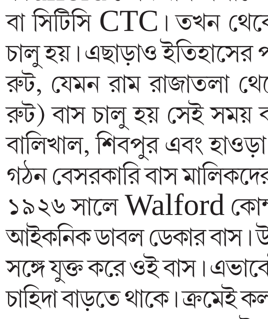

সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে অসত্যের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। অন্যায়কে পরাস্ত করতে হবে। অসত্যকে পরাস্ত করতে হবে। তবেই বিশ্বে সত্যের এবং ন্যায়ের জয়গান বজায় থাকবে। বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে। বিজ্ঞান চর্চা যত বেশি করে করা যাবে ততই সত্যের এবং ন্যায়ের জয়গান গাওয়া সম্ভব হবে। মাই সত্যের এবং ন্যা.রে পথকে দেখিয়ে দেন। তাকে গ্রহণ করতে হবে। তিনি সত্যের এবং ন্যায়ের প্রতীক। জীবন ধারন করাটা খুব কঠিন। সেই কঠিন পথকে জয় করতে হবে। এগোতে হবে সামনে দিকে, সম্মুখ পানে দিকে।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি অন্য শিক্ষা গ্রহণ কর।ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব।

স্বর্ণ যুগের প্রতিটি গান তৈরি করার সময়ে এক একটি ঘটনা রয়েছে যা গল্পকেও হার মানায়

বিশেষ প্রতিবেদক

কত ব্যক্তিগত অনুষঙ্গই যে জড়িয়ে যায় গানের জন্মের সঙ্গে। কলকাতায় সেবার বইমেলার আসর বসেছে প্রথম। গীতিকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গেছেন সেই মেলায়। হঠাৎই দেখা হয়ে গেল কলেজ জীবনের এক পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে। বান্ধবীটি তখন প্রায় চল্লিশের চৌকাঠে। সঙ্গে রয়েছে তাঁর অল্পবয়সি ছেলে। পুরনো বন্ধুকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে তিনিও দারুণ খুশি। এরপর চা খেতে খেতে দু’জনেই মেতে গেলেন ফেলে আসা দিনের গল্পগাছায়। চমৎকার কেটে গেল অনেকটা সময়। সেদিন রাতেই গান লিখে ফেললেন শিবদাস। ‘ভালো করে তুমি চেয়ে দেখ / দেখ তো চিনতে পার কি নাখ’। ভূপেন হাজারিকার সুরে তুমুল জনপ্রিয় হয়েছিল লতার গাওয়া সেই গান।

নিছক ব্যক্তিগত ঘটনার প্রভাব গানের খাতায় উঠে আসায় তা সর্বজনীন হয়ে গেছে, এমন ঘটনা আরও বেশ কয়েকবার ঘটেছে। সুরকার (কিছু গানের গীতিকারও) অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন গভীর প্রেমে জড়িয়ে পড়েছেন তাঁর এক ছাত্রীর সঙ্গে। একদিন বিকেলে কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় তাঁদের দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, ছাত্রীটি সেদিন আসতে পারেননি। তখন তো আর মোবাইলের যুগ নয়। কেন তিনি আসেননি বা ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারেননি, অভিজিৎবাবুর পক্ষে তা জানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় খুব হতাশ হয়ে পড়েন তিনি। সেদিনই রাতে সেই হতাশা প্রতিফলিত হয় তাঁর নিজের লেখা একটি গানে, যেটি গেয়েছিলেন সুবীর সেন। অতি পরিচিত এই গানটি হল ‘সারাদিন তোমায় ভেবে হল না আমার কোনও কাজ’। এই সম্পর্ক এবং তার টানাপোড়েন অভিজিৎবাবুকে দিয়ে আরও বেশ কিছু মনে রাখার মতো গান আদায় করে নিয়েছে। যেমন, ‘সবাই চলে গেছে’ বা ‘এমন একটা ঝড় উঠুক’ ইত্যাদি। ‘মায়ামৃগ’ ছবির আর একটি গান ‘বকম বকম পায়রা’, গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সুরের দিক থেকে গানের শুরুটা কিছুতেই পছন্দ হচ্ছিল না সুরকার মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। ভাবছিলেন শুরুর আগে আর একটা শুরু থাকলে ভালো হয়। সেই সময় একদিন বন্ধু কমেডিয়ান শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে কী একটা কাজে গিয়েছিলেন মানবেন্দ্র। বহু পুরনো বাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনতে পেলেন, ওপরের ঘুলঘুলি থেকে নাগাড়ে ভেসে আসছে পায়রার বকম বকম শব্দ। খুব মনোযোগ দিয়ে শব্দটা তিনি শুনলেন। বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বাড়ি ফিরে গানটা নিয়ে বসলেন। গানের শুরুটা নিয়ে একটা খচখচানি ছিল। এবার সেটা কেটে গেছে। শুরুর ‘বকম বকম’ শব্দ দুটোর আগে নিজেই যোগ করে নিলেন ‘ও বক বক বক বক’ শব্দগুলি। একটা অন্যরকম মাত্রা পেল মুখরাটা। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দুরন্ত গায়কিতে সেটা আরও প্রাণ পেল। কথা সুরের অনুপম যুগলবন্দি আর গায়কীর গুণে কেমন করে এক একটি গান কালজয়ী হয়ে উঠেছিল, সেই গল্পই শোনাচ্ছি আপনাদের। শুধু কথার অনুসরণেই যে এমন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, তা নয়। অনেক সময়

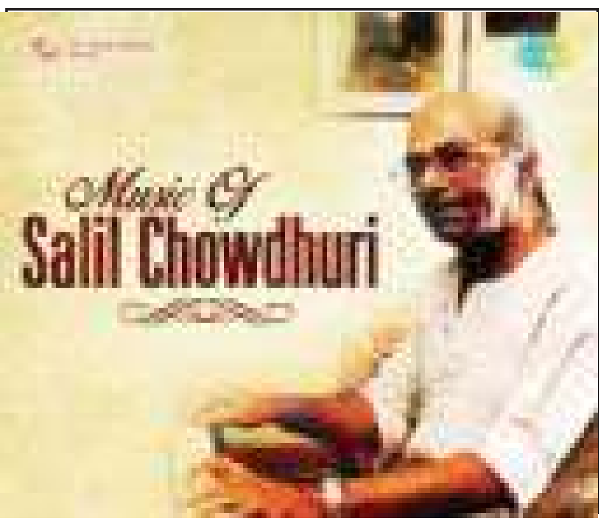

সুরের ওপর কথা বসিয়েও গান তৈরি করা হয়েছে। বহু বাংলা গানের ক্ষেত্রেই ঘটেছে এমনটা। ১৯৫৪ সালে ‘অগ্নিপরীক্ষা’ ছবির পরিচালক বিভূতি লাহা (অগ্রদূত) শুটিংয়ের আগে সুরকার অনুপম ঘটককে একটি গানের দৃশ্য শুধু বর্ণনা করেছিলেন। দৃশ্যটা ছিল এইরকম, একটা পাহাড়ের সন্নিকটে উত্তম-সুচিত্রা বসে আছেন। চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে কুয়াশা। নায়িকা তাঁর প্রেমের ভাব প্রকাশ করছেন অদ্ভুত মিষ্টি সুরেলা এক গানের মাধ্যমে। সে গান তখনও লেখা হয়নি। সুরকার অনুপম ঘটক কিন্তু দৃশ্যটা কল্পনা করেই সুর ভেঁজে ফেললেন মনে মনে। পরে সেটা ধরলেন হারমোনিয়াম আর নোটেশনে। গৌরীপ্রসন্ন বেশ কিছুদিন পরে সেই সুরের ওপর কথা বসালেন। গাইলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সেই ‘গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু’-র ফেড আউট করা সুর কিন্তু আজও স্বপ্ন ছড়িয়ে চলেছে অক্লান্তভাবে।

তথাকথিত সামান্য কোনও বিষয়ও দমকা আবেগের জেরে অসামান্য গান হয়ে উঠেছে, এমন নজিরও নেহাত কম নয়। এ ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। একবার মান্না দে-র বাড়ি যাওয়ার পথে কোনও বাড়ির জানলার ফ্রেমে আটকে থাকা এক অপরূপ নারীমুখ দেখে নিমেষে লিখে ফেলেছিলেন ‘ও কেন এত সুন্দরী হলো’-র মতো মিষ্টি চটুল গান। আর একবার কারও বাড়ির ছাদে টবে ফুটে থাকা একটি চন্দ্রমল্লিকা দেখে এক ঝটকায় লিখে ফেলেছিলেন ‘ও আমার চন্দ্রমল্লিকা, বুঝি চন্দ্র দেখেছে’।

এহেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কিন্তু বেশ কয়েকবার থমকে যেতে হয়েছে। একটা ঘটনার কথা বলা যাক। ছবির নাম ‘পিকনিক’। সুরকার সুধীন দাশগুপ্তর যতীন দাস রোডের বাড়িতে বসে তাঁর তৈরি সুরের ওপর কথা বসাচ্ছেন পুলকবাবু। গানের মুখরাটা তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু অন্তরায় পৌঁছে কিছুতেই আর যুৎ সই কথা খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। এদিকে সময় ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। রাত হয়ে গেছে অনেকটা। দক্ষিণ কলকাতা থেকে গাড়ি চালিয়ে ফিরতে হবে সেই হাওড়ায়। পুলকবাবু সুধীনবাবুকে বলতে বাধ্য হলেন, আপনি অন্তরার সুর না বদলালে আমার আর কিছু করার নেই। এদিকে সুরকারও নাছোড়। সুধীনবাবুর কথায়, ওই সুর বদলানো নাকি অসম্ভব।

এরপর সুধীনবাবুই পাশের ঘরে গিয়ে পুলকবাবুর বাড়ি ফোন করে জানিয়ে দিলেন, বেশি রাত হয়ে যাওয়ায় তাঁকে আজ আর ফিরতে দেওয়া হচ্ছে না। পুলকবাবুকে সে কথা জানাতেই তিনি নিশ্চিন্ত হলেন এবং নিমেষের মধ্যে লিখে ফেললেন সেই থেমে থাকা অন্তরা। ‘দিন এসে এসে / যায় ফিরে ফিরে / চোখ চেয়েই যে থাকে / মন সারাবেলা / সেই পথে পথে / কান পেতে রাখে / সব হারানোর পথে নেমে কি / পথ চাওয়া আর সাজে / মরি লাজে / বুকে বাজে’। দারুণ হিট করেছিল আশা ভোঁসলের গাওয়া সেই গান’কেন সর্বনাশের নেশা ধরিয়ে তুমি এলে না যে’।

গীতিকাররা তো মূলত কবিই। চারপাশের প্রায় সবকিছুই তাঁরা খুঁটিয়ে দেখেন। এবং অনেক ঘটনাই যথেষ্ট প্রভাব ফেলে তাঁদের মনে। লেখার খাতায় সেই আলো বা ছায়াই ফুটে ওঠে কবিতা কিংবা গান হয়ে। গীতিকার ভাস্কর বসু ছিলেন এমনই এক সংবেদনশীল কবি। পেশায় তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। গায়ক মৃণাল চক্রবর্তীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তিনি। মৃণালের বাড়িতে নিত্য যাতায়াত ছিল তাঁর। মৃণাল তাঁর বাবাকে হারিয়েছিলেন মাত্র চার বছর বয়সে। বন্ধুর মায়ের এই করুণ বৈধব্য গভীর প্রভাব ফেলে ভাস্করের কবি-মনে। সেই অনুভবই গান হয়ে উঠে আসে তাঁর খাতায়। তাতে সুর চাপিয়ে অসাধারণ একটি গানের জন্ম দেন মৃণাল। গাইলেনও তিনিই। একসময় খুবই জনপ্রিয় এই গানটির প্রথম কয়েকটি লাইন হলো ‘মৃণাল বাহুলতা ঘেরিয়া / কাঁকন রিনিঝিনি বাজে না / প্রিয়ের অনুরাগ হেরিয়া / সিঁদুরে সিঁথি আর রাঙে নাখ’।

সলিল চৌধুরীর সুরে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি জনপ্রিয় গান হলো ‘যদি জানতে গো তুমি জানতে’। সলিলীয় সুরের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য গানটায় ভরপুর। সলিল এ-গানের সুরটা করেছিলেন আগে। আর লিখে রেখেছিলেন শুধু মুখরাটুকু। রিহার্সালেও গানের বাকি অংশটা উনি লা-লা-লা করেই মানবেন্দ্রকে তুলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গণ্ডগোলটা বাঁধল রেকর্ডিং-এর ঠিক আগের মুহূর্তে। দেখা গেল, বাকি গানটা লিখতে তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন। শুনে তো সকলের মাথায় হাত!

সেই চরম বিপদেও মানবেন্দ্র সলিলকে রসিকতার সুরে বললেন, দাদা, হাতে আজ সময় তো খুবই কম। এবার কিন্তু আপনাকে প্রতিভার পরীক্ষায় বসতে হবে। সলিল চৌধুরী তৎক্ষণে একটা সিগারেটের প্যাকেট ছিঁড়ে তার সাদা দিকটায় বাকি গানটা খুদে খুদে অক্ষরে লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। রেকর্ডিং ফ্লোরে নয়, সামনের সবুজ লনে একটা চেয়ারে বসে। বড়জোর মিনিট দশেক। ব্যস, তার মধ্যেই গোটা গানটা লেখা হয়ে গেল। মানবেন্দ্র-সহ উপস্থিত সকলেই তখন হতবাক। সদ্য লেখা লাইনগুলি ছিল এইরকম,‘তুমি জান কি / আমি এলাম জীবনদিগন্তে / সান্ত্বনা মোর এই শুধু / আমি পাড়ি দিয়েছি বসন্তে / ধরা ফুলে ফুলে গেছে ছেয়ে’।

লেখকদের পকেট থেকে লেখা উদ্ধারের প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক

স্বনামধন্য রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু - ৯৯তম জন্মদিনে আমাদের এবং সকল বাঙ্গালীর পক্ষ থেকে থাকলো অনেক শুভকামনা। আপনার মত আর কেউ হবে না

বিরাট কিছু শখআহ্লাদ করতে কোনও দিন দেখিনি। থাকতেন অতি সাধারণ একটা বাড়িতে। মানিকতলায় ছায়া সিনেমার পাশে ছোট পেট্রোল পাম্পের গা ঘেঁষে যে রাস্তাটা আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে চলে গেছে, তারই ভেতরে ঢুকে খানকতক বাড়ি ছাড়ালে ডান ধারে একটা গলি,ওই গলিতেই সন্তোষদার দোতলা পৈতৃক বাড়ি। সুরধনী কুটীর। নীচের তলায় চেম্বার, রান্নাঘর, বাথরুম। ওপর তলায় দুটো ঘর।

সন্তোষদার বাবা-মা মারা যাওয়ার পর সে-বাড়িতে সন্তোষদা ছাড়া আর থাকতেন স্ত্রী, আমাদের প্রতিমা বৌদি আর মেয়ে লাবণ্য। সাদামাঠা বাড়ির মতোই ওঁর সাজপোশাকেও কোনও দিন বাহুল্য দেখিনি। অনুষ্ঠান থাকলে বড়জোর সাদা পাঞ্জাবিটা গিলে করে নিতেন। সঙ্গে বেশির ভাগ সময়ই সাদা পাজামা। কালেভদ্রে ধুতি। গায়ে একটু ‘সেন্ট’। ব্যস্।

এত সাদাসিধে থাকতেন যে, একটা গাড়ি কেনাতে জান বেরিয়ে গিয়েছিল। অথচ কী প্রচণ্ড যে জরুরি হয়ে পড়েছিল তখন গাড়িটা কেনার!১৯৭৮ সাল। সন্তোষদাকে তখন এক ডাকে লোকে চেনে। অথচ তখনও কোর্ট যেতেন তেরো নম্বর ট্রামে করে। আমরা একসঙ্গে ফিরতাম জিপিও-র সামনে থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে মিনিবাসে উঠে। ট্রামে-বাসে উনি উঠলেই চাপা গুঞ্জন শুরু হত। কিছু কিছু মন্তব্যও ভেসে আসত। আমারই বেশ অস্বস্তি লাগত। পাশে বসে সন্তোষদা কিন্তু নির্বিকার।

নেভি ব্লু রঙের অ্যামবাসাডর। ডব্লু বি এফ ৬৮৮। এক সময় যে চারচাকাকে গোটা কলকাতা চিনত জটায়ুর গাড়ি বলে। এমনকী সন্তোষদা গাড়ি কেনার পর সত্যজিৎ রায় তাঁর একটি কাহিনি শুরুই করেছিলেন ‘অবশেষে জটায়ু গাড়ি কিনলেন’ এরকম একটা লাইন দিয়ে।

অগাধ পাণ্ডিত্য। পড়তে পড়তেই দুর্দান্ত ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন হলিউডের বিখ্যাত কমেডিয়ান গ্রাউচো মার্ক্সের। আর হাতের লেখা? মুক্তাক্ষর বললেও কম বলা হয়। যেমন বাংলা, তেমন ইংরেজি। বিভিন্ন কায়দার হরফেও লিখতে পারতেন। ক্যালিগ্রাফিও।

এত গুণ, কিন্তু কখনও জমি থেকে পা-টা তুলতে দেখিনি। চেনা মহল ছাড়া নিজের কথা তেমন বলতেনও না কাউকে। একটা সময়ের পর ওঁর খুব কাছের জন হয়ে গিয়েছিলাম বলে জানি, আজীবন অদ্ভুত একটা অভিমান, কষ্ট, যন্ত্রণা বয়ে বেড়িয়েছেন সন্তোষদা। কমেডিয়ান হিসেবে যতটা স্বীকৃতি, সম্মান, অর্থ পাওয়ার কথা কোনও দিন পাননি তো, তাতে মনে মনে খুব খেদ ছিল।

(লেখক - দেবশংকর মুখোপাধ্যায়)

বুকার পুরস্কার পেল ‘আরবিটল’

এই ভদ্রমহিলা এবার বুকার প্রাইজ জিতেছেন। যে বইয়ের জন্য তিনি বুকার প্রাইজ জিতেছেন তার পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ১৩৬। এ নাতিদীর্ঘ উপন্যাস লিখতে তার সময় লেগেছে ৫ বছর। ২০১৯ সালে করোনা মহামারীতে ঘরবন্দী সময়ে তিনি মহাকাশচারীদের বই পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে সে সময় মহাকাশে আটকা পড়া ৬ মহাকাশচারীকে নিয়ে বইটি লেখা শুরু করেন। ২০১৯ সালে শুরু করা সেই বই লেখার কাজ শেষ করেছেন ২০২৩ সালে। মানে পাক্কা ৫ বছর। বইটির নাম- অরবিটাল।

যেখানে ওঠে এসেছে, মহাকাশচারীদের চোখে জলবায়ু পরিবর্তনে ‘ক্ষতবিক্ষত’ পৃথিবীর গল্প।

মহাকাশ স্টেশনে থাকা মহাকাশচারীরা প্রতিদিন ১৬ বার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখেন। মহাকাশ থেকে তাদের সামনে ভাসতে থাকা ক্ষুদ্র পৃথিবীতে একদিনেই তারা দেখতে পারেন হিমবাহ, পর্বতমালা, মরুভূমি এমনকি পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের ভঙ্গুরতার ক্রমশ পরিবর্তন।

এই লেখক সেইসব মহাকাশচারীদের দৃষ্টিতে মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনে ক্রমশ বিলিন হয়ে যেতে থাকা মানবসভ্যতা রক্ষার তাগিদে মানুষের মধ্যে এক ধরনের মানবিক আকর্ষণবোধ জাগাতে চেয়েছেন বইটিতে। এবার বুকারের জন্য ১৫৬টি বই জমা পড়েছিল।

বিচরকেরা অরবিটালকে সেরা বই হিসেবে বেছে নিয়েছেন। অল্প শব্দে লেখক নিজের বইকে ব্যাখ্যা করেছেন, ‘মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখা এমন, একটা শিশু আয়নায় তাকিয়ে প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করতে পারল, আয়নায় দেখা শিশুটি সে নিজেই। উপন্যাসটি ঠিক জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে নয়, তবে পৃথিবীকে দেখলে বুঝা যাবে, মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে তার অন্তর্নিহিত সম্পর্ক।’

‘মজফফরপুরে রাত বেলায় কেঁপে উঠল বোমার শব্দে, মনে হল ভূমিকম্প হয়েছে’ ‘দ্য বেঙ্গলী’ পত্রিকার সাংবাদিক এবং উকিল উপেন্দ্রনাথ দেখলেন ক্ষুদিরামকে

রবীন্দ্র কুমার শীল

(ভারতের পরাধীন কালে বিপ্লবী সংগ্রাম করতে গিয়ে কে প্রথম শহিদ হয়েছেন তা নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক রয়েছে। সেউ কেউ বলে থাকেন যে প্রথম শহিদ ক্ষুদিরাম। আবার কেউ কেউ দাবি করেন যে প্রফুল্ল চাকি প্রথম শহিদ। তবে আবার অনেকে বলতে থাকেন যে প্রথম শহিদ হচ্ছেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী। তবে কাকে প্রথম শহিদ হিসাবে গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক। যদিও প্রথম শহিদ ক্ষুদিরামকে আমরা ধরে নিয়েছি। যাই হোক এই সব বির্তকে যাওয়ার আমাদের দরকার নেই। শহিদ ক্ষুদিরামের জন্মদিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সেই কারণে এই প্রবন্ধের প্রকাশ)

(বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ৩ ডিসেম্বর ১৮৮৬ সালে। শহিদ হন ১১ আগস্ট, ১৯০৮ সালে। যখন তাঁর মুজফরপুরে ফঁসি হয়েছিল তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর ৭ মাস ১১ দিন। বাল গঙ্গাধর তিলক ক্ষুদিরামকে সমর্থন করে দুটি প্রবন্ধ কেশরী পত্রিকাতে রচনা করেছিলেন। সেই অপরাধে তিলককে গ্রেফতার করে ব্রিটিশ পুলিশ। ক্ষুদিরামের দুসাহসে ইংরেজ সরকরের ভিত কেঁপে ওঠে। তার ফলে বিপ্লবী অরবিন্দ সহ বারীন ঘোষ এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের গ্রেফতার করে। শুরু হল ‘আলিপুর বোমা মামলা’।)

‘‘ইংরেজী ১৯০৮ সাল, বাংলা ১৩১৫। সেদিন ছিল ১৭ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার; ৩০এ এপ্রিল, অমাবস্যা। রাত্রি প্রায় আটটার সময় একটা ভীষণ শব্দে আমরা সকলেই চমকিয়া উঠিলাম। অমন আওয়াজ আর শুনি নাই। কেহ বলিল, রেল-স্টেশন দুই ইঞ্জিন ঠোকাঠুকি হইয়া থাকিবে। কেহ বলিল, কোন বয়লার ফাটিয়া গিয়া থাকিবে। আড্ডা শেষ করিয়া আমরা যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।’’ এর আগে এক শক্তিশালী বোমা তৈরি করতে পারেনি বিপ্লবীরা। যে বোমা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকীতে সেই বোমা যে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল সেটা জানতে বারীন্দ্রকুমার এবং অরবিন্দ। এতো শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে প্রায় বেশখানিকটা অঞ্চল জুড়ে কম্পন হয়েছিল। সেখানকার বাসিন্দারা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভূমিকম্প নয় তো! এত শক্তিশালী ছিল এই বোমা। এত শক্তিশালী বোমা তৈরি করতে পারে বিপ্লবীরা সেটা চাউর হয়ে যেতে ব্রিটিশ সরকার নড়েচড়ে বসল। তারা ঠিক করলো একেবারে সমূলে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করে ফেলতে হবেই। নাহলেব্রিটিশ সরকার আগামি দিনে বিপদের মুখে উপস্থিত হতে হবে। ধর্মশালায় ৫-৬ দিন বসে আমরা খুনের সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। ২-৩ দিন বাইরে গিয়ে মি. কিংসফোর্ডের বাংলো দেখে এলাম। যখন সে সন্ধ্যার সময়ে বাইরে বেরোত তখনো আমরা তার উপর তীক্ষ্ন নজর রাখতাম। সকালে তাকে কখনো বাইরে যেতে দেখিনি। আমি একবার তার এজলাসে গিয়ে তাকে দেখে এসেছিলাম।

আমার ইচ্ছে ছিল, রিভালভারের গুলিতে তাকে শেষ করে দিই। আমার সঙ্গে দুটো রিভালভার ছিল। (রিভালভার দুটো দেখিয়ে)-হ্যাঁ, এ দুটো বটে। দীনেশের সঙ্গে ছিল একটা রিভালভার, একটা বোমা। সে বোমাটা তার সঙ্গে রেডি করে এনেছিল। ধর্মশালায় সে বোমাটা তৈরি করে নাই..দীনেশ আমায় বলেছিল, সে বোমা তৈরি করতে পারে। কিন্তু ওই বোমাটা সে কোথা থেকে এনেছিল তা আমায় বলেনি। বোমাটি ছিল টিনের, দেখতে গোলাকার-এত বড় (নিজের হাত ৩-৪ ইঞ্চি পরিধি দেখিয়ে)।’’ (ক্ষুদিরাম-পৃষ্ঠা-৪৬)।

ক্ষুদিরাম সেই সময়ে কারোর নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু কলকাতা পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ক্ষুদিরামের সব খবর বের করে ফেলেছিল। তখন লালবাজারের ওপরে ভরসা রাখতো ব্রিটিশ সরকার। লালবাজার থেকে প্রতি মুহূর্তে সংবাদ গিয়ে উপস্থিত হতো ইংল্যাণ্ডের স্বরাষ্ট্র দফতরে। ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র দফতর এই সব খবর নথিভুক্তি করে সেটা পাঠিয়ে দিত প্রধানমন্ত্রী দফতরে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে একেবারে সমূলে নিপাত করে দেওয়ার জন্য আদেশ এসেছিল ব্রিটিনের স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে। সেই নির্দেশটাকে পালন করেছে কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজার। তখন লালবাজারের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল আফগানিস্তান থেকে শুরু করে বর্মা পর্যন্ত। সারা ভারত টহল দিয়ে বেড়াতো লালবাজার নাম পুলিশের সদর দফতর। স্বাধীনকামী বিপ্লবীদের কাছে প্রধান শত্রুতে পরিণত হয়েছিল পুলিশের সদর দফতর লালবাজার।

ক্ষুদিরাম তাঁর প্রথম জবানবন্দির একটি স্থানে বলছেন, ‘‘সংবাদপত্র পড়া ছাড়া আমি বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ ও অন্যান্যদের বক্তৃতা শুনেছি। কলেজ স্কোয়ার, বিডন স্কোয়ারে এই সব বক্তৃতা হত। তাঁদের বক্তৃতা আমাকে এ কাজে প্রেরণা দিয়েছে। একজন বিশেষ বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী বিডন স্কোয়ারে বক্তৃতা দিতেন।

আমি কলকাতায় আমার মামা সতীশচন্দ্র দত্তের বাড়িতে থাকতাম। তিনি আমার দূরবর্তী আত্মীয়। চার কি পাঁচ নম্বর কর্পোরেশন স্ট্রিটে থাকেন। স্কুল মাস্টারের কাজ করেন।.. (২৩টি ছোটো এবং ১৪টি বড়ো কার্তুজ দেখিয়ে) এই কার্তুজগুলি আমার। আমি এগুলো কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ও বৌবাজারে রাতের বেলায় কিনেছি। এর কোনো লাইসেন্স নেই। অমূল্যরতন দাস বলে একটি ছেলে প্রায় দু-মাস আগে আমাকে রিভলভার দুটো যোগাড় করে দেয়। আমি একটির দাম ২৫ টাকা ও অন্যটির দাম ১৫ টাকা দিয়েছিলাম। এই ঘড়ি, এই রেলওয়ের টাইম টেবিল, এই মোমবাতি, দেশলাই ও এই ম্যানিব্যাগটি (জিনিসগুলো একে একে দেখিয়ে) আমার। এই টিনের বাক্সটি আমার-এরই মধ্যে বোমাটি ছিল। এর মধ্যে কাপড়ের টুকরোখানা আছে, তাতেই বোমাটি জড়ানো ছিল। এটা দীনেশের চাদর ছিঁড়ে পেয়েছিলাম।...

আমি আমার সব কথা বলেছি। যা বলেছি সব সত্য এবং স্বেচ্ছায় বলেছি। ’’

এর নিচে বাংলায় সই করেছেন শ্রীক্ষুদিরাম বসু। আর ম্যাজিস্ট্রেট এইচ সি উডম্যান সই করার আগে লিখেছেন তাঁর মতে এই স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছায় করা হয়েছে এবং তা যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ক্ষুদিরামের এই স্বীকারোক্তি পড়ে শোনানো হলে উডম্যান আবার সই করেছেন। তারও নীচে সই করেছেন (অস্পষ্ট সই) জনৈক অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সইয়ের তারিখ প্রথম দুটি ১.৫.০৮ এবং শেষেরটি ২.৫.০৮। আশ্চর্য। ’’ (ক্ষুদিরাম, পৃষ্টা..৪৬-৪৭)।

পাঠকেরা ক্ষুদিরামে জবানবন্দি পড়ে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে সবটা তাঁর বলা নয়। তবুই লিখতে হবে। কারণ তাঁর জবানবন্দিতে এই সব কথাগুলো রয়েছে। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেছেন সেই খবরটা তিনি পান নি গ্রেফতার হওয়ার সময়ে। প্রফুল্ল চাকীর যাতে কোনও ক্ষতি না হয় তার জন্য ক্ষুদিরাম বেশ কিছু মন্তব্য থেকে বিরত ছিলেন। ক্ষুদিরামে প্রথম স্বীকারোক্তির ওপরে ভিত্তি করে হত্যার প্রচেষ্টা এবং হত্যার অভিযোগে মামলা রুজু করা হল। ম্যাজিস্ট্রেটের জেরায় সমস্ত অপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ক্ষুদিরাম পুনশ্চ দ্বিতীয় জবানবন্দি দিলেন। প্রথম জবানবন্দি অনুসারে ক্ষুদিরামই বোমা ছুঁড়েছিলেন বলে মনে হয়েছে। বিচার শুরু হওয়ার আগে ২৩ মে ১৯০৮ তারিখে মজঃফরপুরের প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট মি. ই. ডব্লু. ব্রেটহাউড-এর কাছে ক্ষুদিরাম বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি ঘোষণা দিলেন। কারণ এর মধ্যে তিনি জানতে পেরেছেন দীনেশ আত্মহত্যা করেছে। ৩ মে দীনেশের মৃতদেহ শনাক্ত করেছেন। ক্ষুদিরামের বাংলা স্বীকারোক্তি এদিন ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মানসরঞ্জন সেন। ক্ষুদিরাম এদিন দীনেশের ছবি, দুজনের ব্যবহৃত জুতো, যে গাছের নিচে দাঁড়ান তার নকশা প্রভৃতি শনাক্ত করেন। শনাক্ত করেন দীনেশের চাদর, নিজের কার্তুজগুলি, মোমবাতি, ছেঁড়া টাইমটেবিল সব কিছু পুনশ্চ ক্ষুদিরাম গ্রেফতার হওয়ার পর যখন ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিপ্লবীদের সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়লে তখন ইংরেজরা সিদ্ধান্ত নিল যে অভিযুক্ত ক্ষুদিরামকে এমন দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিতে হবে যাতে বাংলার বিপ্লবীরা আর কোনও সময়ের জন্য সাহস করে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন না করতে পারে। শুরু হয়ে গেল তৎপরতা। কলকাতা জুড়ে তল্লাশি শুরু হয়ে গেল। বাদ পড়লো না কেউই। সবাইকে গ্রেফতার করা হল। ভেঙে দেওয়া হল বিপ্লবীদের আখড়া। সমূলে একেবারে নিপাত করে দিল বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন। বিপ্লবী দলের মাথাগুলোকে কারাগারে পুরে দেওয়ার কাজ শুরু করলো ব্রিটিশ সরকার। তার ফলে আর একটি মামলা দেখা দিল। আলিপুর জজ কোর্টে বোমা মামলা।

ক্ষুদিরামের দ্বিতীয় জবানবন্দিতে নতুনত্ব কিছুই ছিল না। প্রথম জবানবন্দির ওপরে ভিত্তি করেই দ্বিতীয় জবানবন্দি নেওয়া হয়। সেখানে স্বেচ্ছায় জবানবন্দি দিয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়েছিল ক্ষুদিরামের কাছ থেকে। ক্ষুদিরামকে ধরেছিল কনস্টেবল ফৈয়জউদ্দিন এবং তহশিলদার খানের বিবৃতি সত্য কিনা তা যাচাই করেছিল ক্ষুদিরামকে দিয়ে আদালত। সেখানে ক্ষুদিরামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল-‘‘ তুমি কি কনস্টেবল ফৈয়জউদ্দিন এবং তহশিলদার খানের বিবৃতি শুনেছ? উত্তর ঃ শুনেছি, তবে তা অংশত সত্য। তারা বলছে বোমা পড়ার সময় তারা জাজেস কোর্ট রোডে ছিল না- তা ঠিক নয়। আমি তাদের ব্রীজের উপর বসে থাকতে দেখেছিলাম। শিউপ্রসাদ এবং ফতে সিং -এর বিবৃতিও অংশত সত্য। কারণ একজন বলেছে যে, সে আমার শার্টের ওপর কোট ছিল দেখেছে- তা ঠিক নয়। আমি আসলে সেটা ভাঁজ করে রেখে ছিলাম।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করলো জামালপুর জামালপুর চক্র সম্পদ কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩ ডিসেম্বর ঃ আজ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। সেই উপলক্ষ্যে জামালপুর চক্র সম্পদ কেন্দ্রে প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহমুদ খান, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অনিন্দিতা সাহা সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা। এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে কবিতা আবৃত্তি, বসে আঁকা ও চকলেট দৌড়ের আয়োজন করা হয়। সকল অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। উপস্থিত অভিভাবকদের নিয়ে একটি আলোচনা সভাও করা হয়। মেহেমুদ খান বলেন আজকের এই বিশেষ দিনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন খুবই ভালো উদ্যোগ। এই শিশুরা যেনো কখনও নিজদের অন্যের থেকে আলাদা না ভাবে। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন বিভিন্ন সরকারী সুযোগ সুবিধা আছে এই শিশুদের জন্য তারা যেন সেগুলোর জন্য সঠিক জায়গায় আবেদন করেন। এস আই অনিন্দিতা সাহা বলেন, আজকের এই বিশেষ দিনে এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান করা হলো মূলতঃ তাদের আনন্দদান করা ও তারাও যে এই সমাজেরই অংশ সেটা বোঝানো।

রানাঘাটে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে সভা, প্রতিরোধের হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, রানাঘাট, ৩ ডিসেম্বর ঃ রেল স্টেশন এবং প্ল্যাটফর্ম চত্বর থেকে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে সভা। মঙ্গলবার সকালে নদীয়ার রানাঘাট স্টেশন চত্বরে বিভিন্ন হকার সংগঠনের তরফে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভাতে একদিকে যেমন যোগ দিয়েছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি, তেমনিই ছিল সিপিএমের সিটু, কংগ্রেসের আইএনটিইউসি। এমনকী এসইউসিআইয়ের হকার সংগঠনও। এই প্রতিবাদ সভা থেকে অভিযোগ করা হয়, উন্নয়নের নাম করে মানুষের রুটি-রুজি কেড়ে নেওয়ার মত্ত খেলায় নেমেছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাদের রেলমন্ত্রক। এমনটাই অভিযোগ হকার সংগঠনগুলির। হকার পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করলে প্রতিরোধ হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

নওদায় স্কুলের হস্টেল থেকে উদ্ধার ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার নওদা এলাকায় একটি স্কুলের হস্টেল থেকে উদ্ধার হল অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। এ নিয়ে এলাকায় শোরগোল শুরু হয়। মৃত্যুর কারণ নিয়ে কোনও ব্যাখ্যা দেননি স্কুল কর্তৃপক্ষ। অন্য দিকে, স্কুলের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ আনছে মৃতার পরিবার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদের নওদা থানার আমতলা এলাকায় একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবাসিক ছাত্রী ছিল ১৪ বছর বয়সি সুহানা খাতুন। স্কুলের দাবি অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল ৯ টার দিকে বাকি ছাত্রীরা স্নানের জন্য ঘরের বাইরে ছিল। সুহানার ঘরে যারা থাকে, ভিতরে ঢুকে তার ঝুলন্ত দেহ দেখে চমকে ওঠে। খবর পেয়ে প্রধান শিক্ষক এবং স্কুল পরিচালন সমিতির বেশ কয়েক জন সদস্য ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে স্থানান্তর করা হয় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় মেয়েটির। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া চলছে।

ভিন রাজ্যে আলু পাঠানো রুখতে দাঁতনে অস্থায়ী চেকপোস্টে কড়া নজরদারি

দুরন্ত বার্তা, দাঁতন, ৩ ডিসেম্বর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ডেবরা পেরিয়ে দাঁতন। এরপর ওড়িশার সীমান্ত। বাংলা থেকে আলু বোঝাই গাড়িতে সীমানা পেরিয়ে তা যাতে ভিন রাজ্যের গন্ডিতে ঢুকে পড়তে না পারে এ জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর থেকেই কড়া জেলা প্রশাসন। দাঁতনের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধান মঙ্গলবার বিধানসভায় জানিয়েছেন, দাঁতন-১ নম্বর ব্লকে এই মুহূর্তে তিনটি চেক পোস্ট তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ীভাবে। সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে গেলেই সড়কপথেই রয়েছে ওড়িশা সীমান্তের প্রবেশ পথ। ওই পথে কড়া নজর রাখতে হয়েছে। বাই পাটনা হাইস্কুলের সামনেই রয়েছে কাগজে কলমে এক চেকপোস্ট, বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠের কাছে। সোনাকুলিয়াতে রয়েছে আরেকটি। বামনপুকুরের কাছেও আরেকটি। এটি দাঁতন বাইপাসের উপরে। দাঁতন থানার আই সি 'র নেতৃত্বে চলছে নজরদারি। সেইসঙ্গে রয়েছে সিভিক ভলান্টিয়ার ও হোমগার্ড। এরপর রয়েছে ওড়িশা সীমান্তে লক্ষণনাথ চেকপোস্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নিজস্ব চেকপোস্ট।

নলহাটি আবাস যোজনা সংঘর্ষ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৩ ডিসেম্বর ঃ পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পে প্রাপকদের তালিকায় নাম রয়েছে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের। কিন্তু প্রকৃত প্রাপকদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তারই প্রতিবাদে নলহাটি ১ নম্বর ব্লক অফিসের ভিতরে ঢুকে কলিঠা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা সিপিএমের মহম্মদ মঙ্গনকে অভিযোগ করার অভিযোগ উঠল শাসক দলের একই পঞ্চায়েতের উপ প্রধানের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটি ১ নম্বর ব্লক অফিসে। মারধরের ঘটনা স্বীকার করেছেন নলহাটি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও। যদিও মারধরের ঘটনা অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান। বিষয়টি জানিয়ে নলহাটি থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে ব্লক থেকে। বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পের অভিযোগ নিয়ে মঙ্গলবার নলহাটি ১ নম্বর ব্লক অফিসে এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নলহাটি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলিঠা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা সিপিএমের সদস্য মহম্মদ মঙ্গন শেখের অভিযোগ, কলিঠা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পাকা বাড়ি রয়েছে এইরকম বহু ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অথচ এলাকায় যারা প্রকৃত বাড়ি প্রাপক তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমি এই বিষয়টি জানিয়ে বিডিওর কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। সেই কারণে বিডিও অফিসে বৈঠক চলাকালীন কলিঠা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধান সেলিম শেখ ও তার দলের লোকজন আমাকে মারধোর শুরু করে। মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছুটি দেওয়া হয় মহম্মদ মঙ্গন শেখকে। উপপ্রধান সেলিম শেখ বলেন, আমরা কেউ মারধর করিনি। বিরোধী দলনেতার অভিযোগে যাদের নাম তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে তারাই ওসব করতে পারে। আমরা বিডিও-র কাছে অনুরোধ করেছি অহেতুক কারন নাম যেন বাদ না যায়। বিডিও সৌরভ মেহেতা বলেন, কোন প্রকৃত প্রাপকের নাম বাদ দেওয়া হবে না।

'এটা একেবারেই ঠিক নয়', বিধানসভায় পা রেখেই স্পিকারের ধমক খেলেন ছয় বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,৩ ডিসেম্বরঃ সোমবার বিধানসভায় পরিষদীয় বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বৈঠকেই রাজ্যের বিধায়কদের একমঞ্চে আনলেন মুখ্যমন্ত্রী। সৌজন্যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। কিন্তু এই আবহে আজ, মঙ্গলবার নবনির্বাচিত এবং শপথ নেওয়া ছয় বিধায়ক জোর ধমক খেলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তাতেই তাঁরা হকচকিয়ে যান। কারণ তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক। সদ্য জিতে এসেছেন কঠিন উপনির্বাচন থেকে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বিধানসভায় এসে তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন। আর সেখানে দলের বিধায়ক তথা স্পিকারের কাছে ধমক খেতে হল। এতেই চমকে যান তাঁরা। কাজের প্রথম দিন আজকেই। সুতরাং সময়ের মধ্যে বিধানসভার অধিবেশনে আসার কথা বিধায়কদের। সেখানে 'লেট' করে বিধানসভায় প্রবেশ করলেন সদ্য জয়ী ৬ জন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক। আর তাই অধ্যক্ষের ক্ষোভের মুখে পড়লেন নয়া ৬ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। গতকালই এই ৬ জন বিধায়ক শপথ নিয়েছেন। আজ, মঙ্গলবার দিনের শুরুতেই নয়া বিধায়কদের এমন আচরণ দেখে কার্যত ক্ষুব্ধ হন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তাঁর গলায় শোনা গেল ধমকের সুর। এই ৬ জন সদ্য জয়ী বিধায়ক স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধমক শুনলেন, ''সবে বিধায়ক হয়েছেন। আর নতুন বিধায়ক হয়েই লেট।'' এই কথা ওই ৬ জন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ করতে পারবেন না। কারণ সময় মেনে চলার পক্ষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর বিধানসভায় শেষ কথা অধ্যক্ষই। তা পছন্দ হোক বা না হোক। তবে এই ৬ জন বিধায়ক ধমক খেয়ে তাঁদের মোটেও ভাল লাগেনি। সবার সামনে এভাবে বলায় খারাপ লেগেছে তাঁদের। কারণ স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ধমক দিচ্ছিলেন তখন বিরোধী দলের বিধায়করাও ছিলেন। সুতরাং এমন ধমক ভাল লাগার কথা নয়। সেটা লাগেনি বলেই সূত্রের খবর। ধমকের সুরে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শোনা গেল, ''সদ্য শপথ নিয়েছেন আপনারা! আর আপনারাই অধিবেশন শুরু হওয়ার পর বিধানসভায় আসছেন?'' এছাড়া অধ্যক্ষের ধমকের কোনও জবাব দেননি তাঁরা। মাথানিচু করে যে যাঁর আসনে গিয়ে বসে পড়েন। বিধানসভার যে একটা নিয়ম আছে সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের দলের বিধায়ক বলে রেয়াত করেননি। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ''১১ টায় অধিবেশন শুরু হয়। সাড়ে ১০ টার মধ্যে অধিবেশনে আসবেন। এখন এসে আপনারা আপনাদের আসন খুঁজে বেড়াবেন এটা একেবারেই ঠিক নয়। বিধানসভায় প্রশ্ন জমা দেবেন আর সঠিক সময়ে আসবেন।

বাস কর্মীদের মারধোরের জেরে বর্ধমান শহরে টাউন সার্ভিস বাস বন্ধ করে বিক্ষোভ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩ ডিসেম্বর ঃ বর্ধমান শহর হঠাৎ উধাও হয়ে যায় টাউন-সার্ভিস বাস। মঙ্গলবার সকালে এমনই দৃশ্যের সাক্ষী থাকলো বর্ধমান শহর। শহরের রাস্তায় হাজার হাজার টোটোর দৌরাত্ম্যের কারণে সমস্যায় টাউন-সার্ভিস বাস চালাচল। প্রতিবাদ করলে বাস কর্মীদের কপালে জুটছে মারধর। এরই প্রতিবাদে রাস্তায় চলাচল করল না প্রায় ১০০-বেশী টাউন-সার্ভিস বাস। নবাবহাট ও আলিশা বাস স্ট্যান্ডে বাস বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় বাস কর্মীরা। এর জেরে অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের চরম ভোগান্তি শিকার হতে হয়। বর্ধমান শহরের তেলিপুকুর থেকে নবাবহাট বা নবাবহাট থেকে উল্লাস যে কোন জায়গা পৌঁছাতে বড় ভরসা টাউন-সার্ভিস বাস। সব মিলিয়ে নিত্যযাত্রীদের কাছে টাউন সার্ভিস বাসের গুরুত্ব অপরিসীম। বাস কর্মীদের অভিযোগ, বর্ধমান স্টেশন চত্বরের টোটো চালকরা রাস্তায় টোটো দাঁড় করিয়ে অযথা যানজট তৈরী করে। বেশীর ভাগ সময় বাসের সামনে টোটো দাঁড় করিয়ে যাত্রী তোলে টোটো চালকরা। মঙ্গলবার প্রতিবাদ করলে তাদের উপর মারধর পর্যন্ত করা হয়। এর আগেও মারধরের স্বীকার হয়েছে এক বাস কর্মী। মিনিবাস বন্ধের জেরে বাস ইউনিয়ন এবং টোটো ইউনিয়নের মধ্যে চাপা উত্তেজনা তৈরী হয় মঙ্গলবার। বাস কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মিলন দাস বলেন, রেল স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা টোটোর চালক ও স্ট্যান্ডের কর্মীরা মিলিত হয়ে বাস কর্মীদের উপর চড়াও হয় এবং মারধর করে। এই ঘটনা প্রথম নয়, এর আগে তাদের মারধরে আমাদের এক কর্মী গুরুতর আহত হয়েছে। বার বার এই ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। এই ভাবে বাস চালানো সম্ভব নয়। এই বিষয়ে দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেন মিলন দাস। অন্যদিকে টোটো ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ইফতিকার আহমেদ জানান, বাস কর্মীদের সঙ্গে টোটো চালকদের মধ্যে একটা ঝামেলার কথা শুনেছি। দুপক্ষের মধ্যে আলোচনা মাধ্যেমে ঝামেলা মেটানো হবে বলে দাবি করেন ইফতিকার বাবু। এই বিষয়ে মঙ্গলবারই মিটিং বসে মিনিবাস অ্যাসোসিয়েশন বর্ধমান টাউন সার্ভিস বাস ওনার্স সমিতি। সমিতির সম্পাদক সিদ্ধার্থ পাল জানান, বর্ধমান শহরের টোটোর দৌরাত্ম্যের জেরে এমনিতেই ক্ষতির মুখে চলছে বাস ব্যবসা। মাঝেমধ্যে বাস কর্মীদের উপর টোটো চালকরা আক্রমণ চালাচ্ছে, তাতে বাস পরিসেবা বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে আমরা আরো ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পরছি দাবি করেন সিদ্ধার্থবাবু। তিনি বলেন, মিনিবাস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে টোটোর সমস্যা নিয়ে অতিসত্বর আমরা জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং পরিবহন আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্বের মাঝেই সংসদে বার্তা সুদীপের

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বরঃ সপ্তাহ খানেক মুলতুবির পর আজ পুনরায় শুরু হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। আদানি ঘুষকাণ্ড নিয়ে সরব হয়ে মুলতবি প্রস্তাব পেশ করে বিরোধীরা। এরপরেই সংসদ থেকে 'ওয়াক আউট' করে তাঁরা। কিন্তু লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার উদ্যোগে পুনরায় শুরু হয় শীতকালীন অধিবেশন। শর্ত ছিল দুটি বিষয়ে কথা বলতে দিতে হবে বিরোধীদের। এক বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার ও দুই উত্তরপ্রদেশের সম্বল কাণ্ড। সেই মতোই এই দিন সংসদে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু এবং হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে বক্তব্য রাখলেন উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেই কথা বলতে শোনা গেল সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে, বাংলাদেশে শান্তিরক্ষা কমিটির কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার লোকসভায় দাঁড়িয়ে সেই একই কথা বললেন সুদীপও। তিনি বলেন, ''বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ও হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছে। তাঁদের ধরে ধরে হত্যা করছে। তাই আমরা দাবি জানাচ্ছি ভারত সরকার যেন রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে অবিলম্বে বাংলাদেশের শান্তি রক্ষা কমিটি পাঠানোর আবেদন জানায়।'' বাংলাদেশ নিয়ে কেন ভারত সরকার 'চুপ', সেই প্রশ্ন তুলে সুদীপ বলেন, ''ভারত সরকার এই বিষয়ে সম্পূর্ণ চুপ করে আছে। আমরা ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, সংসদে এসে বাংলাদেশের এই মূহুর্তে পরিস্থিতি কী, তা জানাক।'' বাংলাদেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের পাশেই আছে রাজ্য। স্পষ্ট বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, ''আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গতকাল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা অধিবেশনে জানিয়েছেন বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত সরকার যা সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা তার সঙ্গে রয়েছি। কিন্তু ভারত সরকারকে বাংলাদেশের মানুষের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।'' অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অনেকটা সীমান্ত এলাকা রয়েছে বাংলাদেশে। অতীতেও এই রকম উত্তাল সময় মানুষ, সীমান্ত পেরিয়ে আমাদের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। আমরা বিদেশ মন্ত্রকের কাছে এই বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানাচ্ছি।'' প্রসঙ্গত, দলনেত্রী ঠিক করে দেওয়া পথেই এই দিন হাঁটতে দেখা গেল সুদীপকে।

দ্বিতীয় উষ্ণতম নভেম্বর মাস পেল ভারত!

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বরঃ গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে চর্চা চললেও কোনও পদক্ষেপ যে করা হয় না, তার প্রমাণ আবার মিলল। সম্প্রতি আইএমডি যে তথ্য দিয়েছে তা ভীষণ উদ্বেগজনক। বলা হয়েছে, গত নভেম্বর মাস ছিল শতাব্দীর দ্বিতীয় উষ্ণতম! ১৯০১ সালের পর এই প্রথম কোনও বছরের নভেম্বর মাসে এত পারদ উঠেছে। আইএমডি-র তথ্য বলছে, চলতি বছর নভেম্বর মাসে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৩৭ ডিগ্রি। এটা ১২৩ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ০.৬২ ডিগ্রি বেশি ছিল, গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও ১.০৫ ডিগ্রি বেশি ছিল স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে। গোটা নভেম্বর মাস জুড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দিনে গড় তাপমাত্রা যেমন বেড়েছে, ঠিক তেমনই রাতের গড় তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আবহবিদদের কথায়, পর্যাপ্ত ঘূর্ণিঝড় এবং পশ্চিমী ঝঞ্ঝার অভাবের কারণেই নভেম্বরে এইরূপ তাপমাত্রা বেড়েছে। এক কথায়, গত মাসজুড়ে ঠিক মতো বৃষ্টিই হয়নি দেশে। তাই তাপমাত্রার পারদ নিম্নমুখী হয়নি।

SANKARHATI 1 GRAM PANCHAYAT
Vill.&P.O.-Munshirhat
P.S.-Jagatballavpur, Dist.-Howrah
NOTICE INVITING TENDER

Online Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different works vide Etender **Tender ID-201/SANK-I/SBM(G)/24-25, 202/SANK-I/SBM(G)/24-25, 203/SANK-I/SBM(G)/24-25, 204/SANK-I/SBM(G)/24-25, 205/SANK-I/SBM(G)/24-25 Date: 05/12/2024**, Last date of Tender dropping: **14.12.2024 up to 1.00PM**, Date of opening of Tender: **16.12.2024 at 2.30 PM**. Details Contact: **wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sankarhati-I Gram Panchayet

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল-৬৭-২৪ তারিখ ঃ ০২.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য খ্যাতনামা টেন্ডারদাতা যাদের বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স আছে এবং কাজটি সম্পূর্ণ করার আর্থিক যোগ্যতাসম্পন্ন তাঁদের থেকে ই-টেন্ডার আহবান করা হচ্ছে। **স্থানসহ কাজের নাম ঃ (ক)** আসানসোল ডিভিশন , বিআরআর, এসটিএন, এমএমইউ, কেএমএমই ইত্যাদির প্ল্যাটফর্মে পাইপলাইন, আনুষঙ্গিক কাজ সহ আরসিসি ওএইচ ট্যাঙ্কের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত ট্যাঙ্কগুলি প্রতিস্থাপন; (খ) আসানসোল ডিভিশন, এএসএন ডিভিশনের এএসএন, পিএএন, পিএডব্লিউ, কেপিকে, ডিজিআর, টিওপি ইত্যাদির প্ল্যাটফর্মে পাইপলাইন, আনুষঙ্গিক কাজ সহ আরসিসি ওএইচ ট্যাঙ্কের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত ট্যাঙ্কগুলি প্রতিস্থাপন; **টেন্ডার মূল্য ঃ ₹ ১,২৬,৯৬,৬৩৭.৯৫; বায়না অর্থ ঃ ₹ ২,১৩,৫০০.০০; টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ ০৯ মাস। বন্ধ ও খোলার তারিখ এবং সময় ঃ** ২৭.১২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে।

ASN-253/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/ডিইভি/ই-অকশন/পিইউ/এইচডব্লুএইচ/২০২২ তারিখঃ ২৯.১১.২০২৪ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনে ৩ (তিন) বছরের জন্য **মানকুন্ডুতে** সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে হেতু নতুন চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। বিষয়ক ই-অকশন রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং. ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং. ১৪ অফ ২০২২ অনুসারে পরিচালিত হবে আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-০১-আর; **লট নম্বর/ক্যাটাগরি ঃ** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-এমইউইউ-টিওআই-২৬-২৪-১; **স্টেশন ঃ** মানকুন্ডু (এমইউইউ); **অকশনের তারিখ ও সময় ঃ** ১.১২.২০২৪ তারিখ বেলা ১২ টায়।

HWH-455/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NARUGRAM GRAM PANCHAYAT
(Raina-I Panchayat Samity)
NOTICE INVITING e-TENDER
No.::WB/RAINA-I/NGP/eNIT-14

E-Tender are invited by the Prodhan, Narugram Gram Panchayat Raina-I Panchayat Samity,for 6(Six)different works. Date of closing of Submission Technical Bid & Financial Bid(Online): **11/12/2024 at 18:00 Hrs.** Bid Opening Date & Time for Technical Bid (online): **12/12/2024 18:00 Hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Narugram Gram Panchayat

GOPALNAGAR GRAM PANCHAYAT
Gopalnagar (Hattala)
P.O:-Dewanbheri, Dist:-Hooghly
Email ID:-gopalnagoregp@yahoo.co.in

NOTICE INVITING e-TENDER: 241/CFC BG(Tied) Date: 02/12/2024
NOTICE INVITING e-TENDER: 242/CFC BG(Untied), Date: 02/12/2024
NOTICE INVITING e-TENDER: 243/CFC BG(Tied), Date: 02/12/2024
NOTICE INVITING e-TENDER: 244/5 th SFC Untied, Date: 02/12/2024

The Prodhan Gopalnagar Gram Panchayat, invites e-Tender Only from Bonafide, resourceful Contractors/Suppliers having Credentials(in the form of work order, work completion certificates and payment certificates) of executing of 24(Twenty Four) Nos. different works. Last date of Bid Submission(online): **23.12.2024 at 10.00 Hrs**. Date of Opening of Bid(Online): **26.12.2024 at 10.00 Hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Gopalnagar Gram Panchayat

Notice inviting e-Tender for **NIT No- 291/15th FC/Jangipara/24-25** for 01 nos. works by the undersigned through online mode (**https://wbtenders.gov.in**). Last date of submission of online bid on **07 Dec 2024 15:00 Hrs.**

Sd/-
Block Development Officer
Jangipara Development Block

Office of the Pradhan
JHARALTAGRAM-II GRAM PAMCHAYAT
D/KHATTIMARI DHUPGURI JALPAIGURI

Notice e-tender are here by invited from the Pradhan, Jharaltagram-II Gram Panchayat under Dhupguri Block vide **e-NIT-007/JHARALTAGRAM- II GP/2024-25** Vide Memo No-354(07)/Jhar-II/2024 Dated 28/11/2024, Last date of bid submission **10/12/2024 up to 18.55 hrs.** All details may be had from this office notice board and in web site **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Jharaltagram-II G.P.

Office of the Block Development Officer
Panchla Development Block
Bikihakola, Panchla, Howrah
NIT No. 66/S S.M.(RIDF-XXX)/BDO/PANCHLA/2024-2025

For and on behalf of the Block Development Officer, Panchla Development Block invites sealed tender for a total 3nos. similar works. Bid Submission end date **19/12/2024 at 16.00 hrs**. Date of opening of Bid on **23/12/2024 at 16:00 hrs.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Block Development Officer
Panchla Development Block
Panchla, Howrah

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

ই-টেন্ডার নং. ৫_২০২৪-২৫ (ওপেন টেন্ডার) তারিখ ১৯.১১.২০২৪। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার /নির্মাণ/রোড সেফটি প্রজেক্ট, পূর্ব রেলওয়ের অফিসের জন্য জেনারেল কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য, ২৬.১২.২০২৪ তারিখে প্রদেয় এই ই-টেন্ডার নং. ৫_২০২৪-২৫ (ওপেন টেন্ডার)-এর জন্য জারিকৃত সংশোধনী। **পরিবর্তিত আইটেম ঃ এনআইটি শিরোনাম ঃ ফিল্ডের নাম ঃ** টেন্ডার সমাপ্তির তারিখ এবং সময় বর্তমান প্রস্তাব ঃ ০৫.১২.২০২৪, বেলা ১২টা। **পরিবর্তিত প্রস্তাব ঃ** ২৬.১২.২০২৪, সকাল ১১টা; **ফিল্ডের নাম ঃ** বিডিং শুরুর তারিখ বর্তমান প্রস্তাব ২১.১১.২০২৪; **পরিবর্তিত প্রস্তাব ঃ** ১২.১২.২০২৪। অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী একই থাকবে।

HWH-457/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING TENDER

NIT No. 10 of 2024-25/PO/BCW/JAL, Dated. 03.12.2024 for supply, delivery & execution of sports development work of basketball court at EMRS, Nagrakata, within Jalpaiguri District. Last date of submission is **11-12- 2024 up to 17:00 hours.** For further details, please log-on to **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
BCW&TD, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender for **NIT No- 290/MPLAD/Jangipara/24-25** for 05 nos. works by the undersigned through online mode (**https://wbtenders.gov.in**). Last date of submission of online bid on **12 Dec 2024 15:00 Hrs.**

Sd/-
Block Development Officer
Jangipara Development Block

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchay at Samity, District- Purulia invites Tender for the following items on:-

- NIT No.:- **11/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No.-01 to 02)**
- No. of Work:- **02 (Tw0) nos.**
- Last Date of Application:- **12.12.2024 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper :- **16.12.2024 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **17.12.2024 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender **17.12.2024 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working day's at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. Chief Engineer (M)/EWS, KMC** invites e-tender for the following work:
NIT No. : KMC/ET/56/EDG/AG2/24-25
Name of the work : **Repairing of lighting system at the west side passage and office room at the 1st floor of EWS Building.** Estimated Cost : **Rs. 1,76,198.54**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Last date and time of submission of bid (online): **11.12.2024** at **3 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **03.12.2024** at **5.30 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC** invites e-quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/DCE(PS)/FLOWER_T/24-25 (1st call)
Name of work : **Arrangement for Holding Central Flower Show (2024-2025) at Tala Park.** Estimated Cost : **Quotation invited**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of completion: **15 Days.** Last date and time of submission of bid: **12.12.2024** at **1 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **04.12.2024** at **10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Mechanical)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following work:
NIT No. : KMC/ASPH/GG/SM-25/24-25 (1st call)
Name of work : **Restoration of road surface damaged due to laying of S.W pipe and F.W pipe at R. R. Plot (from premises no. 188 to 227), in Ward No.-108, Br-XII, under Road's mechanical Department.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,52,888.91**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of completion: **21 Days**. Last date and time of submission of bid : **14.12.2024** up to **12 noon**. Bid opening date for technical purpose : **16.12.2024** at **12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **05.12.2024** after **12 noon** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites e-quotation online item rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE_PS/F_S_MOHOR/24-25 (1st call)
Name of work : **Arrangement for Holding Central Flower Show (2024-2025) at Moharkunja by KMC.** Estimate Cost: **Quotation invited (Inclusive all taxes)**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of completion: **04 Days**. Last date and time of submission of bid : **14.12.2024** at **1 p.m**.
2. NIT No. : KMC/EE_PS/VII/58/02/24-25 (1st call)
Name of work : **Installation of a statue and playing apparatus at 35, Pulin Khatick Road Park in Ward No. 58, Br-VII.** Estimated Cost: **Rs. 1,72,954.40**. Earnest Money: **Rs. 3,500.00**. Period of completion: **15 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE_PS/VII/56/04/24-25 (1st call)
Name of work : **Improvement and beautification of road side garden at 8 no. Benchulal Road in Ward No. 56, Br-VII.** Estimated Cost: **Rs. 1,99,843.57**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid : **13.12.2024** at **1 p.m**. (for sl. no. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **05.12.2024** at **10 a.m.** (for sl. no. 1) and **06.12.2024** at **10 a.m.** (for sl. no. 2 & 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil), Br-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE-III/014/13/24-25 (1st call)
Name of work : **Cleaning of water body at 33/C/1 B.B. Ghosh Sarani in Ward No.-14.** Estimate Cost: **Rs. 1,57,260.00**. Earnest Money: **Rs. 3,500.00**. Period of completion: **40 Days**. Last date and time of submission of bid : **13.12.2024** up to **12 noon**. Date and time of opening of tender : **16.12.2024** on or after **12 noon**.
2. NIT No. : KMC/EE-III/30/18/24-25 (1st call)
Name of work : **Renovation of public urinal with water using to avoid unhygienic condition at 118, N N Road in Ward No.-30.** Estimate Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,99,690.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of completion: **30 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE-III/13/36/24-25 (1st call)
Name of work : **Repair of sewer at 17/46, 135, 68 B.N. Road in Ward No.-13.** Estimate Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,99,497.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of completion: **30 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE-III/30/15/24-25/BUSTEE (1st call)
Name of work : **Repair of bustee passage at 61/H/15, 61/H/12 M. B Lane, 137/H/5 N. M Road, 218/H/10 M. M Road and different bustee places in Ward No.-30.** Estimate Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,80,708.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of completion: **30 Days**.
5. NIT No. : KMC/EE-III/30/23/24-25 (1st call)
Name of work : **Renovation of public urinal with water using to avoid unhygienic condition at 2 K G Road in Ward No.-30.** Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,99,596.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **14.12.2024** up to **12 noon** (for sl. no. 2 to 5). Date and time of opening of bid : **16.12.2024** after **12 noon** (for sl. no. 2 to 5).
6. NIT No. : KMC/EE-III/33/28/24-25 (1st call)
Name of work : **Repairing of IPS, concrete passage at Surah 3rd Lane, 26 Asutosh Sastri Road, 24, 26 Radhamadhav Dutta Garden Lane and different location in Ward No.-33.** Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 1,98,399.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of completion: **30 Days**.
7. NIT No. : KMC/EE-III/34/36/24-25 (1st call)
Name of work : **Development of passages at 20 Chaulpatty Road, 29 Barawaritala Road and adjacent areas in Ward No.-34.** Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,49,889.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of completion: **30 Days**.
8. NIT No. : KMC/EE-III/33/27/24-25 (1st call)
Name of work : **Supplying fitting fixing M.H cover, G.P cover, C.P cover I.P cover at 75, 76, 91, 93, Beliaghata Main Road, 52, 53 C.P Road, 37, 100 S.S Road and different location in Ward No.-033.** Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,39,247.00**. Earnest Money: **Rs. 4,800.00**. Period of completion: **30 Days**.
9. NIT No. : KMC/EE-III/33/23/24-25 (1st call)
Name of work : **Improvement work of footpath at Taran Krishna Naskar Lane from Beliaghata Main Road to Chaulpatty Road in Ward No.-033.** Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,99,535.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **10.12.2024** up to **12 noon** (for sl. no. 6 to 9). Date and time of opening of bid : **12.12.2024** after **12 noon** (for sl. no. 6 to 9). The bid forms and other details are available on and from **05.12.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1) and **03.12.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 2 to 9). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 9).

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/EEBS/HQ/VII/57/24-25/101 (1st call), published in this Newspaper on **23.11.2024 (Key No. 901/24-25)** of **Bustee Services Deptt.** (Sl. No. 1) Last date and time of submission of bid will be read as **09.12.2024** up to **11 a.m.** instead of 02.12.2024. Bid opening date and time for technical proposals will be **11.12.2024** at **11 a.m.** instead of 04.12.2024.

976/24-25

চাষ-আবাদ

লিলিয়ামের চাহিদা তুঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে লিলিয়াম অফ-সিজনে চাষ করা সম্ভব

ভারতে ফুলচাষ করার বিরাট ব্যবসায়িক সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে উচ্চ-উৎপাদনশীল ফুলগুলির চাহিদা বেড়েছে যেমন অর্কিড, অ্যান্থুরিয়াম এবং লিলিয়াম। তার মধ্যে লিলিয়ামের চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে আমদানির মাধ্যমে। লিলিয়ামের চাষে ভালো রোজগারের সুযোগ রয়েছে। লিলিয়াম পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্যান্য রাজ্য এবং এমনকী আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানি করা যায়, যা বৈদেশিক মুদ্রার আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যময় জলবায়ুর কারণে, লিলিয়াম অফ-সিজনে চাষ করা সম্ভব বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। কলকাতা ও অন্যান্য শহরের আশেপাশের এলাকায়, ফুলচাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা সূত্রে পরিণত হয়েছে। কলকাতার হাওড়া ফুল বাজারের মতো ফুলের বাজারগুলি লিলিয়াম ফুলের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অবদান রাখে। রাজ্য সরকার উদ্যানপালন দপ্তর, কৃষি দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন স্কিমের অধীনে ফুলচাষকে উৎসাহিত করে। বীজ, সেচ এবং কোল্ড স্টোরেজের জন্য ভর্তুকি প্রদান করে। এটি লিলিয়াম চাষিদের উৎপাদনশীলতা ও লাভ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। দর্শনীয় স্থান কৃষি খামারে আকর্ষণ করে। বিশেষ করে দার্জিলিংয়ের পাদদেশ এবং অন্যান্য দৃশ্যাবলী স্থানগুলিতে।

কাট ফ্লাওয়ার ছাড়াও, এই ফুলগুলো তোড়া তৈরি, ফুলের সাজসজ্জা এবং ফুলদানিতে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। মৃদু জলবায়ু এলাকাগুলো লিলিয়াম চাষের জন্য অনুকূল। ভারতে এটি প্রধানত হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, বেঙ্গালুরু এবং পাঞ্জাবের কিছু অংশে চাষ করা হয়। ভারতে লিলিয়াম চাষের জন্য ভালো মানের কন্দ অন্য দেশ থেকে আমদানি করা করা হয়ে থাকে। প্রজাতি এবং প্রকারভেদে বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে এবং এগুলো সীমানা ও পটে চাষ করা যেতে পারে। উজ্জ্বল রূপ ও সুন্দর রঙের জন্য চমকার কাট ফুল। লিলিয়াম চাষের জন্য আলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ফ্যাক্টর। সেরা ফুল উৎপাদনের জন্য ২০০০ থেকে ৩০০০ ক্যান্ডলস ফিট আলো প্রয়োজন। শীতকালে কম আলোর তীব্রতা ফুলের অকাল পতন ও ঝরার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে অতিরিক্ত সাপ্লিমেন্টারি আলো শীতকালে উপাদন বাড়ায়, কাণ্ডের দৃঢ়তা উন্নত করে এবং ফুলের গুণমান বৃদ্ধি করে থাকে। প্রথমে ১২ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা (যতক্ষণ না কাণ্ডের শিকড় গজায়)। এশিয়াটিক হাইব্রিডগুলো ২১ থেকে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস (দিনের তাপমাত্রা) এবং ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (রাতের তাপমাত্রা)-এ ভালোভাবে বেড়ে ওঠে। তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামলে কুঁড়ির পতন ও পাতার হলদেটে হওয়া শুরু হয়। লংগিফ্লোরাম হাইব্রিডগুলির জন্য, গ্রহণযোগ্য দিনের তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতের তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত থাকা দরকার। ভালো মানের ফুল পাওয়ার জন্য প্রায় ৬০ থেকে ৭৫ আর্দ্রতা প্রয়োজন।

২ কোটি টাকার বেশি প্রতারণা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর ঃ ২ কোটি টাকার বেশি প্রতারণা, ধৃতদের জেল হেফাজত। ঘটনাটি নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকার, দীর্ঘ সময় ধরে এলাকার সাধারন মানুষকে বিভিন্ন ভাবে আর্থিক প্রতারণা করে আসছিলেন বলে অভিযোগ ঐশ্বর্য রাজ মন্ডল এবং তার সঙ্গী অঙ্কিত আনন্দ। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। অবশেষে গ্রেফতার করা হয় ঐশ্বর্য এবং অঙ্কিতকে, ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করলে বিচারক দুই জনকে পাঁচ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

কাটরা এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে উদ্ধার মদ

৩ ডিসেম্বর ঃ বৈষ্ণোদেবী কাটরা এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে উদ্ধার হল ৪২ বোতল অবৈধ মদ। রবিবার সন্ধ্যে ছটা বেজে ৪২ মিনিট নাগাদ এই ট্রেনটি এনজিপি স্টেশনে এসে পৌঁছালে আরপিএফ আধিকারিকেরা ট্রেন থেকে এই বোতল গুলিকে উদ্ধার করে।

তৎপর ত্রিপুরা প্রশাসন, আগরতলায় ক্লোজ ‘বাংলাদেশ চলো’ অভিযান, শহর ও সীমান্তে কঠোর নজরদারী

আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সহ বিভিন্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সাথে ত্রিপুরায়ও ক্রমশ বিক্ষোভ আন্দোলন প্রবল হচ্ছে। গতকাল সোমবার আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনের অফিস ঘেরাও, এর পর আজ মঙ্গলবার ‘ চলো’ অভিযানের ডাক দিয়েছে একাধিক সনাতনী সংস্থা ও সংগঠন। বিশ্বহিন্দু পরিষদের পাশাপাশি আরও কয়েকটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে আজ আগরতলায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন ‘বাংলাদেশ চলো’-এর ডাক দেওয়া হয়েছিল। আজকের আন্দোলন কর্মসূচির ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে খবর। তার পরও হাজার হাজার সনাতনী যুব ও বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নেতৃত্বে অনুগামীরা রাজধানী আগরতলা শহরে আন্দোলন কর্মসূচিতে শামিল হন। শহরের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের

সামনে সমবেত হন আন্দোলনকারীরা। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ ত্রিপুরা বিজেপি ও দলের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের নেতৃত্ব সহ কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে চিন্ময় প্রভুকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে। এই দাবিতে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে রাজধানী আগরতলা। বিশাল সংখ্যায় আন্দোলনকারী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে সমবেত হন। মানব শৃঙ্খলের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে ‘বাংলাদেশ চলো’ অভিযান ক্লোজ করা হয়েছে। এদিকে, প্রশাসনের তরফ থেকে সোমবার রাতেই রাজধানী আগরতলা থেকে আখাউড়া আইসিপি পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তায় একাধিক ব্যারিকেট তৈরি করা হয়েছে। প্রচুর সংখ্যায় নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়। সকাল থেকে পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা শহরের বিভিন্ন এলাকায় নজরদারী চালিয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ড. কিরণ কুমার কে জানিয়েছেন, ‘বাংলাদেশ চলো’ অভিযানের জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাছাড়া তিনি আরও জানিয়েছেন, সোমবার আগর তলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনে যে অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে তার সাথে জড়িত সাতজনকে আটক করা হয়েছে। তদন্ত চলছে বলেও জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। তাঁর দাবি, বাংলাদেশ থেকে যাঁরা আখাউড়া আইসিপি দিয়ে ভারত তথা ত্রিপুরায় আসছেন তাঁদের কোনও সমস্যা হচ্ছে না।

বাংলাদেশ ইস্যুতে রাহুল ও অখিলেশের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন গিরিরাজের

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় রাহুল গান্ধী ও অখিলেশ যাদবের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। একইসঙ্গে এআইএমআইএম-এর আসাদুদ্দিন ওয়েইসিকে আক্রমণ করেছেন তিনি। সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে গিরিরাজ সিং বলেছেন, আমি মনে করি, মৌলবাদীরা যেভাবে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করছে, তাঁদের (হিন্দুদের) বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না, সন্ন্যাসীদের জেলবন্দি করা হচ্ছে। ভারত কঠোর অবস্থান দেখিয়েছে, কিন্তু বিশ্বকে অবশ্যই এতে হস্তক্ষেপ করতে হবে। গিরিরাজ সিং আরও বলেছেন, ওইয়েসি (আসাদুদ্দিন) এমন একজন ব্যক্তি - যখন সংবিধানের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী পালিত হচ্ছিল, তিনি জাতীয় সঙ্গীতের সময় অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি সর্বদা মুসলমানদের নিয়ে কথা বলতেন - এমনকি তিনি প্যালেস্টাইন নিয়েও কথা বলতেন। কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দুদের ইস্যুতে তিনি নীরব কেন? রাহুল গান্ধী, অখিলেশ যাদব এবং অন্যরা এই বিষয়ে নীরব কেন?

লাতেহারে কয়লাবোঝাই ট্রাকে আগুন, শোরগোল কুসমাহি স্টেশন চত্বরে

লাতেহার, ৩ ডিসেম্বর ঃ ঝা।খণ্ডের লাতেহার জেলার কুসমাহি রেল স্টেশন চত্বরের সাইডিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দু'টি কয়লা বোঝাই ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। রবিবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে, আগুনের লেলিহান শিখায় ট্রাক দু'টি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীরা ট্রাক দু'টিকে থামিয়ে, চালকের ফোন ছিনিয়ে নেয়। এরপর ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেয়। চালক পালিয়ে যাওয়ায় চেষ্টা করলে, তাঁকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা গুলি চালায়। সোমবার সকালে ট্রাকের চালক বলেছেন, কুসমাহি সাইডিংয়ে আমি কয়লা নিয়ে এসেছিলাম, সেই সময় ৪ জন এসে ট্রাক থামিয়ে দেয়। আমার মোবাইল কেড়ে নিয়ে ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেয়।

তিস্তা ব্যারাজ দিয়ে বন্ধ ভারী যান চলাচল, ক্ষতির মুখে ট্রাক ব্যাবসায়ী সহ এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, ওলদাবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর ঃ স্কুলের পরীক্ষা বন্ধ করে কলের শিশুকে সঙ্গে নিয়ে পথ অবরোধে শামিল এলাকার মহিলারা জেলা শাসকের হস্তক্ষেপ দাবি। জানা যায় দীর্ঘ বেশ কিছুদিন আগে গাজলডোবা সেতু দুর্বল বলে হাইট বার লাগিয়ে গাজল ব্রিজের উপর দিয়ে বালি পাথরের লরি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে গাজলডোবা ব্যারেজ সংলগ্ন ওদলাবাড়ি থেকে একাধিক নদী ঘাট থেকে রয়েলিটি দিয়ে বালি পাথর নিয়ে যাওয়া হত বাংলাদেশ ,শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায়। গাজলডোবা ব্যারেজ দিয়ে যাতায়াত বন্ধ থাকার জন্য বালি পাথর পরিবহন বন্ধ হয়ে রয়েছে। যে কারনে বেকার হযে.পড়েছে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। না খেযে.দিন কাটাতে হচ্ছে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের। সোমবার বিভিন্ন ট্রাক অ্যাসোসিয়েশন ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষরা শিলিগুড়ি গাজলডোবা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এলাকাবাসীদের দাবি পাথর, বালি নিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকলে এলাকার সাধারণ মানুষকে না খেয়ে মরতে হবে। কারণ এই বালি পাথরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এলাকার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ থেকে শুরু করে ছোটমোটো ব্যবসায়ী সকলেই। শ্রমিক শ্রেণী যদি কাজ না করে তাহলে উপার্জন বন্ধ আর শ্রমিক শ্রেনীর হাতে অর্থ না থাকলে তার প্রভাব সরাসরি পড়ছে এলাকার সাধারন ব্যাবসায়ীদের ওপর,যার ফলে এলাকার সমস্ত ব্যবসা হয়ে রয়েছে বন্ধ । অপরদিকে গাড়ির মালিকের অভিযোগ গাজলডোবা ব্যারেজে হাইট বার লাগিয়ে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, ৬ টনের বেশি লোডের গাড়ি চলাচল করতে পারবে না। কিন্তু সেই পথ দিয়ে বড় বড় গাড়িতে সিমেন্ট নিয়ে ছুটছে বিভিন্ন ভারী যানবাহন তাদের গাড়ি আটকানো হচ্ছে না শুধু মাত্র বালি পাথরের গাড়ি আটকানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাদের আরো অভিযোগ তাদের গাড়ি যদি এইভাবে বন্ধ থাকে মাস গেলে গাড়ির কিস্তি দোয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে।। পাশাপাশি এই গাড়ির উপরে নির্ভর করে হাজার হাজার মানুষের জীবন জীবিকা ও পরিবার নির্ভর করে। তারা আজ বেকার হয়ে পড়ে রয়েছে। অবিলম্বে তাদের গাড়ি চলাচল করতে দেওয়া হোক । গাড়ির মালিক পক্ষের দাবী যতক্ষণ পর্যন্ত জেলাশাসক এসে ব্যারেজ দিয়ে গাড়ি চলাচল এমনকি ঘাটে রয়েলেটি না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত পথ অবরোধ চলবে।

তথ্যানুসন্ধানী দলকে সম্ভলে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, এটা নৈরাজ্য ঃ আরাধনা মিশ্র

লখনউ, ৩ ডিসেম্বর ঃ যোগী আদিত্যনাথ সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস নেত্রী আরাধনা মিশ্র। হিংসা বিধ্বস্ত সম্ভলে যেতে বাধা দেওয়ায় পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকার নিন্দা করলেন তিনি। সোমবারই সম্ভলে যাওয়ার কথা ছিল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের। কিন্তু, পুলিশ তাঁদের যেতে বারণ করেছে। আবার লখনউতে কংগ্রেস নেত্রী আরাধনা মিশ্রর বাড়ির বাইরে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা নৈরাজ্য। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, একটি প্রতিনিধি দল যা সত্য অনুসন্ধানের জন্য যাচ্ছিল, তাঁদের যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আমার বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ নৈরাজ্য। রাজ্যের মানুষ এই বিষয়ে জানতে চায়। যখন একজনকে তাঁর বাসভবনের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না, তখন এটি কি আইন-শৃঙ্খলা?
এখনও পুরোপুরি শান্তি ফিরল না উত্তর প্রদেশের সম্ভলে। সোমবারও সম্ভলের শাহি জামা মসজিদের কাছে মোতায়েন রয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী। সার্বিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন

পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। এলাকায় থমথমে পরিবেশ রয়েছে। এদিকে, সোমবারই সম্ভলে আসার কথা উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাইয়ের। কিন্তু, পুলিশ তাঁকে সম্ভলে আসতে বারণ করেছে। এ প্রসঙ্গে অজয় রাই বলেছেন, তাঁরা (পুলিশ) আমাকে একটি নোটিশ জারি করেছে এবং আমাকে বলেছে, আমার সফরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। অবশ্যই, আমরা বিশৃঙ্খলা চাই না, কিন্তু শান্তি বিরাজ করুক। সেখানে পুলিশ ও সরকার যে নৃশংসতা ও অবিচার করেছে, আমি চাই আমার নেতৃত্ব তা জানুক। তাঁরা (পুলিশ) আমাকে নোটিশ দিলেও আমি শান্তিপূর্ণভাবে সেখানে যাব।

১৩ ঘণ্টা কুয়েত বিমানবন্দরেই আটকে ভারতীয় যাত্রীরা, অভিযোগ বৈষম্যের

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর ঃ দীর্ঘ ১৩ ঘণ্টার দুর্ভোগ শেষে ম্যাঞ্চেস্টারের উদ্দেশে রওনা হলেন কুয়েত বিমানবন্দরে আটকে পড়া ভারতীয়রা। সোমবার ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ গাল্ফ এয়ারের বিমান ব্রিটেনের ম্যাঞ্চেস্টার শহরের উদ্দেশে রওনা দেয়। গোটা প্রক্রিয়াটি যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, তা নিশ্চিত করতে উদ্যোগী ভূমিকায় দেখা যায় কুয়েতের ভারতীয় দূতাবাসকে। রবিবার মুম্বই বিমানবন্দর থেকে ম্যাঞ্চেস্টারের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল গাল্ফ এয়ারলাইন্সের বিমানটি। বিমানে থাকা যাত্রীদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন ভারতীয়। তা ছাড়া আমেরিকা, ব্রিটেন-সহ অন্য কিছু দেশের যাত্রীরাও ছিলেন। যাত্রাপথে ওই বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। এর ফলে বিপত্তিতে প।নে ভারতীয় যাত্রীরা। কুয়েত বিমানবন্দরেই দীর্ঘক্ষণ আটকে প।নে ভারতীয়রা। এমনকী খাবার অথবা পানীয় জলটুকুও পাননি তাঁরা। যেতে দেওয়া হয়নি বিমানবন্দরের বাইরেও। অন্তত যাত্রীরা এমনটাই অভিযোগ তুলছেন। জানা গিয়েছে, মুম্বই থেকে ম্যাঞ্চেস্টারগামী গল্ফ এয়ারলাইন্সের একটি বিমান যান্ত্রিক

ত্রুটির কারণে কুয়েত বিমানবঃদরে জরুরি অবতরণ করে। এরপরই ক্ষোভ উগরে দেন ভারতীয় যাত্রীরা। জানান বিমানবঃদর কর্তৃপক্ষ তাঁদের কোনও রকম সাহায্য করছে না। তাঁদের অভিযোগ, বিমান সংস্থা ওই বিমানে থাকা ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের যাত্রীদের সুযোগ সুবিধা দিলেও ভারত, পাকিস্তানের মতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যাত্রীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। কোনও খাবার বা পানীয় জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি না। এমনকী বিমান থেকে নামতে দেওয়া হলেও ভারতীয় যাত্রীদের বিমানবঃদরের বাইরেও যেতে দেওয়া হয়নি। তবে, খবর পাওয়া মাত্রই ব্যবস্থা নিয়েছে কুয়েতের ভারতীয় দূতাবাস। দ্রুত ভারতীয় যাত্রীদের যাবতীয় সাহায্য করে তারা। সোমবার ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ গাল্ফ এয়ারের বিমান ব্রিটেনের ম্যাঞ্চেস্টার শহরের উদ্দেশে রওনা দেয়।

কৌঁসুলি নেই, পিছলো চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর জামিন শুনানি, এক মাস পর ২ জানুয়ারি পরবর্তী দিন ধার্য

চট্টগ্রাম, ৩ ডিসেম্বর ঃ প্রত্যাশা মতোই সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিন শুনানি আরও একমাসের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে আদালত। আজ মঙ্গলবার ছিল তাঁর জামিন শুনানির দিন। কিন্তু আদালতে চিন্ময় প্রভুর পক্ষে কোনও কৌঁসুলি (আইনজীবী) না থাকায় এক মাস পর আগামী বছরের ২ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার মফিজুর রহমান জানান, আজ (মঙ্গলবার) চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ মহম্মদ সাইফুল ইসলামের আদালতে গ্রেফতারকৃত চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আদালতে কোনও আইনজীবী তাঁর পক্ষে দাঁড়াতে পারেননি, তাই আজ শুনানি হয়নি। অন্য এক সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপক্ষও এই মামলার শুনানি না করে সময়ের আবেদন করেছে। চট্টগ্রাম ইসকন প্রবর্তক মন্দির পরিচালন কমিটির সদস্য স্বতন্ত্র গৌরাঙ্গ দাস বলেন, চিন্ময় প্রভুর আইনজীবী মোবাইল বন্ধ করে রেখেছেন। তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। তাঁর পক্ষে যে আইনজীবীরা দাঁড়ানোর কথা, তাঁদের সবাইকে মামলার আসামি করা হয়েছে। তাই শুনানিতে তাঁদের যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তিনি বলেন, আইনজীবিদের সবাইকে হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে। কোনও আইনজীবী পাওয়া যাচ্ছে না। গতকাল পিপি এবং এপিপির পদত্যাগের দাবিতে কী একটা অবস্থা হলো! তাঁদের অবস্থা এমন হলে সাধারণ আইনজীবীর অবস্থা কী হবে? প্রশ্ন তুলেছেন গৌরাঙ্গ দাস। প্রসঙ্গত, চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিন শুনানিতে তাঁর পক্ষে কোনও আইনজীবী দাঁড়াবেন কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। চিন্ময় প্রভুর আইনজীবী নিজেই মামলার আসামি হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, অন্যদিকে ভয়ে অনুসারী আইনজীবীরাও হাল ছেড়েছেন, সবাইকে মামলার আসামি করে ঘরবাড়ি ছাড়া করা হয়েছে। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ও মানবাধিকার কর্মীদের গুরুতর অভিযোগ, প্রথম দিকে চিন্ময় প্রভুর পক্ষে ১১৬ জন হিন্দু আইনজীবী দাঁড়ালেও তাঁদের অধিকাংশই এখন এই মামলার আসামি। হামলার ভয়ে সন্ত্রস্ত। ইতিমধ্যে কয়েকজনের বাড়ি ও চেম্বারে হামলা সংগঠিত হয়েছে। আদালত চত্বরে প্রকাশ্য দিবালোকে হিন্দু আইনজীবীদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের পক্ষে যাতে কোনও আইনজীবী আসতে না পারেন, সেজন্য আগে থেকেই মামলা হামলা চলেছে। আসলে এগুলো সব পরিকল্পিত, বলেছেন সংখ্যালঘু মানবাধিকার কর্মীরা। কেবল তা-ই নয়, হামলায় আইনজীবী রমেন রায় এখন আইসিইউতে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি। তাঁর বুকের পাঁজর, হাড় মাথা সহ সারা শরীরে আঘাত, অবস্থা আশঙ্কাজনক।

গঙ্গাসাগর মেলার আগে সাগরতট রক্ষার সিদ্ধান্ত সরকারের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাসাগর, ৩ ডিসেম্বর ঃ মেলার আগে মাটি ফেলে হারানো সমুদ্রতট উদ্ধারের চেষ্টা সাগরে। এক মাস বাদেই গঙ্গাসাগর মেলা। তার আগে তটের চেহারা ফেরাতে বিপুল পরিমাণ মাটি ফেলার কাজ শুরু।তবে বাইরে থেকে এই মাটি আনা কার্যত অসম্ভব।সেই জন্য সাগরদ্বীপের বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটি কেটে এনে তটে ফেলা হবে। জানা গিয়েছে, এই কাজের জন্য মোট ৩২০০ কিউবিক মেট্রিক টন মাটির প্রয়োজন। সাগরদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মজে যাওয়া খাল এবং অনাবাদী জমি থেকে মাটি কেটে আনা হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা,প্রতি বছর যেভাবে গঙ্গাসাগরের সমুদ্র তট ক্ষতির মুখে পড়ছে, তাতে দ্রুত এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান দরকার। বর্তমানে সাগরতটের অবস্থা দেখলে মনে হবে নামেই সমুদ্র সৈকত। সেখানে বালির কোনও অস্তিত্ব নেই। শুধুই কাদামাটি। তট পুনরুদ্ধার করতে প্রথমে গাড়ি গাড়ি মাটি ফেলা হবে। তারপর পরবর্তী কাজ শুরু করবে সেচদফতর। এই ডিসেম্বর মাসজুড়ে এই কাজ চলবে। মাটি ফেলা শেষ হলে তাঁর উপর ছড়ানো হবে বালি। কেন্দ্রীয় সরকার যদি আগে টাকা দিতো তাহলে সাগরতটের ভাঙন হয়তো আটকানো যেত বলে মনে করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা। তবে সামনে গঙ্গাসাগর মেলা রয়েছে সেই মেলার আগে কতটা তট রক্ষা করা যায় সেই দিকটি দেখা হচ্ছে বলে ও জানান মন্ত্রী। সাগরের মানুষ চান সরকার পাকাপাকি ভাবে সমুদ্রতট রক্ষা করুক। কারন এই গঙ্গাসাগরে সারা বছরই পূণার্থী আসে।

Name Change

I, Santosh Soni (old name) w/o Sushil Kumar Soni, d/o Radheshyam Soni presently residing at 110, Manicktala Main Road, Kankurgachi, Kolkata-700054, West Bengal, shall henceforth be known as Santosh Devi Soni (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 03/12/2024. That Santosh Soni (old name) and Santosh Devi Soni (new name) both are same and identical person.

Name Change

I, Hamim Ara Orfe Modina Begum (old name) wife of Kazi Ziaul Karim, residing at Vill & P.O.- Akuni, Kazi Para, P.S.- Chanditala, Dist.- Hooghly, Pin-712701, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Hamim Ara Khatun (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 03/12/2024. Hamim Ara Khatun (new name) and Hamim Ara Orfe Modina Begum (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Arijit Das (old name) son of Arun Kumar Das, residing at Nangi Chatterjee Para, P.O.- Batanagar, P.S.- Maheshtala, Dist.- South 24 Pgs, Pin-700140, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Arijit Kumar Das (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 03/12/2024. Arijit Kumar Das (new name) and Arijit Das (old name) both are same and identical person.

Name Change

AI, Noor Ali Sardar (old name) son of Kinu Sardar, residing at Mahishpukur, P.O.- Chak Patli, P.S.- Hasnabad, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743426, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nurali Sardar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 03/12/2024. Nurali Sardar (new name) and Noor Ali Sardar (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Alo Mandal (old name) wife of Manik Mondal, residing at Ramkrishnapur, Panihati, P.O.- Ghola Bazar, P.S.- Ghola, Barrackpore, Pin-700111, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Alo Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 03/12/2024. Alo Mondal (new name) and Alo Mandal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Manik Mandal (old name) son of Late Pabitra Mondal, residing at Ramkrishnapur, Panihati, P.O.- Ghola Bazar, P.S.- Ghola, Barrackpore, Pin-700111, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Manik Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 03/12/2024. Manik Mondal (new name) and Manik Mandal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Tarek Ali Sarder (old name) son of Arsaf Sardar, residing at Jayantipur, Petrapole, Bongaon, North 24 Pgs, Pin- 743405, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Tarek Ali Sardar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 03/12/2024. Tarek Ali Sardar (new name) and Tarek Ali Sarder (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Arsaf Sarder (old name) son of Sadar Ali Sardar, residing at Jayantipur, Petrapole, Bongaon, North 24 Pgs, Pin- 743405, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Arsaf Sardar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 03/12/2024. Arsaf Sardar (new name) and Arsaf Sarder (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Kaushalaya Shaw (old name) wife of Dilip Shaw, residing at 37, M.M Mitra Road, Agarpara, P.S.- Kharda, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700058, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Kaushalya Shaw (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 03/12/2024. Kaushalya Shaw (new name) and Kaushalaya Shaw (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Swapan Kumar Mondal (old name) son of Nityananda Mondal, residing at Vill.- Bharatinagar, P.O.- Kumra Kashipur, P.S.- Habra, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743271, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Swapan Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 03/12/2024. Swapan Mondal (new name) and Swapan Kumar Mondal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammad Saeed Asad (old name) son of Late Shafique Ahmed, residing at Nayabasti Road, No-10, Burnpur, Asansol (M Corp), Hirapur, Burdwan, Pin- 713325, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Saeed Asad (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 02/12/2024. Md Saeed Asad (new name) and Mohammad Saeed Asad (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Subhankar Mandal (old name) son of Manik Mondal, residing at Ramkrishnapur, Panihati, P.O.- Ghola Bazar, P.S.- Ghola, Barrackpore, Pin-700111, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Subhankar Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 03/12/2024. Subhankar Mondal (new name) and Subhankar Mandal (old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Paritosh Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Haripada Mandal ঠিকানা Bagula Collegepara, VtcPo - Bagula, Hanskhali, District- Nadia, Pin- 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 03-12-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Paritosh Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Paritosh Mandal (নতুন নাম) ও Paritosh Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Mira Kadel (old name) wife of Mohan Kumar Kadel, residing at 15, Sir Hariram Goyenka Street, Burrabazar, Kolkata- 700007, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Meera Kadel (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 02/12/2024. Mira Kadel (old name) and Meera Kadel (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohan Kadel (old name) son of Dal Chand Kadel, residing at 15, Sir Hariram Goyenka Street, Burrabazar, Kolkata- 700007, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mohan Kumar Kadel (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 02/12/2024. Mohan Kadel (old name) and Mohan Kumar Kadel (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Bidisha Misra W/o Sabyasachi Misra Residing at Sukanta Sarani, Kanthalpota, P.o - Krishnanagar, P.s - Kotwali ,District - Nadia, Pin-741101 West Bengal India shall henceforth be known as Bidisha Misra Sutradhar. I declare that Bidisha Misra and Bidisha Misra Sutradhar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-12-2024.

Name Change

I, Mohammad Mahabub Mandal S/o Md Asraf Ali Mondal Residing at Vill-Mena, Po- Samudrapur, P.s-Ashok Nagar,District - 24 Pgs(N), Pin-743272 West Bengal India shall henceforth be known as Mehebub Mondal. I declare that Mohammad Mahabub Mandal and Mehebub Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-12-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি Mahan Halder (পুরাতন নাম) পিতা Nagen Haldar ঠিকানা Penpulberiya, Fatepur, Hanskhali, District- Nadia, Pin-741507, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 03-12-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mohan Haldar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mohan Haldar (নতুন নাম) ও Mahan Halder (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Ashok Majumder, Ashok Kumar Majumder, Ashoke Mazumder (Old Name) S/o Dhirendra Nath Mazumder Residing at 232/1, S.N. Majumder Road, Konchati, Bansberia(M), Tribeni, Chinsurah-Magra, District - Hooghly, Pin- 712503, W.B. India shall henceforth be known as Ashoke Kumar Mazumder (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 03-12-2024. Ashok Majumder, Ashok Kumar Majumder, Ashoke Mazumder (Old Name) and Ashoke Kumar Mazumder (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Rajib Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Paritosh Mandal ঠিকানা Bagula Collegepara, VtcPo - Bagula, Hanskhali, District- Nadia, Pin- 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 03-12-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rajib Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rajib Mandal (নতুন নাম) ও Rajib Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Ayan Datta, S/o Arup Kumar Datta, residing at Akshara Pearl, 200, N.S.C. Bose Road, Flat-1A, BL-I, Narendrapur South 24-Parganas -700103, have changed my name from Ayan Dutta to Ayan Datta and henceforth shall be known as Ayan Datta vide affidavit dated 02.12.24 before the Notary Public Kolkata. Ayan Dutta and Ayan Datta both are same and one identical person i.e., myself.

মেলায় ঘুরতে এসে প্রাক্তন প্রেমিকের হামলার মুখে নবদম্পতি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩ ডিসেম্বর ঃ মেলায় ঘুরতে এসে প্রাক্তন প্রেমিকের হামলার মুখে পড়লেন নবদম্পতি। প্রেমিকের ছুরির কোপে রক্তাক্ত হলেন স্বামী-স্ত্রী। সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পানিনালা এলাকায় মেলা বসেছে। সেই মেলা দেখতে এসেই হামলার মুখে পড়েন ওই দম্পতি। কিছুদিন আগেই বিয়ে হয়েছে তাঁদের। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বিয়ের আগে থেকে অভিযুক্ত তাপস প্রামাণিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ওই তরুণীর। কিন্তু অন্য জায়গায় তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। সেই থেকেই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল তাপস। সোমবার রাতে কৃষ্ণনগরের পানিনালা এলাকায় একটি মেলায় স্বামী-স্ত্রীকে দেখতে পেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। মঙ্গলবার সকালে আহত যুবকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। অভিযুক্তকে রাতেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ঘোড়ার ডিম মিষ্টির দেদার বিক্রি নন্দন মেলায়

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩ ডিসেম্বর ঃ ঘোড়ার ডিম বাস্তবে নেই। কিন্তু নন্দন মেলায় তার দেখা মিললো। ঘোড়ার ডিম মিষ্টির দেদার বিক্রি নন্দন মেলার বড়ো আকর্ষণ। বিশ্বভারতীর কলাভবনে শুরু হয় এই নন্দনমেলা। প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর নামানুসারে এই মেলা ৫১ তম বর্ষে পা দিল। প্রতি বছরের ডিসেম্বর মাসে দু'দিন চলে এই মেলা। কলাভবনের ৬ টি বিভাগের সারা বছরের শিল্পকর্মে পসরা বসে এই মেলায়। 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে এই শিল্প মেলায় উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়ে। তবে এবারের মেলার মূল আকর্ষণ 'ঘোড়ার ডিম'। অর্থাৎ, ঘোড়ার ডিম নামে মিষ্টান্ন বিক্রি করছে পড়ুয়ারা। যা খেতে ও ছবি তোলার হিড়িক চোখে পড়ার মত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন শিল্পী নন্দলাল বসু। কবির ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে বিশ্বভারতীতে কলাভবন প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। ৩ ডিসেম্বর শিল্পী নন্দলাল বসুর জন্মদিন। তাঁকে স্মরণ করে কলাভবনে 'নন্দনমেলা'র আয়োজন করা হয়। এবার এই মেলা ৫১ তম বর্ষে পা দিল। 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রকৃতির মাঝে শৈল্পিক মেলা। নানান অনবদ্য শিল্পকলায় সেজে উঠেছে কলাভবন চত্বর। কলাভবনের ৬ টি বিভাগ রয়েছে। সেরামিক, গ্রাফিক্স, টেক্সটাইল, স্কাল্পচার, পেন্টিং ও হিস্ট্রি অফ আর্ট। এই ৬ বিভাগের পড়ুয়াদের সারা বছরের তৈরি শিল্পকর্ম এই মেলায় প্রদর্শণী ও বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া, রয়েছে প্রাক্তনীদের স্টল, বিভিন্ন খাবারের স্টল, শিল্পকর্ম সংক্রান্ত বইয়ের স্টল প্রভৃতি। এই মেলা প্রাক্তনীদের মিলন মেলাতে পরিণত হয়। প্রদর্শনী ও বিকিকিনির পাশাপাশি, চলছে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অসমের বিহু, মণিপুরী নৃত্য, নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। সব মিলিয়ে জমজমাট কলাভবনের নন্দনমেলা। প্রসঙ্গত, এই মেলার সূচনার ঠিক আগের বছর কলাভবনে বীরেন বোরা নামে এক অসমীয়া ছাত্রর পা গুরুতর ভাবে কেটে গিয়েছিল। তাঁর চিকিৎসার খরচ যোগাতে সেই সময় হিমসিম খেতে হয়েছিল পড়ুয়া ও অধ্যাপকদের। সেই ঘটনা থেকেই স্থির হয়েছিল যা শিল্পকর্ম বিক্রি হবে তার একটা লভ্যাংশ কলাভবনের কোষাগারে সংরক্ষিত হবে। যা 'স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড'। দুঃস্থ পড়ুয়াদের সহযোগিতা করার স্বার্থে আজও এই রীতির চল আছে। পড়ুয়াদের মধ্যে শ্রেয়সী রাকা দাস, শেখ মুস্তাকিমা, বিনিতা খণ্ডেলওয়াল বলেন, অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা। কলাভবনের সব বিভাগের স্টল দেওয়া হয়েছে। সারা বছর আমাদের তৈরি হাতের কাজ রয়েছে। সবাই মিলে খুব আনন্দ করছি, মজা করছি।

পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নাদন ঘাটে দমকল কেন্দ্র গড়ার জন্য রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর সাথে দেখা করলেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

হলদিয়ায় লক্ষ্মণ শেঠের বাড়ি ও মেডিক্যাল কলেজে তল্লাশি ইডি-র

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার সকালে প্রাক্তন সাংসদ তথা বিশিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্মণ শেঠের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন ইডি আধিকারিকরা। 'অঙ্গীকার' নামের সেই বাড়িতেই এদিন ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে। শুধু তাঁর বাড়িতেই নয়, তাঁর তৈরি করা বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল 'আই কেয়ার'-এও তল্লাশি চালানো হয়। বাম আমলে সিপিএম-এর দাপুটে নেতা ছিলেন লক্ষ্মণ শেঠ। হলদিয়া জুড়ে তাঁর দাপটের কথা শোনা যেত। বাম জমানা শেষ হওয়ার পর দলবদল করেন তিনি। বর্তমানে প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি লক্ষ্মণ শেঠ। তবে, বছর ৭৯-এর লক্ষ্মণ শেঠকে এখন আর সেভাবে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে দেখা যায় না। ডাক্তারিতে এনআরআই কোটা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। ইডি-র কাছে সেই অভিযোগ জমা পড়ার পর শুরু হয় তদন্ত। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই এদিন রাজ্যের একাধিক জায়গায় তল্লাশি শুরু হয়। রাজ্যের একাধিক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে এই অভিযোগের তালিকায়। তার মধ্যে অন্যতম লক্ষ্মণ শেঠের এই কলেজ।

সাইবার প্রতারণার থেকে সাধারণকে রক্ষা করতে সচেতনতা রাজ্যের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর ঃ ডিজিটাল অ্যারেস্টের মতো বিভিন্ন সাইবার প্রতারণার থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে রাজ্য সরকার সচেতনতা বাড়ানোর উপর জোর দিচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে সামনে রেখে রাজ্য তথ্যপ্রযুক্তি দফতর একটি বই তৈরি করেছে। সাইবার ফাঁদ থেকে মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে লিখিত ওই বইটির আজ আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন দফতরের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। তিনি জানিয়েছেন, এই বইয়ে কার্টুনের মাধ্যমে বাচ্চা থেকে বয়স্ক সকলকে সচেতন করা হয়েছে। আপাতত বইয়ের আকারে করা হলেও এরপর সাইবার সচেতনতা বিষয়ক ডিজিটাল অ্যাপও চালু করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। বিধানসভায় ওই বই প্রকাশের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশের প্রায় ৩ হাজারের বেশি কর্মীকে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের তরফে সাইবার সুরক্ষা নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতার মাধ্যমেই সাধারণ মানুষকে সাইবার প্রতারণার হাত থেকে বেশি মাত্রায় বাঁচানো সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু মহিলার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর ঃ বেপরোয়া ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতার নাম রুবিনা খাতুন (৬৫)। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য এলাকায়। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া অঞ্চল অফিসের পিএমজি রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা সেই মহিলাকে উদ্ধার করে গ্রামীণ হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিয়ে যায়। এরপরে চিকিৎসক উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিয়ে আসা হলে মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। তবে ইতিমধ্যেই পুলিশ ডাম্পার চালককে গ্রেফতার করেছে ও গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

শীত পড়েছে কিন্তু নতুন গুড়ের স্বাদ কি পাবে বাঙালি? শিউলিদের জীবনযাত্রা বদলায়নি আজও

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩ ডিসেম্বর ঃ শীত আসতে না আসতেই বাঙালিদের পছন্দের নলেন গুড়ের চাহিদা আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছে। ভোজনরসিক বাঙালির পছন্দের খাদ্যতালিকার প্রথম দিকেই স্থান পায় নতুন গুড় বা নলেন গুড় বা সেই গুড়ের পাটালি। বাজারে কোথাও কোথাও এসেও গিয়েছে নলেনগুড়। কোথাও কোথাও জিরেন কাঠের গুড়ও। গুসকরা থেকে দুর্গাপুর যাওয়ার রাজ্য সড়কের দু'ধারে থাকা অসংখ্য খেজুর গাছ নলেন গুড়ের তৈরির জায়গা।

নদীয়া জেলা থেকে আসা শিউলিরা খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে তৈরি করছেন খাঁটি খেজুর গুড়। এগুলি পূর্ব বর্ধমান জেলা, এমনকি ভিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের চাহিদা পূরণ করছে। এখানকার গুড়ের বিশেষ স্বাদ এবং গুণমানের জন্য এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে জেলাশহর থেকে দূর মফঃসল পর্যন্ত। এখন তাই কাজে ব্যস্ত পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম, মানকরের শিউলিরা। কোথাও কোথাও যাঁদের পাশি বলা হয়। কিন্তু শিউলিদের জীবনযাত্রা বদলায়নি আজও । বরং তাঁদের সমস্যা আরও বেড়েছে। গুড় প্রস্তুতকারী একজন জানান, তাঁরা শীত পড়ার প্রায় একমাস আগে থেকে এসে গাছ পরিষ্কার করে যান। শীত পড়তেই শুরু হয় গাছ থেকে রস সংগ্রহ। বাজারে গুড়ের চাহিদা বেশি থাকায় তীব্র ব্যস্ততায় সময়মতো খাওয়া-দাওয়া হয়ে ওঠে না তাঁদের। তবুও, এটিই তাঁদের জীবন-জীবিকার অন্যতম মাধ্যম। ক্রেতাদের মতে, এই অঞ্চলের গুড়ের স্বাদ অন্য জায়গার তুলনায় অনেকটাই ভাল। নলেন গুড়ের উৎপাদন শুধু গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে না, নদীযার শিউলিদের কর্মব্যস্ত জীবনকে অন্য মাত্রা দিচ্ছে। শীতের আবহে গুড় তৈরির এই ঐতিহ্য বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

জন্মসূত্রে প্রতিবন্ধী হয়েও আবাস যোজনার ঘর থেকে বঞ্চিত দুই ভাই

দুরন্ত বার্তা, রাজগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর ঃ যাদের মাথার উপর ছাদ নেই তাদের জন্যই আবাস যোজনার ঘর। রাজগঞ্জের মাঝিয়ালীর প্রতিবন্ধী দুই ভাইয়ের ছাদের ঘর নেই।পর পর তিন বার আবাস যোজনার লিস্টে নাম থাকলেও চুড়ান্ত পর্যায়ে নাম উধাও দুই প্রতিবন্ধী ভাইয়ের। প্রধান কে জানাতে গেলে প্রধান কথা শুনতে চাইছে না বলে অভিযোগ দুই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে রাজগঞ্জের মহানভিটা গ্রামে। রাজগঞ্জ ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহানভিটা গ্রামের দুই ভাই সুভোত রায় ও সুনিল রায়, দুজনই জন্ম সূত্রেই প্রতিবন্ধী। এক ভাইয়ের থাকার ঘর থাকলেও আরেক ভাইয়ের থাকার ঘর নেই, তাই সরকারি ভাবে আবাস যোজনার মাধ্যমে ঘড়ের আবেদন করেছিল কয়েক বছর আগে। তিন বার সার্ভে হবার পর নাম থাকলেও শেষ সার্ভেতে নাম বাদ যাওয়ায় হতাশ দুই প্রতিবন্ধী ভাই। এই বিষয়ে দুই ভাই জানায় দুজনের মধ্যে একজনের নামে ঘর হলেও দুজনে একত্রিত হয়ে থাকতে সুবিধা হত না আমাদের, কিন্তু নাম বাদ হয়ে যাওয়ায় সরকারি ঘর থেকে বঞ্চিত হয়ে পরেছি। প্রধানের কাছে বেস কয়েকবার গিয়েছিলাম প্রধান কথা শুনতে চায় নি। অন্য দিকে এই বিষয়ে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত দত্ত জানায় ঘড়ের বিষয় নিয়ে আমাদের কিছু করণীয় নেই। সমস্তটা সমষ্টি উন্নযন আধিকারিকের অফিসের মাধ্যমে দেখা হচ্ছে। আর আমার কাছে আসেনি সুভোত রায় বা সুনিল রায়। যাদের নাম বাদ গেছে তারা এখন অঞ্চলে গিয়ে আবেদন করলে তা বিডিও অফিসে পাঠিয়ে দেবো। প্রধান আরোও জানান উনারা যদি অ্যাপ্লিকেশন দেন তাহলে আমরা ভিডিও অফিসে জমা দিয়ে উনাদের সরকারি ঘর পাওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই সচেষ্ট হব।

আধুনিক পদ্ধতিতে ধান কাটা চলছে মেশিনের মধ্যে দিয়ে বালী দ্বীপে

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ৩ ডিসেম্বর ঃ আধুনিক পদ্ধতিতে চাষের কাজ চলছে সুন্দরবনে। চোখের নিমিষে ধান কেটে ঝাড়াই হয়ে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক মিনিটেই ধান মাঠ থেকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন কৃষকেরা। সুন্দরবনের গোসাবার বালি দ্বীপে এখন কৃষকদের ধান কাটার ভরসা আধুনিক প্রযুক্তির এই মেশিন। এতে খরচ সামান্য। আমন ধান কাটার মরশুমে শ্রমিকদের ঘাটতি পূরণে মাঠে মাঠে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এই আধুনিক কৃষি যন্ত্র। গত বছর থেকে ব্যাপক হারে কৃষি শ্রমিকের সমস্যা দেখা দেওয়ায় চলতি মরশুমে চাহিদা বাড়ছে এই কৃষি যন্ত্রের। কারণ মাত্র কয়েক মিনিটেই জমির ধান কাটা থেকে ঝাড়াই সমস্ত কিছু হয়ে যাচ্ছে। কৃষকদের সময় বাঁচছে। পাশাপাশি দ্রুত জমি থেকে ধান উঠে যাওয়ায় পরবর্তী ফসল চাষের জন্য দ্রুত জমি তৈরি করতে পারছেন কৃষকেরা। বিগত কয়েক বছর ধরেই আমন মরশুমে ধান কাটার শ্রমিকের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রমিক না মেলায় ধান কাটতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল কৃষকদের। এমনকি শ্রমিক দিয়ে ধান কাটায় খরচ বেশি হচ্ছে। বর্তমানে ধান কাটার দক্ষ শ্রমিকের সমস্যা প্রায় গোটা জেলা জুড়ে। আবার শ্রমিক দিয়ে ধান কাটতে গিয়ে অনেকটাই সময় সাপেক্ষ ছিল। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতেই কৃষি দফতরের পক্ষ থেকে আধুনিক ধান কাটার যন্ত্র জেলাতেও ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০ মিনিটে এক বিঘা জমির ধান কাটা সম্ভব হচ্ছে। গত তিন বছর ধরে এই মেশিন দিয়ে ধান কাটা হচ্ছে বিভিন্ন মাঠে। এবছর চাহিদা বেড়েছে মেশিনের। এই বিষয়ে সুন্দরবনের গোসাবার বালি ১ নং পঞ্চায়েতের সত্যনারায়নপুরের বিকাশ মন্ডল নামে এক কৃষক বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে ধান কাটার সময় শ্রমিক পাওয়া যায় না এর ফলে মাঠেই নষ্ট হয়ে যায় ধান। কিন্তু এই আধুনিক প্রযুক্তির মেশিন চলে আসাতে মাত্র কয়েক মিনিটে কয়েক বিঘা জমির ধান অনায়াসে কেটে ফেলা সম্ভব হচছে এখন। এতে খরচ মিনিটে ৬৫ টাকা। শ্রমিকদের দিয়ে ধান কাটালে সময়ও বেশি লাগতো এবং খরচ বেশি হতো। কিন্তু কম খরচে এই মেশিন শ্রমিকদের কাজের গতি থেকে বহু গুণ বেশি গতিতে কাজ করতে পারছে। এর ফলে চাষের পর ধান কাটা নিয়ে আর সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে না এখন কৃষকদের। আধুনিক পদ্ধতিতে এই ধান কাটা সুন্দরবনের গোসাবার বালি দ্বীপের সর্বত্র শুরু হয়ে গেছে। কৃষি বিশেষজ্ঞ প্রদীপ সরস্বতী বলেন, গোসাবা সহ সুন্দরবনের সর্বত্র মেশিনে ধান কাটার কাজ শুরু হয়েছে। এতে সময় সাশ্রয় হচ্ছে এবং ধানের গুনগত মান ও ঠিক থাকছে।

হাসপাতালে চুরি, আতঙ্কিত এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর ঃ আবারও চুরির ঘটনা ঘটে গেল মাথাভাঙ্গা শহরে। এবার একেবারে হাসপাতালে চুরির ঘটনা ঘটায় যথেষ্টই আতঙ্কিত এলাকাবাসী থেকে শুরু করে হাসপাতালে কর্তৃপক্ষও। এদিন এই চুরির ঘটনাটি ঘটে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের বহির্বিভাগে। ঘটনাস্থলে আসে মাথাভাঙ্গা থানার আইসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনীও। জানা গেছে এদিন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টারের একটি কম্পিউটারের সিপিইউ চুরি হয় আর এতেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। এদিনের চুরির ঘটনার বিষয়ে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ মাসুদ হাসান জানান সকালে দেখা যায় বহির্বিভাগে কয়েকটি ঘরের দরজার লক ভাঙ্গা এবং আলমারি ভাঙা অবস্থায় রয়েছে তবে টিকিট ঘরের একটি সিপিইউ চুরি হয়েছে। বহির্বিভাগে থাকা সিসি ক্যামেরাও নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে হাসপাতালে নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও বহির্বিভাগে নিরাপত্তারক্ষী থাকেনা এমনটাই জানান তিনি। থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হবে বলেও তিনি জানান।

ভুয়ো নথিপত্র দিয়ে আলু পাচার, লরি চালক সহ ৩ জন গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর ঃ আলুর দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছুদিন পূর্বে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই অন্তঃরাজ্য আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে আসাম বাংলা সীমান্তে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। আর তাতেই ভিন্ন উপায়ে পাচার হচ্ছে রাজ্যের আলু। ভিন রাজ্যের হিম ঘরের ভুয়ো নথি তৈরি করে রাজ্যের আলু তৈরিতে সক্রিয় রয়েছে এক বিশেষ চক্র। জানা যায়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হিমঘরগুলি থেকে বেরোচ্ছে আলু আর সেখান থেকেই এই ভুয়ো চক্রের পাণ্ডাদের হাত ধরে সেই আলু পৌঁছে যাচ্ছে অসম সহ উত্তর পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে। সীমান্ত এলাকায় লরিগুলিতে তল্লাশি চালাতে কেউ বিহার কেউ উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন এলাকার নথিপত্র দেখাতে থাকে পুলিশকে। সোমবার ভুয়ো নথিপত্র দিয়ে সেই আলু পাচারের ঘটনায় দুই লরি চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও এই চক্রের পান্ডা হিসেবে গ্রেফতার করা হয়েছে অসম বাংলা সীমান্ত এলাকার এক ব্যক্তিকে। এদিকে অবৈধভাবে আলু পাচারের অভিযোগে মনোয়ার হোসেন, রূপম গোপকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদেরকে জেরা করে বিভিন্ন তথ্য পেয়েছে পুলিশ। এছাড়াও জাল নথি তৈরীর অভিযোগে পরিমল বর্মন নামে সংকোশের এক বাসিন্দাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

কাটিহার ডিভিশনে বিদ্যুতের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : আরটি_ইএল_জিইএন_০৩_২৪-২৫; তারিখ: ২৯-১১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম ঃ ডালখোলা-ডালখোলা স্টেশনে ইন্টারলকিং -এর ইআই - সিস্টেম সহ পণ্য লাইন নং. ০৫ -এর উভয় প্রান্তে সংযোগ। (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল)। টেন্ডার মূল্য: ২১,২৩,০০২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৪২,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের শেষ তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ২৭-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ২৭-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Tender Notice

Executive Officer, Suti-I Panchayat Samity invites sealed tender for: 1. **NIT No:- 22/BEUP-59/24-25/PS.**, Date: 02.12.2024 under BEUP for FY 2024-25), vide Memo No: 459(39)/Eng/PS., Dated: 02.12.2024, Total No. of Schemes 02 (Two) Nos. Last date of Application : **17.09.2024 upto 6.00 pm.** Opening date of Technical Bid : **19.09.2024 upto 06.00 pm.** Opening date of Financial Bid : **23.09.2024 at 11.00 am.** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Executive Officer, Suti-I Panchayat Samity. Visit **website: https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Suti-I Panchayat Samity
Ahiran : Murshidabad

e-Tender
Kalekhantala-II Gram Panchayat
Parulia, Purba Bardhaman.

NIT no-303/NIT/CFC/K-2 GP/ 2024-25 (for 2 nos CC Road) & **302/NIT/CFC-T/K-2 GP/2024** (for 1 Nos Drain) date:- **02/12/2024.** Published on eNIT site on **04/12/2024.** Fund:15th CFCG Untied & Tied (24-25). For Details, Please Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Kalekhatala-II Gram Panchayat.

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
NOTICE INVITING e-Tender

NIT No. - 07 **Dated - 03.12.2024**

The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system for the Construction of Bathing Ghat, Hawker's Corner, Repairing& Renovation and Protection of Boundary Wall (south & west side) work and others, Construction of 3 nos. Platform for fixation of Stachu at servaj adabasi polli, Mukta Mancha at Bonpur, 3 nos. New Cremation shed, 3nos. New Morner Shed at Bonpur Smashan within Ramjibonpur Municipality through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/Bidders.

Tender Ref. No.: WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-07/2024-25, Tender ID : 2024_MAD_778267 Last date & time for submission of bid through online is **19.12.2024. upto 2:00 P.M.**

The details will be available on websites : **www.wbtenders.gov.in** (or) **www.etender.wb.nic.in** or **www.ramjibonpurmunicipality.org.in** and Office Notice Board,

Sd/- **Chairman, Ramjibonpur Municipality**

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
41/GPW/ WBFDC/ 2024-25	**Construction of Landscape Work for Directorate of Child Rights &Trafficking during the year 2024-25**	**04.12.2024**	**13.12.2024**

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

RDB REAL ESTATE CONSTRUCTIONS LTD.
CIN: U70200WB2018PLC227169
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-11, Kolkata-700001, **Phone** : 033-4450 0500
Email id - secretarial@rdbrealty.com

০৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

বিজ্ঞপ্তি এতদ্বারা দেওয়া হল যে ০৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)মেসার্স এর সদস্যরা। আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশন লিমিটেড অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ সকাল ১১.৩০ এ (আইএসটি) মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) লেনদেনের জন্য অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মানে (ওএভিএম)১৪ই নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসা(গুলি)।এর প্রযোজ্য বিধান মেনে এজিএম আহ্বান করা হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি, পড়ুন ৮ই এপ্রিল ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪২০২০ সহ, নং। ১৭২০২০ তারিখ১৩ই এপ্রিল ২০২০, ২০২০২০ তারিখ ০৫ মে ২০২০, ০২২০২১ তারিখ ১৩ তম জানুয়ারী, ২০২১, ০২২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১০২০২২ তারিখ ২৮ তারিখে ডিসেম্বর, ২০২২, ০৯.২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ০৯. ২০২৪ তারিখ১৯ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা হয়েছে (এমসিএ সার্কুলার) একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই। কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে এবং এর সাথে সম্মতিতে উপরোক্ত সার্কুলার, এজিএমের নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে এবং শুধুমাত্র দ্বারা ৩১শে মার্চ ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট ০৩ ডিসেম্বর ২০২৪-এ ইমেল করুন, সেই সমস্ত সদস্যদের, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি কোম্পানীর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফারের সাথে নিবন্ধিত এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ, নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড। লিমিটেড বা তাদের নিজ নিজ সঙ্গে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপোজিটরি)। বিজ্ঞপ্তিতে এজিএমের পাশাপাশি বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় https:www.rdbrealty.com

কোম্পানির বিধি ২০ এর সাথে পড়া আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে(ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অনসাধারণ সভা (এসএস-২) কোম্পানি সেক্রেটারিদের ইনস্টিটিউট দ্বারা জারি ভারত, সদস্যদের সবাইকে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়েছে একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবহার করে এজিএমের নোটিশে নির্ধারিত রেজুলেশন সিস্টেম (দূরবর্তী ই-ভোটিং)। কোম্পানি এনএসডিএল-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে দূরবর্তী ই-ভোটিং, এজিএম-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণের সুবিধা প্রদানের জন্যভিসিওভিএএম এবং এজিএমে ভোটদান। সদস্যদের ভোটাধিকার থাকবে পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারে তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাত শুক্রবার, ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৪-এ কোম্পানির মূলধন (কাট-অফ ডেট)। সদস্যদের এজিএমে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ভোট দেওয়ার পদ্ধতি ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোড, ফিজিক্যাল মোডে এবং এর জন্য শেয়ার রাখা যে সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি সেখানে দেওয়া হয়েছে এজিএমের বিজ্ঞপ্তি।

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হয় মঙ্গলবার, ২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৪ এ সকাল ৯.০০ টা (আইএসটি) এবং ২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৪ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫.০০ এ শেষ হবে (IST)। সদস্যরা এই সময়ের মধ্যে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। এরপরে এনএসডিএল দ্বারা দূরবর্তী ই-ভোটিং অক্ষম করা হবে। সেই সদস্যরা,যারা ভিসিওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং ছিলেন না রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে রেজুলেশনের উপর তাদের ভোট দেয় এবং হয় অন্যথায় এটি করতে বাধা দেওয়া হবে না, ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন এজিএম এ একটি রেজুলেশনের উপর ভোট একবার সদস্য দ্বারা নিক্ষেপ করা হয়,সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর আগে তাদের ভোট দিয়েছেন এজিএম ভিসিও এভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারে আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে না।

যে কোনো ব্যক্তি যিনি প্রেরণের পরে কোম্পানির সদস্য হনকাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২০ তারিখে এজিএম এবং শেয়ার ধারণের বিজ্ঞপ্তি ডিসেম্বর, ২০২৪ একটি পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারে evoting@nsdl.com বা nichetechpl@nichetechpl.com-এ অনুরোধ করুন। তবে, সদস্য যদি ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন তবে তিনি ব্যবহার করতে পারেনই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড।

সদস্য যারা এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা এবং ফোন নিবন্ধিত করা হয়নি নম্বরগুলিকে নীচে উল্লিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে

ক) ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেই মেল ঠিকানা এবং ফোন নম্বর রেজিস্ট্রারকে লিখে শেয়ার করুন্ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) কোম্পানী nichetechpl@nichetechpl.com এ এবং secretarial@rdbrealty.com যথাক্রমে স্বাক্ষরিত কপি সহসদস্যের নাম, ফলিও নং, ঠিকানা উল্লেখ করে অনুরোধ করা চিঠি,প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং যেকোনো নথির স্ব-প্রত্যয়িত কপি(যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট,সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে আধার কার্ড।

খ) ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে প্রাসঙ্গিক সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং ফোন নম্বর নিবন্ধন আপডেট করুন ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী।

দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন অভিযোগের ক্ষেত্রে এজিএম, অনুগ্রহ করে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউ) এবং ই-ভোটিং পড়ুন এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল www.evoting.nsdl.com অথবা টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করুন। ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ অথবা একটি পাঠান Pritamd@nsdl.com-এর সহকারী ব্যবস্থাপক শ্রী প্রীতম দত্তের কাছে অনুরোধ evoting@nsdl.com.

বোর্ডের আদেশে
সাক্ষর-
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৩.১২.২০২৪
আমান সিসোদিয়া
কোম্পানি সচিব

Office of the Block Development Officer
Purbasthali-I Development Block
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER

1. Re e-Tender Reference No-P-I/31/1350/EO/MPLADS 2023-24,Dated-02/12/2024 Tender ID: 2024_ZPHD_777659_1 has been floated Construction of Polyclinic with Pathology Lab of Ramkrishna Vivekananda Sevashram, Nadanghat. 2. e-Tender Reference No-P-I/32/3486/BDO/ 2O24-25, Dated-02/12/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_777669_1 to 2 has been floated Construction of one no. A.C.R, one no. Girls Toilet and one no.Dining Hall at Rai Dogachia High School and Construction of one no. A.C.R, one. no. Girls Toilet and at Srirampur United High School Fund RIDF XXX. 3. e-Tender Reference No-P-I/33/1354/EO/Env.2024-25, Dated-03/12/2024, Tender ID:2024_ZPHD_778079_1 has been floated An Open Air Butterfly Garden at Munshipara Ghat at Samudragarh. Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/-Block Development Officer/E.O.
Purbasthali-I Development Block/P.S
Srirampur, Purba Bardhaman

অটোমেটিক ব্লক সিগনালিং সিস্টেমের প্রবর্তন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/১৮, তারিখঃ ২৯-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র.নং. ১। ই-টেন্ডার নং.ঃ এপি-এসটি-১৮-২০২৪-২৫, কাজের নাম ঃ এমডিজেডটিআই/আলিপুরদুয়ার জং.-এর অপারেশন মডেল রুমে প্রশিক্ষার্থীদের জন্য অটোমেটিক ব্লক সিগনালিং সিস্টেমের প্রবর্তন। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৫৯,৮২,৬৩৫ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,১৯,৭০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২৬-১২-২০২৪ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে বিদ্যুতের জেনারেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল/২৯/১৯_২০২৪/কে/৯৮৭, তারিখ ঃ ২৯-১১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. ঃ ১৯_২০২৪; কাজের নাম ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যুতের সাধারণ কাজ "নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি জং. এবং শিলিগুড়ি জং.-আলুয়াবাড়ী" - সিনিয়র ডিইএন/III/কাটিহার -এর এখতিয়ারের অধীনে যথাক্রমে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-১ এবং ২ স্টেশনে ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪২,৪২,৭৩৮/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৮৪,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

-ঃ বিজ্ঞপ্তিপত্র ঃ-

আমি, তরিকুল ইসলাম, পিতা- জাইমুল হক, সাং- দুর্গাপুর, পোঃ- কুলগাছি, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীনস্থ ১৯ নং ছোটকালিয়াই মৌজাস্থিত দাগ নং- ৮৩৯, খতিয়ান নং- ৪৮৬১, পরিমাণ ৩.৬৩৪, আমার এল.আর. রেকর্ডীয় সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর, রেজিষ্ট্রীকরণ সংক্রান্ত কার্য্যাদির জন্য রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত মৃত নাজমুল হক'র পুত্র গোলাম কিবরিয়া, সাং- ছোটকালিয়াই কে আমি ইং- ২০২২ সালে **Jangipur A.D.S.R.** অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **Book-I-4891** নং আমমোক্তারনামা দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি। উক্ত সম্পত্তি গোলাম কিবরিয়া আমার পক্ষে বিক্রয়, দান, হস্তান্তরকরণ করিলে তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এই মর্মে অদ্য ঘোষণাপত্র জনসাধারণপক্ষে দাখিল করিলাম।

E tender Notice

Online bids are invited the year 2024-25 from bonafied contractors for listed work from 15th CFC untied fund (2024-25) of following 2 nos of schemes in respect of tender id: **2024-ZPHD-775545** and from 15 th CFC tied fund (2024-25) of 3 nos schemes in respect of tender id : **2024_ZPHD_ 778024**. Bid submission last date **10.12.2024 at 3:30 pm**. For details information contact to the undersigned

Sd/- Prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

Office Of The Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
Namkhana, South 24-Parganas

NIT No.:01/MGP/E-Tender/NIT 01/2024-25 Dated-28-11-2024, Date: 03/12/2024. E-Tender ID:- 2024_ZPHD_774593_1 Construction of CC Road Near the house of Luthfar Khan to Madrasa at Mouza Moushuni.UNDER MOUSHUNI GP.15th FC.E-Tender ID:-2024_ZPHD_774593_2 Construction of CC Road Near the house of Naru Jana to Susen Mandal at Mouza Bagdanga. UNDER MOUSHUNI GP.15th FC.E-Tender ID:-2024_ZPHD_774593_3 Construction of CC Road Near the house of Paban Bera to Santosh Pramanik at Mouza Kusumtala, UNDER MOUSHUNI GP.15th FC.E-Tender ID:-2024_ZPHD_774593_4 Construction of Over Slab CC Drain for LWM Purpose Near The House of Atul Jana at Mouza Bagdanga. UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. E-Tender ID:-2024_ZPHD_774593_5 Construction of Over Slab CC Drain for LWM Purpose Near The House of Manoranjan Khatuya at Mouza Moushuni. UNDER MOUSHUNI GP.15th FC.E-Tender ID:-2024_ZPHD_774593_6 Construction of Over Slab CC Drain for LWM Purpose Near The land of Gopal Nayek at Mouza Kusumtala, UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. E-Tender ID:-2024_ZPHD_774593_7 Construction of Over Slab CC Drain for LWM Purpose Near The Bhasan Khal Culvert at Mouza Baliara. UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. NIT No.:02/MGP/E-Tender/NIT 02/2024-25 Dated-28-11-2024. E-Tender ID:-2024_ZPHD_774598_1 Sinking of new tubewell near the house of Sk Alimuddin at Mouza Baliara.UNDER MOUSHUNI GP.15th FC.E-Tender ID:-2024_ZPHD_774598_2 Sinking of new tubewell near the house of Gurupada Das at Mouza Bagdanga. UNDER MOUSHUNI GP.15th FC.E-Tender ID:-2024_ZPHD_774598_3 Sinking of new tubewell near the house of Dulal Barik at Mouza Moushuni. UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. E-Tender ID:-2024_ZPHD_774598_4 Sinking of new tubewell near the house of Bhagirath Mandal at Mouza Moushuni. UNDER MOUSHUNI GP.15th FC.E-Tender ID:-2024_ZPHD_774598_5 Sinking of new tubewell near the house of Sahadev Halder at Mouza Baliara.UNDER MOUSHUNI GP.15th FC.last date of online bid submission is **07-12-2024**. Details on **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
Namkhana, South 24 Pgs

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.- **WBPUR/EO/PARA/ NIT(e)-14/2024-25** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District- Purulia, 03 (Three) nos. works/Schemes under RIDF-XXX Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Tender ID: **2024_DM_777625_1 to 2024_DM_777625_3**. Document download/sell starting from **02.12.2024 up to 16.12.2024 16.00 PM.** Bid submission starting from **02.12.2024 up to 16.12.2024 at 16:00 PM**. And Opening on **18.12.2024 at 16:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Office of the Banharishpur Gram Panchayat
Banharishpur, under
Panchla Development Block, Dist-Howrah
Notice Inviting E-Tender

Office of the Prodhan, Banharishpur Gram Panchayat under Panchla Development Block, Dist-Howrah has invited E-Tender Notice. List of Tender Notice :- 1)121/E-TENDER/BGP/2024(15-th FC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024, 2)122/E-TENDER/BGP/2024(15-th FC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024, 3)123/E-TENDER/BGP/2024(15-th FC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024, 4)124/E-TENDER/BGP/2024(15-th FC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024, 5)125/E-TENDER/BGP/2024(15-th FC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024, 6)126/E-TENDER/BGP/2024(15-th FC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024, 7)127/E-TENDER/BGP/2024(15-th FC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024, 8)128/E-TENDER/BGP/2024(15-th FC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024, 9)129/E-TENDER/BGP/2024(15-th FC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024, 10)130/E-TENDER/BGP/2024(15-th FC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024, 11)131/E-TENDER/BGP/2024(5-th SFC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024, 12)132/E-TENDER/BGP/2024(5-th SFC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024, 13)133/E-TENDER/BGP/2024(5-th SFC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024, 14)134/E-TENDER/BGP/2024(5-th SFC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024, 15)135/E-TENDER/BGP/2024(5-th SFC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024, 16)136/E-TENDER/BGP/2024(5-th SFC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024, 17)137/E-TENDER/BGP/2024(5-th SFC) Sl N0-01 Dated:-18/11/2024. Bid Submission date- **21/11/2024 , 5:00 PM** and End of Bid Submission **07/12/2024 at 5:00 PM**, he details tender notice along with Tender Documents and others forms is available at **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Banharishpur Gram Panchayat

অস্ট্রেলিয়ার পথে আরও এক ধাপ সামি! দুর্দান্ত বোলিং, বাংলার ৯ উইকেটে জয়

রাজকোট, ৩ ডিসেম্বরঃ বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ফিরছেন মহম্মদ সামি? বোর্ডের তরফে ঘোষণা হয়নি। তবে সামি আরও এক ধাপ এগোলেন বলাই যায়। দীর্ঘ প্রায় এক বছর পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হয়েছিল। রঞ্জি ট্রফিতে কামব্যাক ম্যাচে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিলেন। তাঁর ফিটনেস নিয়ে অবশ্য ধোঁয়াশা ছিলই। সে কারণেই সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। যেখানে তাঁর টোয়েন্টি ফরম্যাটে এমন ইকোনমি দুর্লভ। গত কয়েক ম্যাচে ভালো বোলিং করলেও উইকেট আসছিল না। বিহারের বিরুদ্ধে উইকেটও নেন। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে মাত্র ১৪৭ রান করে বিহার। বোর্ডে টার্গেট ১৪৮। শুরুটা অবশ্য ভালো হয়নি বাংলার। ধারাবাহিক ভালো খেলা অভিষেক পোড়েল ফেরেন ১০ বলে ১৯ রান করেই। এর মধ্যে চারটি বাউন্ডারি। আর উইকেট হারায়নি বাংলা। মাত্র ১৪ ওভারেই

উপর নজর রয়েছে বোর্ডের মেডিক্যাল টিমেরও। এ দিন বিহারের বিরুদ্ধে অনবদ্য বোলিং। বাংলা জিতল ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে। রাজকোটে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে এ দিন বিহারের বিরুদ্ধে নেমেছিল বাংলা। টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেন বাংলা অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি। সুযোগটা কাজে লাগালেন মহম্মদ সামিও। শুরু থেকেই ইকোনোমিকাল স্পেল। শেষ অবধি কোটার চার ওভারে মাত্র ১৮ রান দিয়ে ১ উইকেট। ৪ ওভারে ১৫টি ডট বল। ইকোনমি ৪.৫০! টি-

লক্ষ্যপূরণ। আর এক ওপেনার করণ লাল ৪৭ বলে অপরাজিত ৯৪ করেন। ৯টি বাউন্ডারি এবং আধডজন ওভার বাউন্ডারি মারেন। অন্য দিকে, তিনে নেমে ক্যাপ্টেন সুদীপ ঘরামি ২৭ বলে ৩২ রানে অপরাজিত। সৈয়দ মুস্তাক আলিতে আলোচনায় সামির ফিটনেসই। চোট সারিয়ে ফেরার পর ফের একবার আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে অস্বস্তিতে দেখায় সামিকে। বিহারের বিরুদ্ধে তাঁর বোলিং, ফিটনেস সবেতেই আশার আলো।

ফের সেঞ্চুরি, ফের নতুন রেকর্ড, প্রতি ম্যাচে চমকে দিচ্ছেন গুজরাটের উর্ভিল প্যাটেল

ইন্দোর, ৩ ডিসেম্বরঃ মাঠে নামলেই কি সেঞ্চুরি করেন? সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে এই প্রশ্নই উঠে গেল। উর্ভিল প্যাটেল কয়েক দিন আগেই ২৮ বলে টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরি করে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। গুজরাটের এই ছেলে আবার নতুন কাণ্ড ঘটিয়ে বসলেন। এ বারও তাঁর ব্যাটে উঠল ঝড়। উর্ভিল ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল উত্তরাখণ্ড। প্রতিপক্ষের হার নিয়ে তেমন আলোচনা নেই। যত চর্চা উর্ভিলকে নিয়েই। উত্তরাখণ্ডের

বিরুদ্ধে এ বার ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করেছেন উর্ভিল। শেষ পর্যন্ত ৪১ বলে ১১৫ নট আউট থেকে যান উর্ভিল। মেরেছেন ৮টা চার ও ১১টা বল হারানো ছক্কা। এক সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। সেই সঙ্গে অবিশ্বাস্য রেকর্ডও করে ফেললেন। ৪০ বল বা তার কমে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আর কেউ এর আগে সেঞ্চুরি করেননি। উত্তরাখণ্ড ১৮৩ রানের লক্ষ্য দিয়েছিলেন গুজরাটকে। কিন্তু উর্ভিলের এমন ঝড়ের দাপটে মাত্র ১৩.১ ওভারেই ম্যাচ জিতে নেয় গুজরাট। ৪১ বল বাকি থাকতে এই জয়ের নায়ক একা উর্ভিলই। উত্তরাখণ্ড কিন্তু ম্যাচের শুরুটা অন্য ভাবে করেছিল। অক্ষর প্যাটেল, রবি বিশ্নোইয়ের মতো বোলার থাকা সত্ত্বেও উত্তরাখণ্ড পাত্তা দেয়নি। তাঁরা যথেষ্ট রানও খরচ করেছেন। কিন্তু ব্যাট করতে নামার পর ছবিই পাল্টে যায়। উর্ভিল একাই সেঞ্চুরি করেন। ১৮৫-২। বাকিদের আর তেমন অবদান নেই। আর্য দেশাই, অভিষেক দেশাই তেমন রান পাননি। চার নম্বরে নেমে অক্ষর ১৮ বলে ২৮ করে নট আউট থেকে যান।

স্কাই-শিবমের ঝড়, শার্দূলের চার, মুস্তাকে বিধ্বংসী মুম্বই

হায়দরাবাদ, ৩ ডিসেম্বরঃ পূর্ণশক্তির মুম্বই কতটা ভয়ঙ্কর! মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতে আরও একবার সেটাই দেখা গেল। শুরুর দিকে না খেললেও মুম্বই টিমে যোগ দিয়েছেন ভারতের টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদব। আর মাঠে নেমেই ঝড়। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স শিবম দুবের। বল হাতে নজর কাড়লেন শার্দূল ঠাকুর। আইপিএলের যাবতীয় হতাশা ক্রমশ যেন কাটিয়ে উঠছেন শার্দূল। মেগা অকশনে এ বার অবিক্রিত থেকেছেন। আগের ম্যাচে লজ্জার নজিরও গড়েছিল। ঘুরে দাঁড়ালেন দ্রুতই। সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ৩৯ রানে জয় মুম্বইয়ের। টস জিতে মুম্বইকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় সার্ভিসেস। ইনিংসের তৃতীয় ডেলিভারিতে শূন্যতেই ফেরেন বিতর্কের মধ্যে থাকা পৃথ্বী শ। আর এক ওপেনার অজিঙ্ক রাহানে ১৮ বলে ২২ রানে ফেরেন। ক্যাপ্টেন শ্রেয়স আইয়ার করেন ১৪ বলে ২০। মাত্র ৬০ রানে তিন উইকেট। এখান থেকেই মুম্বইয়ের তাণ্ডব শুরু। ভারতের টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদব মাত্র ৪৬ বলে ৭০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। সাতটি বাউন্ডারি ও ৪টি ওভার বাউন্ডারি। স্কাইয়ের চেয়েও বিধ্বংসী মেজাজে বাঁ হাতি ব্যাটার শিবম দুবে। ৩৭ বলে ৭১ রানে অপরাজিত থাকেন। দুটি বাউন্ডারি এবং সাতটি ছয় তাঁর ইনিংসে। স্কাই-শিবমের দাপটে বোর্ডে ৪ উইকেটে ১৯২ রান তোলে মুম্বই। জবাবে সার্ভিসেস ১৯.৩ ওভারে ১৫৩ রানেই অলআউট। ৪ ওভারে মাত্র ২৫ রান দিয়ে ৪ উইকেট শার্দূল ঠাকুরের। তিন উইকেট নিয়েছেন শামস মুলানি। ব্যাট হাতে তাণ্ডবের পর ১ উইকেটও নেন শিবম দুবে।

আবার ৩৬ অলআউট! দলের পরিকল্পনা জানালেন অজি কিপার

সিডনি, ৩ ডিসেম্বরঃ অ্যাডিলেড। আবারও গোলাপি টেস্ট। ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্ট অ্যাডিলেডেই। গত সফরের স্মৃতি খুবই খারাপ ভারতের। সেটা শুধুমাত্র অ্যাডিলেডে এক ম্যাচেই। গত সফর শুরু হয়েছিল এই ভেনুতে। গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট দিয়ে। ভারত মাত্র ৩৬ রানেই অলআউট হয়েছিল। যদিও চার ম্যাচের সিরিজ জিতেছিল ভারতই। দ্বিতীয় টেস্ট থেকেই দুর্দান্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ভারত। এ বার পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। প্রথম টেস্টে চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতার শিকার অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে ভারত মাত্র ১৫০ রানে অলআউট হয়েছিল। বোলারদের দাপটে অস্ট্রেলিয়াকে মাত্র ১০৪ রানেই অলআউট করে ভারত। মার্নাস লাবুশেন, স্টিভ স্মিথ ফর্মে নেই। দুই ওপেনারও ভরসা দিতে পারেননি। অ্যাডিলেডে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া। অ্যালেক্স ক্যারি বলছেন, ‘‘ক্রিকেট ইতিহাসে এমন অনেক স্মরণীয় দিন থাকে। আবারও এমন হবে (৩৬ অলআউট) এমন প্রত্যাশা করছি না। তবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা অবশ্যই করব। আমাদের নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। সেগুলোর বাস্তবায়ন প্রয়োজন।’’ শুক্রবার শুরু দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলে দিন-রাতের ম্যাচ নিয়ে ক্যারি আরও বলছেন, ‘‘ওই টেস্টে আমি ছিলাম না। চেষ্টা করেছিলাম তবে ফিট হতে পারিনি। তবে ওই ম্যাচটা এখনও স্মৃতিতে রয়েছে। ওই ম্যাচ থেকে আত্মবিশ্বাস নেওয়া জরুরি। পাশাপাশি গোলাপি টেস্টে আমাদের যা পরিসংখ্যান, সেই থেকেও প্রেরণা নেওয়া প্রয়োজন। আমরা সাফল্য পাবই এর কোনও গ্যারান্টি নেই, তবে চেষ্টায় কোনও ত্রুটি রাখা যাবে না। আমরা ঘুরে দাঁড়াব।’’

অনুশীলনে ডুবে রোহিত বিরাটের কি চোট!

অ্যাডিলেড, ৩ ডিসেম্বরঃ প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি পারিবারিক কারণে। প্রস্তুতি ম্যাচে মিডল অর্ডারে নেমেও রান পাননি। তাই বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির দ্বিতীয় টেস্টের আগে নিজেকে অনুশীলনে ডুবিয়ে রেখেছেন রোহিত শর্মা। অ্যাডিলেডে প্রথম প্র্যাক্টিসের দিনই এক ঘণ্টা আগে নেটে পৌঁছে গিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। দুদফায় ব্যাট করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রথম টেস্টের আগেই

পুত্রসন্তানের বাবা হয়েছেন রোহিত। তার জন্য সাময়িক বিরতি নিয়েছিলেন ক্রিকেট থেকে। তবে প্রথম টেস্ট চলাকালীনই পারথে পৌঁছে গিয়েছিলেন রোহিত। সেখানেই গোলাপি বলে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্যানবেরায় গোলাপি বলে প্রস্তুতি ম্যাচে একেবারেই ভালো খেলতে পারেননি রোহিত। ওপেনিং ছেড়ে চার নম্বরে নেমেছিলেন হিটম্যান। ১১ বল খেলে মাত্র ৩ রান করেন তিনি। অ্যাডিলেডে রোহিতের ওপেন করা উচিত কিনা, সেই নিয়ে জোর চর্চা চলছে ক্রিকেটমহলে। সেই চর্চার মধ্যেই মঙ্গলবার অনুশীলনে নেমে পড়েছেন ভারত অধিনায়ক। এদিনই অ্যাডিলেডে ভারতের প্রথম অনুশীলন ছিল। স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অনুশীলনে আসার কথা ছিল ভারতীয় ক্রিকেটারদের। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা আগেই নেটে হাজির হন রোহিত। ভারত অধিনায়কের সঙ্গী ছিলেন ঋষভ পন্থও। প্রথম দফায় ৪০ মিনিট টানা ব্যাটিং করেন রোহিত। খানিকক্ষণ পরে দ্বিতীয় দফার ব্যাটিং শুরু করেন। এদিকে অ্যাডিলেড টেস্টের আগে চোট আতঙ্ক ভারতীয় দলে? মঙ্গলবার অনুশীলনে দেখা গেল, বিরাট কোহলির হাঁটুতে ব্যান্ডেজ বাঁধা হচ্ছে। তার পর থেকেই জল্পনা, তাহলে কি চোট পেলেন তারকা ব্যাটার? অ্যাডিলেড টেস্টে নামতে কি বিরাটের সমস্যা হবে? উঠছে সেই প্রশ্নও। মঙ্গলবার অ্যাডিলেডে ভারতের প্রথম

অনুশীলন ছিল। স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অনুশীলনে আসার কথা ছিল ভারতীয় ক্রিকেটারদের। শুভমান গিলের সঙ্গে অনুশীলনে যান কোহলিও। ব্যাটিং শেষে হঠাৎ দেখা যায়, দলের ফিজিও এসে বিরাটের হাঁটুতে ব্যান্ডেজ বাঁধছেন। সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই উদ্বেগ ছড়ায় ক্রিকেটমহলে। তবে পরে দেখা যায়, হাঁটুতে ব্যান্ডেজ থাকলেও স্বাভাবিকভাবেই চলা ফেরা করছেন বিরাট। অন্যদিকে, অ্যাডিলেড টেস্টের আগে অজি শিবিরে চিন্তা বাড়ালেন স্টিভ স্মিথ। মঙ্গলবার অনুশীলন করতে গিয়ে হাতে চোট পেলেন তিনি। মার্নাস লাবুশেনের থেকে থ্রোডাউন নেওয়ার সময়ে আঙুলে এসে বল লাগে। তবে চোট সেরকম গুরুতর নয় বলেই জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এদিন দুই দলের প্র্যাক্টিস দেখতে হাজির ছিলেন ভক্তরাও। অ্যাডিলেডে পৌঁছে দলের প্র্যাক্টিসে যোগ দিয়েছেন ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীরও।

গোলাপি টেস্টের প্রস্তুতিতে অজি শিবিরে জোড়া আতঙ্ক! নেটে চোট তিন ও চারের

অ্যাডিলেড, ৩ ডিসেম্বরঃ ভারতের কাছে গত দুই হোম সিরিজেই হার। এ বার ঘুরে দাঁড়ানোয় নজর অস্ট্রেলিয়ার। যদিও ব্যাকফুটে থাকা ভারতের বিরুদ্ধেও শুরুটা ভালো হয়নি। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ক্লিনসুইপ হয়েছিল ভারত। তারকা ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স নিয়েও প্রশ্ন ছিল। অজি মিডিয়ায় ঝড় তোলা হয়েছিল, ভারতকে এই সিরিজে উড়িয়ে দেবে অস্ট্রেলিয়া। পারথ টেস্টে প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫০ রানেই অলআউট হয়েছিল ভারত। তাদের দাবি যেন আরও জোরালো হয়। কিন্তু দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ভারতের। পারথে ২৯৫ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়। রোহিত শর্মা এবং শুভমন গিলকে ছাড়াই এত্ত বড় জয়। পারথে জিতে সিরিজে যেমন এগিয়ে ভারত, তেমনই মানসিক ভাবেও। লোকেশ রাহুল দু-ইনিংসেই দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। যশস্বী ও বিরাটের সেঞ্চুরি। বুমরা, সিরাজ, রানাদের অনবদ্য বোলিং। অজি শিবিরে সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ মার্নাস লাবুশেন ও স্টিভ স্মিথের ফর্ম। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং

অর্ডারে তিন ও চার নম্বর এই দু-জনই সামলান। একে তো ফর্মে নেই, দ্বিতীয়ত অ্যাডিলেড শিবিরের আগে বড় ধাক্কা। গোলাপি টেস্টের আগে চোট মার্নাস লাবুশেন ও স্টিভ স্মিথের। নেটে স্টিভ স্মিথকে থ্রো ডাউন দিচ্ছিলেন সতীর্থ মার্নাস লাবুশেন। দ্রুত ছুটে আসেন অস্ট্রেলিয়া টিমের ফিজিও। কিছুক্ষণের জন্য নেট ছেড়ে বেরিয়ে যান স্টিভ স্মিথ। পরে অবশ্য অনুশীলন করেছেন। অন্য দিকে, অস্ট্রেলিয়ার সহকারী কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরির বোলিং সামলাতে গিয়ে চোট লাগে মার্নাস লাবুশেনের। ছন্দহীন মার্নাস অবশ্য নেট ছাড়েননি। তবে অজি শিবিরে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল বলাই যায়।

বুধে আইএসএলে মানোলো মার্কেজের সাফল্যের শততম ম্যাচ

হায়দরাবাদ, ৩ ডিসেম্বরঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ-এর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছে মানোলো মার্কেজ। এফসি গোয়ার প্রধান কোচ হিসেবে তিনি তার শততম ম্যাচে নেতৃত্ব দেবেন। বুধবার ম্যাচটি হায়দরাবাদের গাচিবাওলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এবং এটি মার্কেজের জন্য বিশেষ কারণ বহন করে, কারণ তার আইএসএল যাত্রা শুরু হয়েছিল হায়দরাবাদ এফসি থেকে। শততম ম্যাচের আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মানোলো মার্কেজ তার আইএসএল যাত্রা এবং ভারতের প্রতি তার ভালোবাসার কথা শেয়ার করেন। তিনি বলেন, ‘‘হায়দরাবাদে ফিরে আসা সবসময়ই বিশেষ। এটি ভারতে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল, এবং এখন, পঞ্চম মরশুমে, ভারত আমার দ্বিতীয় ঘরের মতো।’’ শততম ম্যাচে পৌঁছে তিনি সার্জিও লোবেরা এবং আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের মতো আইএসএল কোচদের একটি বিশেষ গোষ্ঠীতে যোগ দিলেন। তিনি আরও যোগ করেন, ‘‘আমি সৌভাগ্যবান যে দুটি ক্লাবে কোচিং করার সুযোগ পেয়েছি, যেখানে মাঠের ভেতরে এবং বাইরে সময় কাটানো উপভোগ করেছি। তবে ম্যাচ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তিন পয়েন্টের জন্য লড়াই করব।’’ মার্কেজের দল এই ম্যাচে তিনটি পরপর জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামছে। যদিও মরশুমের শুরুটা কিছুটা ধীর গতির ছিল, তিনি বলেন, ‘‘আমরা শুরুতে কিছু পয়েন্ট হারিয়েছি যা আমরা আশা করিনি। তবে আমি সবসময় আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। এখন

আমরা ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছি। তবে খারাপ মুহূর্তেও একইভাবে পরিশ্রম করতে হবে। ধারাবাহিকতা খুব গুরুত্বপূর্ণ।’’ হায়দরাবাদের প্রধান কোচ থাংবই সিংতো মার্কেজের পুরনো সহকর্মী। তাদের এই পরিচিতি সত্ত্বেও, তিনি মনে করিয়ে দেন যে এই ম্যাচে সফল হতে হলে উচ্চ মনোযোগ ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। মার্কেজ হায়দরাবাদের সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে সতর্ক, বিশেষ করে ওডিশা এফসির বিরুদ্ধে তাদের ৬-০ গোলের হার। তিনি বলেন, ‘‘লতারা গত মরশুমের মতো দল নয়, তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। ওডিশার ম্যাচ বাদে তারা খুব বেশি গোল হজম করেনি। আমাদের তাদের অবমূল্যায়ন করা উচিত হবে না।’’ এই বিশেষ দিনে মানোলো মার্কেজ হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে জয় নিয়ে নিজের শততম ম্যাচ স্মরণীয় করতে চান। এফসি গোয়ার সমর্থকরা আশা করছেন, দল আইএসএল শিল্ড জয়ের পথে এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।

সিভেরিওকে নিয়ে কোন কারণে ‘ভূয়সী প্রশংসা’ খালিদ জামিলের

জামশেদপুর, ৩ ডিসেম্বরঃ জাভিয়ের সিভেরিও, যিনি এখনও পর্যন্ত জামশেদপুর এফসির হয়ে ছয়টি গোল করেছেন, সম্প্রতি খালিদ জামিলের অধীনে দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ জয়ে অবদান রেখেছেন। জামশেদপুর এফসি যারা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, চেন্নাইয়িন এফসি এবং নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসির বিরুদ্ধে পরপর তিনটি বিধ্বংসী পরাজয়ের মুখোমুখি হয়ে প্রাথমিকভাবে হতাশ ছিল, তারা মহামেডান এসসির বিরুদ্ধে বড় ধরনের জয় নিয়ে ফিরে এসেছে। তিনটি পরাজয়ে ১৩টি গোল

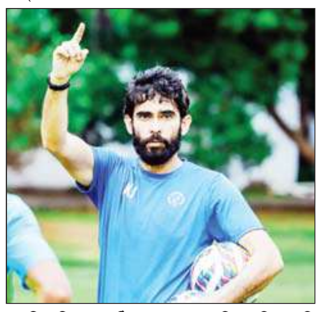

খাওয়ার পর জামশেদপুর এফসি ছিল কঠিন পরিস্থিতিতে, যেখানে তাদের আইএসএল শিল্ড জয়ের স্বপ্ন যেন শেষ হয়ে যাচ্ছিল। তবে দলের সদস্যরা নিজেদের ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয় এবং পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়, যা তাদের সাম্প্রতিক ম্যাচে এক শক্তিশালী পারফরম্যান্সের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। জামশেদপুর এফসির হেড কোচ খালিদ জামিল অত্যন্ত খুশি ছিলেন এই জয়ের পর। তিনি জানান, ‘‘এই জয় আমাদের দলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এটি আমাদের জন্য মানসিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার এবং সামনের ম্যাচগুলির জন্য প্রস্তুত হওয়ার একটি বিরাট সুযোগ।’’ বিশেষভাবে, জামিল সিভেরিওর প্রশংসা করেছেন, যিনি দলের আক্রমণাত্মক শক্তির মূল অংশ। জামিল সিভেরিওকে টিম ম্যান হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ‘‘সিভেরিও সবসময় খুব কঠোর পরিশ্রম করে। আমি তার গোল দেখতে পেয়ে খুব খুশি।’’ এটি ছিল সিভেরিওর জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় গোল, বিশেষ করে এমন সময়ে যখন জামশেদপুর এফসির আক্রমণাত্মক ক্ষমতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। সেই সময়ে তারা আইএসএলএ খুব কম গোল করেছে, এমনকি তৃতীয় স্থান অধিকারী ওড়িশা এফসির সঙ্গে সমান পয়েন্ট নিয়ে অবস্থান করছিল। এই গোলটি সিভেরিওর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য একটি মাইলফলক হতে পারে এবং কোচ জামিল আশা করছেন এটি দলের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। জাভিয়ের সিভেরিওর ফুটবল ক্যারিয়ার অত্যন্ত প্রভাবশালী, তিনি লাস পালমাস এবং রেসিং সান্তান্দারের মতো শীর্ষ ক্লাবগুলোতে খেলে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ভারতে আসার পর, তিনি হায়দরাবাদ এফসির সাথে আইএসএল শিরোপা জিতেছিলেন এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাথে সুপার কাপও জিতেছিলেন। এখন জামশেদপুর এফসির মূল স্ট্রাইকার হিসেবে তিনি নিজের ফুটবল জীবনের নতুন চ্যালেঞ্জে সম্মুখীন হচ্ছেন।

ফুটবলারদের ভোটে বছরের সেরা একাদশের সংক্ষিপ্ত তালিকায় মেসি-রোনাল্ডো

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ইউরোপ ছাড়লেও ইউরোপের পিছু ছাড়ছেন না ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ও লিওনেল মেসি। ফুটবলের যেসব তালিকায় আগে শুধু ইউরোপে খেলা ফুটবলারদের দাপট দেখা যেত, সেখানে এখন মেসি-রোনাল্ডোও ঢুকে পড়ছেন অনায়াসে। এবার ফিফপ্রোর ২০২৪ সালের বিশ্ব একাদশের সংক্ষিপ্ত তালিকায়ও পাওয়া গেল এ দুজনের উপস্থিতি। ২৬ জনের এই তালিকায় ইউরোপের বাইরে থেকে শুধু এই দুজনই জায়গা পেয়েছেন। ২০২৩ সালের জুনে পিএসজি ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন মেসি। এর আগে জানুয়ারিতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে বিদায় জানিয়ে রোনাল্ডো যান সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে। ইউরোপ ছাড়ার পর অনেকেরই ধারণা ছিল, এ দুজন হয়তো ফুটবলের বড় পুরস্কারগুলোর তালিকায় আর জায়গা পাবেন না। নিজেদের সেরা সময় পেছনে ফেলে আসা এবং বয়সের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে ভাবনাটা একেবারের অযৌক্তিকও ছিল না। কিন্তু সেসব ভাবনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে এখনো বৈশ্বিক পুরস্কারগুলোর তালিকায় জায়গা করে নিচ্ছেন এই দুজন। কদিন আগে ফিফা দ্য বেস্টের সেরা খেলোয়াড়ের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থেকে আলোচনায় এসেছিলেন মেসি। আর এবার ফিফপ্রোর বর্ষসেরা একাদশের তালিকায় পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো জায়গা পেয়েছেন ১৫ বার। ২০০৭ সাল থেকে মেসি প্রতিবারই এই একাদশে জায়গা পেয়েছেন। অন্যদিকে রোনাল্ডো ২০২২ ও

পাওয়া গেল মেসি-রোনাল্ডো দুজনেরই উপস্থিতি। ফিফপ্রোকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয় এর ভোটিং-পদ্ধতির কারণে। এই একাদশ নির্বাচনে ভোট দেন ফুটবলাররাই। যেখানে সর্বোচ্চ ১৭ বার একাদশে জায়গা পেয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। আর ২০২৩ সালে এই একাদশে জায়গা না পাওয়ায় মেসির চেয়ে পিছিয়ে পড়েছেন। এবারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পাওয়া ২৬ জনের ১১ জনই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের, যা কিনা যেকোনো লিগের মধ্যে সর্বোচ্চ। তবে এই ১১ জনের মধ্যে নেই চলতি মরসুমে দারুণ ছন্দে থাকা মোহাম্মদ সালাহর নাম। এই তালিকায় অবশ্য শুধু ম্যানচেস্টার সিটি থেকেই স্থান পেয়েছেন ৭ জন। তাঁরা হলেন এদেরসন, রুবেন দিয়াজ, কাইল ওয়াকার, রদ্রি, কেভিন ডি ব্রুইনা, ফিল ফোডেন ও আর্লিং হলান্ড। ক্লাব হিসেবে সিটির ওপরে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগবিজয়ীদের মধ্যে থেকে ৮ জন জায়গা পেয়েছেন এ তালিকায়। যেখানে কিলিয়ান এমবাপে ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র-দুজনই আছেন।

ফিফপ্রোর বিশ্ব একাদশের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পেয়েছেন যাঁরা। গোলরক্ষক-এদেরসন, এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, ম্যানুয়াল নয়্যার। ডিফেন্ডার-দানি কারভাহাল, রুবেন দিয়াজ, ভার্জিল ফন ডাইক, জেরেমি ফ্রিমপং, আন্তোনিও রুডিগার, উইলিয়াম সালিবা, কাইল ওয়াকার। মিডফিল্ডার-জুড বেলিংহাম, কেভিন ডি ব্রুইনা, ফিল ফোডেন, টনি ক্রুস, লুকা মদরিচ, জামাল মুসিয়ালা, রদ্রি, ফেদেরিকো ভালভের্দে। ফরোয়ার্ড-আর্লিং হলান্ড, হ্যারি কেইন, কিলিয়ান এমবাপে, লিওনেল মেসি, কোল পালমার, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, ভিনিসিয়ুস, জুনিয়র, লামিনে ইয়ামাল।

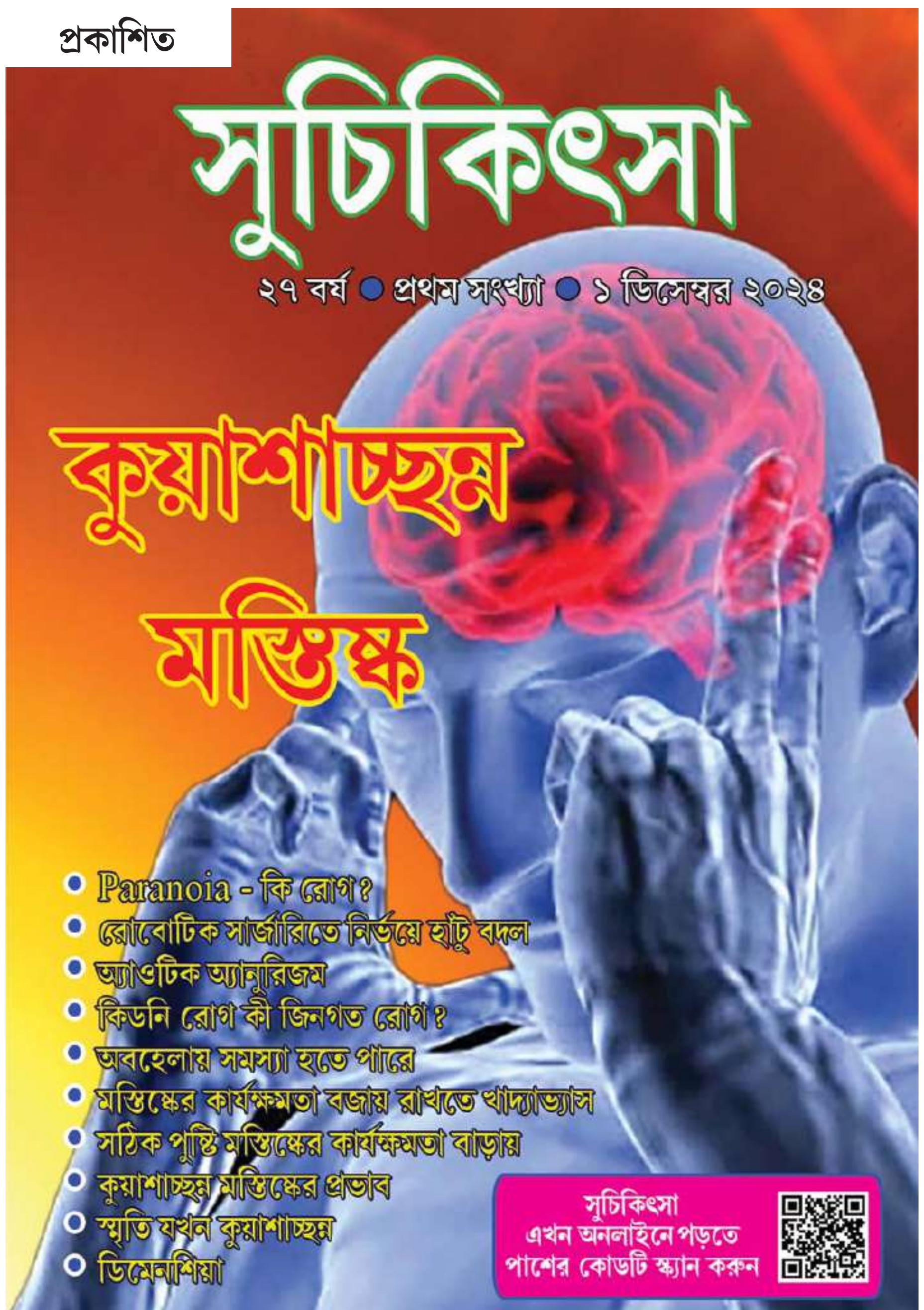

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com